মাসিক

# সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।"
— আল কুরআন ১৯ : ৩৬

৫ম বর্ষ • ১০ম সংখ্যা • জুমাদাস সানী-১৪৩৮ • মার্চ-২০১৭



সরল পথ অ্যাকাডেমি মসজিদ্
কাঁকুড়িয়া, মিঞাপুর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

# সরল পথ

রেজিঃ নং ঃ WBBEN/2012/45211

৫ম বর্ষ ঃ ১০ম সংখ্যা

জুমাদাল উলা— জুমাদাল উখরা ঃ ১৪৩৮ হিজরী

ফাল্গুন-চৈত্র ঃ ১৪২৩ বাংলা

মার্চ ঃ ২০১৭ ইংরেজি



**সার্বিক যোগাযোগ ঃ**

সম্পাদক, মাসিক সরল পথ

উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)

পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫

মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

সহ সম্পাদক ঃ ৯১৫৩২৩৫৮১৩

**মূল্য ঃ** প্রতি সংখ্যা-১৫ টাকা, বাৎসরিক- ১৭০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২০০ টাকা।

**ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ** (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)

জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ

**এস.এফ. প্রিন্টার্স**, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪

Email Id : sfprintersbld@gmail.com



সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com

Website : www.saralpathtrust.com



**সূচীপত্র** **পৃষ্ঠা**

## সম্পাদকীয়

# দেশভক্তির নেপথ্যে

জাতীয়তাবাদ ভালো, উগ্র জাতীয়তাবাদ কখনই ভালো নয়। দেশভক্তি ভালো, উগ্র দেশভক্তি কখনই ভালো নয়। দেশপ্রেম সকলের অন্তরে থাকা জরুরী, উগ্র দেশপ্রেম কারোর মনে স্থানই পাওয়া উচিৎ নয়। দেশের কল্যাণ সাধিত হলেই তো নিজের কল্যাণ সাধিত হবে। দেশের উন্নতি হলেই তো দেশবাসীর উন্নতি হবে। দেশের ভালো মন্দের সঙ্গে দশের ভালো মন্দের সুনিবিড় ও সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে।

বৈচিত্রের মধ্যেই ঐক্য-এটাই ভারতের পরিচয়। হরেক বুলির, হরেক জাতির, হরেক ধর্মের ও হরেক সংস্কৃতির সমন্বয়ের পীঠস্থান হল ভারত। এখানে হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্টান-কোল-ভিল-মুণ্ডা-যাদব-সাঁওতাল সকলেই বেশ বোঝাপাড়ার মাধ্যমে ভালোভাবেই জীবন যাপন করেন। সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী সকলেই নিজ নিজ সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের মত করে বেঁচে থাকতেই ভালোবাসেন। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা এই অর্থেই স্বার্থক।

অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় এই যে, বিজেপি সরকার গঠন করার পরেই দেশভক্তি মেকি ও উগ্র দেশভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশপ্রেম ও দেশদ্রোহীতার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। এখন দেশের বিরুদ্ধে নয়, বিজেপি, বজরং দল, এ.বি.ভি.পি, আর.এস.এসের বিরুদ্ধে কথা বললে দেশবিরোধী ও দেশদ্রোহীর তকমা দেওয়া হয়। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আর.এস.এস, বজরং দল, এ.বি.ভি.পি ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা এবং বিজেপির তাবড় তাবড় নেতারা ভারতীয় মুসলিমদের দেশভক্তি নিয়ে প্রকাশ্যে সওয়াল করে বসেছে। সওয়াল তুলেছে মুসলিমদের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে। তারা ঠারে ঠুরে দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিতে চায় মুসলিমরা হল এ দেশের শত্রু, হিন্দুদের শত্রু। ভারতকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। যেন তেন প্রকারে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে অথবা হিন্দুদের গোলাম বানিয়ে রাখতে হবে। তাদের দেশভক্তি ও দেশপ্রেমের স্লোগানের নেপথ্যে অন্য কী রহস্য নিহিত আছে? তারা যা বলছে তা কি বাস্তবেই করতে পারবে? তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কথা বলছে, না ক্ষমতা দখলের লিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য এ সব উগ্র হিন্দুত্ববাদের হাওয়া তুলে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছে? এসব একাধিক প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধিজীবি মহোদয়ের নিকটে পরিষ্কার। তারা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে কখনো মুসলিম বিরোধী হাওয়া তুলে সমস্ত হিন্দুদের একত্রিত করতে চায়। কখনো দতিলদের বিপক্ষে কথা বলে অদলিতদের একত্রিত করতে চায়। আবার কখনো রাম মন্দির নির্মাণের আওয়াজ তুলে ভোট ব্যাংককে মজবুত করতে চায়। বাস্তবে তারা কলঙ্কিত 'ডিভাইন অ্যাণ্ড রুল' পদ্ধতিতে নিজেদের অস্তিত্বকে মজবুত ও টেঁকসই করার খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে।

কোটি কোটি মানুষের জন্মভূমি ভারত। জন্মভূমির প্রতি মায়া, মমতা ও ভালোবাসা প্রত্যেক ভারতীয়ের অন্তরের অন্তঃস্থলে নিহিত আছে। জন্মভুমির দাবী যেন তার কোলে লালিত পালিত সকলেই তার সেবায় নিয়োজিত থাকে এবং তারা থাকে দুধে ভাতে। কোটি কোটি ভায়ের মধ্যে নানা মত ও পথ থাকবে — এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পরস্পরের শত্রুতা কখনোই কাম্য নয়।

ইয়াকুব মেনন, আফজাল গুরু, কাসব দেশের জন্য যেমন কলঙ্ক, ঠিক তেমনি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে, জাতির জনককে অসম্মান জানিয়ে তাঁরই হত্যাকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারীরা, গোরক্ষার নামে নিরপরাধ আখলাকের হত্যাকারীরা, রহিত ভেমুলার প্রতি অত্যাচারীররা, জে.এন.ইউ. ছাত্র নাজিবের অপহরণকারীরা, ভুপালে ভুয়ো এনকাউন্টারে বিচারাধীন আসামীদের হত্যাকারীরা, প্রকাশ্যে ভারতীয় মুসলিমদের বিতাড়িত করার হুমকিদাতারা, মুসলিম পার্সোনাল ল-এ হস্তক্ষেপকারীরা এবং সাম্প্রতিক দিল্লীর রামজস কলেজে আইসার আয়োজিত সভায় উমার খালিদের উপস্থিতির প্রতিবাদকারী এ.বি.ভি.পি. ছাত্র সংগঠনের সদস্যরাও দেশকে কলঙ্কিত করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিজেপি ও শিবসেনার কিছু কিছু নেতা নেত্রী যেভাবে বিভাজন ও মেরুকরণের রাজনীতির বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে, তাতে সকল প্রকৃত দেশভক্ত ও দেশপ্রেমী শান্তিপ্রিয় বুদ্ধিজীবির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। এই বিষাক্ত রাজনীতি দীর্ঘমেয়াদী হলে দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-ফাসাদ আরো ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়বে, ব্যাহত হবে দেশের উন্নয়ণ, ক্ষয়ক্ষতি হবে প্রচুর, বিনষ্ট হবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিও।

শান্তি প্রিয় মানুষের নিকটে আশার আলো এই যে, বৃহত্তর মুসলিম সোসাইটি যেমন উগ্র ইসলামী জিহাদপন্থীদের বর্জন করেছে, তেমনি উগ্র হিন্দুত্ববাদকেও বৃহত্তর হিন্দু সোসাইটি বর্জন করেছে। সরকার বাহাদুরের নিকটে আন্তরিক আপীল দেশের উন্নয়ণের স্বার্থে উগ্র ইসলামী সংগঠনগুলিকে যেভাবে ব্যাণ্ড করা হয়েছে, তেমনি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলিকেও ব্যাণ্ড করা হোক। সর্বত্র প্রকৃত দেশভক্তি ও দেশপ্রেমের বাতাস বইয়ে দেওয়া হোক। দেশদ্রোহীতা ও দেশবিরোধীতার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা হোক।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের বিবেককে জাগ্রত করো এবং আমাদেরকে তোমার দেখানো পথের সন্ধান দাও — আমীন।

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

# ভালো কাজে মন না চাইলে, তা হল আল্লাহ্‌র অসন্তোষের কারণ

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

وَ الَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰى ٥ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ٥ وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الۡاُنۡثٰۤى ٥ اِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتّٰى ٥ فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰى وَ اتَّقٰى ٥ وَ صَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰى ٥ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡيُسۡرٰى ٥ وَ اَمَّا مَنۡۢ بَخِلَ وَاسۡتَغۡنٰى ٥ وَ كَذَّبَ بِالۡحُسۡنٰى ٥ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡعُسۡرٰى ٥ وَ مَا يُغۡنِىۡ عَنۡهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ٥

অর্থ ঃ শপথ রাতের যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। শপথ দিনের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়। শপথ ঐ বস্তুর যা (স্রষ্টা) সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী রূপে। নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র পথে) দান করে ও আল্লাহ্ ভীতি অর্জন করে, আমি তার জন্য ভালো কাজ করাটা সহজ করে দেব। (পক্ষান্তরে) যে ব্যক্তি কৃপণতা অবলম্বন করবে এবং অহংকারী হবে, আমি তার জন্য কঠিন কাজকে (মন্দ কাজকে) সহজ করে দেব। যখন সে ধ্বংস হবে তখন তার মাল তাকে রক্ষা করতে পারবেনা (সূরাতুল লাইল — ১-১১)।

মহান স্রষ্টা মানুষকে আশ্‌রাফুল মাখলুকাত বা সর্বাধিক সম্মানিত সৃষ্টি রূপে তৈরি করেছেন। তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন বলেই লক্ষাধিক নাবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন যাতে আমরা দিগভ্রান্ত না হই। সঠিক পথের দিশা পেতে যাতে আমরা সমস্যার সম্মুখীন না হই তার জন্য ঐশীগ্রন্থ দিয়েছেন এবং তাকে ভেজাল প্রুফ রূপে সুরক্ষিত করেছেন। তাতে তিনি বলেন —

اِنَّ هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ يَهۡدِىۡ لِلَّتِىۡ هِىَ اَقۡوَمُ وَ يُبَشِّرُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ الَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ اَجۡرًا كَبِيۡرًا.

অর্থ ঃ নিশ্চয় এই গ্রন্থ আল্ কুরআন যেটি সব চাইতে ঠিক সেদিকেই (মানুষকে) পরিচালিত করে এবং সৎকর্ম পরায়ণ ঈমানদারদের শুভ সংবাদ প্রদান করে যে তাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে (সূরাতুল ইস্‌রা ৯)।

মহান আল্লাহ্ যে মানুষকে ভালবাসেন, বিপদে ফেলতে চাননা এটা তার প্রকৃষ্ট দলীল।

আল্লাহ্ যেমন উদার, বান্দাকে হতে হবে স্রষ্টার অনুসরণে তেমনি উদার প্রকৃতির। সৃষ্টিকর্তার বদান্যতায় সমস্ত সৃষ্টি, জীবন ধারণের উপকরণ সমূহের অব্যাহত ধারা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। তিনিও চান তাঁর দেওয়া সম্পদ হতে মানুষ স্রষ্টার নির্দেশিত পথে ব্যয় করুক। তাঁর ভীতি সৃষ্টির জন্য হৃদয়কে সদা স্ত্রস্ত করে রাখুক। যদি কোনো বান্দাহ্ নিজেকে এমন গুণের আধার করে ফেলতে পারে তাহলে তিনি প্রসন্নতা পূর্বক তাকে পুরস্কৃত করেন এবং ভাল কাজ সম্পন্ন করার যোগ্যতা প্রদান করেন। তখন যা শরীআতের দৃষ্টিতে ভাল তা আঞ্জাম দিতে ব্যক্তিকে কষ্ট মনে হয় না। কেননা দুনিয়ার প্রেমিক যদি তার কাংখিত লোকটির জন্য সর্বস্ব খোয়াতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে যে সত্বার অনুকম্পার কারণে তার অস্তিত্ব জাগতিক নিয়ামাত ভোগের উপযোগী হয়েছে, তার আবেদনে সাড়া দিয়ে সে সব কিছু করবে না যা তিনি চান না। মহান আল্লাহ্ বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الۡاِنۡسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الۡكَرِيۡمِ ٥ الَّذِىۡ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ٥ فِىۡۤ اَىِّ صُوۡرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٥

অর্থ ঃ হে মানব! তোমার সম্মানিত প্রতিপালকের বিষয়ে কোন্ বস্তু তোমাকে ধোকায় ফেলেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করে পূর্ণতা দিয়েছেন ও (তোমার অবয়ব তৈরীতে) তিনি সঠিক নীতি অবলম্বন করেছেন। (অর্থাৎ, তিনি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন, ফলে না একদম খর্বাকৃতির, না অতিরিক্ত লম্বা ইত্যাদি করেছেন) তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত রূপে সাজিয়েছেন (সূরাতুল ইনফিতার ৬-৮)।

অন্যস্থানে আল্লাহ্ বলেন ، اِسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَ الصَّلٰوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِيۡرَةٌ اِلَّا عَلَى الۡخَاشِعِيۡنَ، الَّذِيۡنَ يَظُنُّوۡنَ اَنَّهُمۡ مُّلٰقُوۡا رَبِّهِمۡ وَ اَنَّهُمۡ اِلَيۡهِ رَاجِعُوۡنَ.

অর্থ ঃ তোমরা ধৈর্য ও স্বলাত সম্পাদনের মাধ্যমে (আল্লাহ্‌র) সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয় (নিয়মিত ও নিষ্ঠা সহকারে) তা সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু যারা আল্লাহ্‌ভীরু তাদের জন্য কঠিন নয়। যারা বিশ্বাস করে যে তাদের অবশ্যই

নিজের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং (বিশ্বাস করে যে) অবশ্যই তাদের (স্বীয় প্রতিপালকের) নিকট ফিরে যেতে হবে (ও তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে) (সূরা বাক্বারাহ্ ২/৪৫-৪৬)।

উল্লেখিত আয়াতটি স্পষ্ট দলীল যে, আল্লাহ্ ভীতি শূন্য ব্যক্তিদের জন্য ভাল কাজ সম্পাদন করাটা আল্লাহ্ ভারী করে দেন। দান করলে, বিশেষতঃ দুস্থ-হত দরিদ্র এবং ভাল কাজের স্থানে, মন আনন্দিত হয়। এটাই বাস্তব। কিন্তু যখন আল্লাহ্ কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হন তখন তাকে এসব জরিমানা মনে হয়। মন আড়ষ্টতার শিকার হয়। একজন ধূমপায়ী উদার দিলে অন্যদের সিগারেট-বিড়ি দেদার বিলি করে। কিন্তু কোনো ভিখারীকে একটি টাকা দিতে বিরক্ত হয়, ধমক দেয়। এটাই হল ভাল কাজ কঠিন ও মন্দ কাজ সহজ হওয়ার উদাহরণ।

স্মর্তব্য যে, পার্থিব সম্পদ লাভ মহান আল্লাহ্র ভালবাসার দলীল নয়। যদি ইসলামী হিদায়াত কারও নসীবে এসে যায়, তাহলে জানতে হবে যে, মানুষটিকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন— وَ اِنَّ اللّٰه يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُّحِبُّ وَ مَنْ لَّا يُحِبُّ وَ لَا يُعْطِى الْاِيْمَانَ اِلَّا مَنْ اَحَبَّ.

আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন তাকেও পার্থিব সম্পদ দান করেন এবং যাকে অপছন্দ করেন তাকেও দেন। কিন্তু ঈমান একমাত্র তাকেই দান করেন যাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন (সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ ২১৭৪)। অপর এক হাদীসে নাবিয়্যুনা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন — مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

আল্লাহ্ যার প্রতি কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন (সহীহুল বুখারী ৭১)।

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত অর্থ হল সঠিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার পর তার প্রতিফলন জ্ঞানীর জীবনে প্রতিফলিত হওয়া। অনেক জানার পর তা যদি জ্ঞানীর জীবন পরিবর্তন না করতে পারে, তার সংলাপ, চলাফেরা, পারস্পরিক সম্পর্ক, পানাহার ইত্যাদি যদি সঠিক জ্ঞানের আধারে পরিচালিত না হয়, তাহলে জানতে হবে তার তাকদীরে প্রকৃত হিদায়াত নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন — اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

অর্থ ঃ বস্তুত, আল্লাহ্কে ভয় করে তাঁর বান্দাহদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানীগণ (সূরাহ্ ফাতির ২৮)।

যারা কিতাব ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলেনা তাদেরকে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু ভারবাহক গর্দভের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার কাজ বই, পুস্তক ইত্যাদির বোঝা বহন করা। (বিশেষত আরবদেশ ও পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে অন্যান্য বাহন প্রায় অচল) (সূরাতুল জুমুআহ্ ৫)।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুআ করতেন 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা হুব্বাকা হুব্বা মাঁয় ইয়ুহিব্বুকা অল আমালাল্লাযী য়ুবাল্লিগুনী হুব্বাকা'। অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার ভালবাসা কামনা করি, কামনা করি সেই ব্যক্তির ভালবাসা যে তোমাকে ভালবাসে এবং ঐ আমাল বা কাজ করার শক্তি চাই যা তোমার ভালবাসার নিকটে করে দেবে (তিরমিযী, আহমাদ, তারাজুআ-তে আলবানী ৫৮)।

একটি মানুষ দুধের পুষ্টি ও স্বাদ সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্বেও এবং তা সহজ লভ্য হলেও সে ২৫০ এম.এল. দুধ ক্রয় ও পান না করে ওই মূল্যে সিগারেট পান করে। কী ভাববেন এমন হতভাগ্য মানুষের জন্য? এটাই সত্য যে সঠিক হিদায়াত হতে আল্লাহ্ তাকে বঞ্চিত করেছেন।

নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মিরাজে গেলে তাঁর সামনে দুধ ও মদের গ্লাস রাখা হয়। তিনি দুধের গ্লাস গ্রহণ করে তা পান করলে, জিবরীল (আলাইহিস্ সালাম) বলেন, আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদি আপনি মদের গ্লাস নিতেন তাহলে আপনার উম্মাত ভ্রষ্টতার শিকার হয়ে যেত (সহীহুল বুখারী, ৩৪৩৭)।

ভাল ও মন্দের সহবস্থানে ভালকে গ্রহণ করতে পারাটা আল্লাহ্র ভালবাসার প্রতীক। কুরআন উপেক্ষিত, দ্বীনী লিটেরেচার অবাঞ্ছিত। পক্ষান্তরে নাটক, নভেল, বিনোদনমূলক সাহিত্য ইত্যাদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দ্বীনী আলোচনা চক্র, ইসলামী কাব্য ইত্যাদি অপ্রিয় বিষয়। অথচ অশ্লীল গান-কবিতা ইত্যাদি যা সমাজকে ক্রমান্বয়ে করে তুলছে আত্মকেন্দ্রিক, লোভী, পরশ্রীকাতর তা যদি ভাল লাগে, তা হলে জানতে হবে আমরা আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তার ভালবাসা হতে দূরে চলে যাচ্ছি। তৎক্ষণাত আর্জেন্ট ব্রেক করে আল্লাহ্র কাছে ফিরে আসতে হবে। অকাট্য দলীল কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্র আলোকে যা ভাল তা বরণ করতে হবে। আর যা মন্দ তা বর্জন করতে হবে। ইনশাআল্লাহ্, তিনি দয়াময়, ক্ষমাশীল।

আসুন আমাদের কর্মবহুল জীবন, চাহিদা, আকাঙ্খা এবং রুচিবোধকে আল্লাহ্ প্রেরিত অভ্রান্ত কষ্টিপাথরের মাধ্যমে যাঁচাই করি।

## দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

# মাথা ও কান মাসাহ্‌র স্বরূপ

আতাউর রহমান সালাফী

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَ بَاطِنِهِمَا.

মিকদাম ইবনু মা'দী কারিব হতে বর্ণিত — তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ অযূ করার সময় মাথা এবং দুই কানের ভিতর ও বাহির মাসাহ্ করেন *(ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ দুই কানের মাসাহ্‌র বিবরণ, হাদীস নং ৪৪২, হাদীস সহীহ্। উক্ত হাদীসটি অযূর পূর্ণ বিবরণের সাথে আবূ দাউদেও বর্ণিত হয়েছে, অধ্যায় ঃ নাবী ﷺ এর অযূর প্রকৃতি, হাদীস সহীহ্। সমার্থবোধক হাদীস ইবনু আব্বাস থেকেও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, অধ্যায় ঃ দুই কানের ভিতর ও বাহির মাসাহ্, হাদীস নং ৩৬, হাদীস হাসান সহীহ্)*।

সর্ব প্রধান শারীরিক ইবাদাত হল স্বলাত। স্বলাতের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হল অযূ। অযূ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, ''হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন স্বলাতের প্রতি দণ্ডায়মান হও, তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথা মাসাহ্ করো এবং গোড়ালীদ্বয় সহ পা ধৌত করো'' (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/৬)।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ অতি সংক্ষেপে অযূর শিক্ষা আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমরা যেভাবে অযূ করতে অভ্যস্ত তার বহু কিছু এ আয়াতে উল্লেখ নেই। অযূর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত এ আয়াত পূর্ণরূপে উম্মাতকে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাদের নাবী ﷺ।

যে সকল হাদীসে অযূর বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে, সে সকল হাদীসের অন্যতম হল প্রবন্ধের জন্য নির্বাচিত এ সংক্ষিপ্ত হাদীস। অযূ বিষয়ে দীর্ঘ হাদীস যেমন অনেক রয়েছে তেমনি সার্বিক ও পূর্ণ বিশ্লেষণও অন্য হাদীসে রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত হাদীসে অযূর মাত্র দুটি বিষয়ের উল্লেখ হয়েছে। বিষয় দুটি হল (১) মাথা মাসাহ্ করা ও (২) কান মাসাহ্ করা। এ দুটি বিষয়কে মহান আল্লাহ্ অযূর আয়াতে শুধু 'মাথা মাসাহ্' করার উল্লেখ করেই ছেড়ে দিয়েছেন।

এ হাদীসে আলোচিত দুই বিষয়ের মধ্যে কান মাসাহ্ বিষয়ে সাধারণতো বটেই বড়ো বড়ো আলেমদেরও বিচ্যুতি লক্ষ্য করেই এ সংক্ষিপ্ত হাদীস নির্বাচন করতে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

**শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ঃ** উল্লেখিত হাদীসেও এর সাথে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ হল (১) মাথা মাসাহ্‌র জন্য পানি গ্রহণ, (২) মাথা মাসাহ্‌র পদ্ধতি, (৩) মাথা ও কান মাসাহ্ কয় বার, (৪) কানের জন্য নতুন পানি গগ্রহণ না করা ও (৫) কান মাসাহ্‌র পদ্ধতি।

আমার নির্বাচিত হাদীসে শুধুমাত্র দুটি কথার উল্লেখ থাকলেও বাকী বিষয়গুলি এ দুয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় সবগুলির আলোচনা করা হচ্ছে।

**(১) মাথা মাসাহ্‌র জন্য পানি গ্রহণ ঃ** পূর্বের ভেজা হাতে মাথা মাসাহ্ করা হবে, না নতুন করে পানি গ্রহণ করতে হবে? এ বিষয়ে সঠিক সমাধান হল পূর্বে হাত ধোয়ার ফলে হাত ভেজা থাকবে এটিই স্বাভাবিক এবং ঐ ভেজা হাতে মাথা মাসাহ সম্ভব হলেও মাসাহ্ করার জন্য নতুন পানি দ্বারা হাত ভেজাতে হবে। এ বিষয়ে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর অযূর বিবরণে রয়েছে — '' অতঃপর হাত পাত্রে ঢুকালেন ও মাথা মাসাহ্ করলেন'' (বুখারী অধ্যায় ঃ মাথা মাসাহ্ একবার, হাদীস নং ১৯২)। ''..... এবং মাথা মাসাহ্ করলেন এমন পানি দিয়ে যা (পূর্বে ধোয়া) হাতের অবশিষ্ট নয় (অর্থাৎ নতুন পানি দিয়ে)'' *(মুসলিম, অধ্যায় ঃ নাবীর অযূ, হাদীস নং ২৩৬-১৯)*।

**(২) মাথা মাসাহ্‌র পদ্ধতি ঃ** এ হাদীসে শুধু মাথা মাসাহ্‌র কথা এসেছে। মাসাহ্‌র পদ্ধতির বিবরণ এ হাদীসে নেই। মাথা মাসাহ্‌র সঠিক পদ্ধতি হল — মাথার অগ্রভাগে দুই হাত রেখে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে, পুনরায় দুই হাত মাথার অগ্রভাগ পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে *(বুখারী, অধ্যায় ঃ পুরো মাথার মাসাহ্, হাদীস নং ১৮৫, মুসলিম, অধ্যায় ঃ নাবীর অযূ বিষয়ের বর্ণনা, হাদীস নং ২৩৫)*। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, পূর্ণ মাথা মাসাহ্ করতে হবে।

রুবাই বিনতু মুআওঅয বিন আফরা বলেন, ''আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অযূ করতে দেখেছি। তিনি মাথা মাসাহ্ করলেন, মাথার শুরু থেকে ও শেষ থেকে মাসাহ্ করলেন। দুই কানের সম্মুখ ভাগের অংশ এবং দুই কান একবার মাসাহ্ করলেন'' *(আবূ দাউদ , অধ্যায় নাবীর অযূর সস্বরূপ হাঃ নং১২৯; তিরমিযী, অধ্যায় ঃ মাথার মাসাহ্ একবার, হাদীস নং ৩৪, হাদীস হাসান)*।

এখানে দুই কানের সম্মুখ ভাগের অর্থের জন্য আরবী শব্দ এসেছে صُدْغَيْهِ। এ শব্দের অর্থ আল্লামাহ্ উবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরী ও অন্যান্য পন্ডিতগণ লিখেছেন, '' দুই কান ও দুই চোখের মধ্যবর্তী জায়গা এবং এ জায়গার চুল *(মিরআতুল মাফাতীহ্, নাইলুল আওতার)*।

দুই কান ও দুই চোখের মধ্যবর্তী জায়গা ও তথাকার চুল, মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় ধুয়ে যাওয়ার কথা। তবুও এ অংশের মাসাহ্ করার কথা, মাথা মাসাহ্‌র পূর্ণ পদ্ধতি স্বরূপ এ হাদীস আমাদের উপহার দিয়েছে।

**(৩) মাথা ও কান মাসাহ্ কয় বার ঃ** অযূর অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তিন বার পর্যন্ত ধোয়া হাদীস সম্মত হলেও মাথা ও কান

একবারই মাসাহ্ করতে হবে। মাথা ও কান মাসাহ্ সংক্রান্ত বহু হাদীস দ্বারা এ বিষয় প্রমাণিত।

**(৪) কানের জন্য নতুন পানি গ্রহণ করতে হবে না ঃ** মাথা মাসাহ্ করার জন্য নতুন পানি গ্রহণ করতে হলেও কান মাসাহ্ করার সময় নতুন পানি নিতে হবে না। বরং মাথা মাসাহ্ করার জন্য গৃহীত পানির ভেজা হাতে মাথা মাসাহ্র পর কান মাসাহ্ করতে হবে। নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে কানের জন্য নতুন করে পানি গ্রহণ মর্মে কোনো হাদীস নেই। দ্বিতীয়তঃ সহীহ্ হাদীস রয়েছে --- اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. দুই কান মাথায় শামিল *(ইবনু মাজাহ্, হাঃ নং ৪৪৩, তিরমিযী হাঃ নং ৩৭)*।

অর্থাৎ যেহেতু কান মাথায় শামিল, তাই মাথা মাসাহের জন্য গৃহীত পানিতেই কান মাসাহ্ করতে হবে। অনেকে কানের জন্য নতুন পানি গ্রহণ করার কথা বললেও নতুন পানি গ্রহণ না করার নিয়মই সঠিক।

**(৫) কান মাসাহ্ করার পদ্ধতি ঃ** আমি এ বিষয়টিতে ত্রুটি লক্ষ্য করেই এ বিষয়ে সঠিক বর্ণনা দিতে এ হাদীসকে নির্বাচন করেছি। হাদীসটিতে মাথা ও কান মাসাহ্র উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসে মাথা মাসাহ্র পূর্ণ বিবরণ না থাকলেও কান মাসাহ্র পদ্ধতির সংক্ষেপে অথচ পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। পাঠক মহল একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে অবশ্যই বুঝতে সক্ষম হবেন। বলা হয়েছে ''দুই কান মাসাহ্ করলেন উপরের অংশ ও ভিতরের অংশ।'' উপরের অংশ হল কানের পিছনের দিক এবং ভিতরের অংশ হল কানের সামনের দিক বা ছিদ্রের অংশ। শুধুমাত্র কানের ছিদ্রে আঙুল ঢুকিয়ে কানের বাইরের অংশে বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে দিলে পূর্ণ মাসাহ্ হবে না।

এ দুই অংশের মাসাহ্ করার পূর্ণ অর্থ তখনই পাওয়া যাবে, যখন উভয় অংশের সমগ্র অংশে মাসাহ্ করা হবে। শুধুমাত্র এ হাদীসটিই কানের সম্মুখভাগের ছিদ্র ও সকল ভাঁজ এবং বাইরের দিকের অংশ এমনকী কানের দুই পিঠের শীর্ষ অংশ মাসাহ্ করারও শিক্ষা দেয়। নিম্নের হাদীসটি লক্ষ্য করলে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কানের সকল ভাঁজ ও সকল অংশে মাসাহ্ করতে হবে।

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ...... وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَ بِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُوْرِهِمَا وَ بُطُوْنِهِمَا.

রুবাই বিনতু মুআওঅয ইবনু আফরা হতে বর্ণিত, ''তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মাসাহ্ করেন মাথার শেষ প্রান্তে অতঃপর শুরু প্রান্তে দুইবার এবং মাসাহ্ করেন দুই কানের বাহিরের অংশ সমূহ ও ভিতরের অংশ সমূহ'' *(আবু দাউদ, অধ্যায় ঃ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর অযূর স্বরূপ, হাদীস নং ১২৬, তিরমিযী, অধ্যায় ঃ মাথার শেষ প্রান্ত থেকে মাসাহ্ শুরুর বর্ণনা হাদীস নং ৩৩, হাদীস হাসান)*।

এ হাদীসে কান মাসাহ্র জন্য আরবীতে যে শব্দ এসেছে তার অর্থ হল, ''দুই কানের বাহিরের অংশ সমূহ ও ভিতরের অংশ সমূহ''। এর অর্থ দ্বারা স্পষ্ট যে, কানের বাহিরের সকল অংশ এবং ভিতরের সকল খাঁজ ও ভাঁজ মাসাহ্ করতে হবে। অন্যথায় হাদীসে বর্ণিত 'অংশসমূহ' শব্দের অর্থ অন্য আর কী হতে পারে? কাজেই কানে তর্জনী আঙুল ভরে বুড়ো আঙুল পিছনে ফিরিয়ে দিলেই পূর্ণ মাসাহ্ হবে না।

শেষের এ হাদীসে মাথা মাসাহ্র বিশ্লেষণে প্রথমে শেষ প্রান্ত অতঃপর শুরু প্রান্ত এসেছে। এর বাহ্যিক অর্থ দেখে মাথার শেষ দিক থেকে মাসাহ্ করাকেও জায়েয বলে কেউ কেউ অভিমত পেশ করেন। কিন্তু মাথা মাসাহ্র পদ্ধতি আমি পূর্বে যা লিখেছি তা অধিক সহীহ্ হওয়ায় সেভাবেই মাসাহ্ করতে হবে। মাথা মাসাহ্র জন্য এ হাদীসে যে 'দু বার' শব্দ এসেছে তার অর্থ হল — সামনে থেকে পিছনে একবার এবং পিছন থেকে সামনে একবার।

**মাথা ও কান মাসাহ্ সংক্রান্ত আরো কয়েকটি হাদীসের অনুবাদ ঃ—**

১। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ''..... অতঃপর মাথা মাসাহ্ করলেন এবং তর্জনী আঙুল দ্বারা দুই কানের ভিতর ও বুড়ো আঙুল দ্বারা দুই কানের বাহির মাসাহ্ করলেন'' *(নাসায়ী, অধ্যায় ঃ মাথার সাথে দুই কানের মাসাহ্ ও যার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় যে দুই কান মাথার অংশ, হাদীস নং ১০২, হাদীস হাসান সহীহ্)*।

২। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ''রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুই কানের ভিতর দুই তর্জনী আঙুল দ্বারা মাসাহ্ করলেন এবং দুই বুড়ো আঙুল দুই কানের বাহিরে ফিরালেন (ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ দুই কানের মাসাহ্র বর্ণনা, হাদীস নং ৪৩৯, হাদীস হাসান সহীহ্)।

৩। রুবাই বিনতু মুআওঅয বিন আফরা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, ''নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অযূকালীন দুই কানের দুই গর্তে দুই আঙুল প্রবেশ করালেন'' (ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় ঃ দুই কানের মাসাহ্র বর্ণনা, হাদীস নং ৪৪১, হাদীস হাসান)।

হে আল্লাহ্! তোমার দ্বীনের বিধান আমাদের বোঝার ও আমাল করার তাওফীক দান করো — আমীন।

২৮ পর্ব

# ফিক্বহুল হাদীস

মূল ঃ হাফিয ইমরান আইয়ূব লাহোরী

অনুবাদক ঃ তাজাম্মুল হক সালাফী

## গোসলের বিবরণ (১) بَابُ الْغُسْلِ

## তৃতীয় অধ্যায়

## সুন্নাতী গোসলের বিবরণ

| মৃতকে গোসলদানকারীর জন্য (গোসল) ❶। | وَ لِمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا |
|---|---|

১। (ক) আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَ مَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

যে মৃতকে গোসল দেবে, সে যেন গোসল করে নেয় আর যে তাকে বয়ে নিয়ে যাবে, সে যেন অযূ করে নেয়।[১]

(খ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) চারটি কারণে গোসল করতেন — (ক) জুমআ, (খ) জানাবাত (সহবাস), (গ) সিঙ্গী লাগানো ও (ঘ) মৃতকে গোসল দেওয়ার পর।[২]

(আলী, আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) — মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানকারীর গোসল করা ওয়াজেব।

(জমহুর, মালেক শাফেয়ী রহঃ) — মুস্তাহাব।

(আহনাফ, লাইস) — এ গোসল ওয়াজেবও নয় এবং মুস্তাহাবও নয়।

(ইবনু কুদামা, হাম্বেলী রহঃ) — মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে গোসল ওয়াজেব হয় না।[৩]

**তুলনামূলক বেশি সঠিক ঃ** এ গুসল মুস্তাহাব[৪]। যদিও উল্লিখিত হাদীসগুলির নিরিখে এ গুসলের ওয়াজেব হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়

---

১। সহীহ্ ঃ ইরওয়ালুল গালীল ১/১৭৩, তিরমিযী ৯৯৩, কিতাবুল জানায়েয ঃ বাবু মাজাআ ফিল গুসলে মিন গুসলিল মাইইতে, ইবনু মাজাহ্ ১৪৬৩, আব্দুর রায্যাক ৬১১১, শারহুস সুন্নাহ্ ২/১৬৮, হাকিম ১/৩৫৪। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) লিখেছেন যে, অনেক সংখ্যক সনদ থেকে হাদীসটি বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি কমপক্ষে হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে — তালখীসুল হাবীর ১/১৩৭। ইমাম ইবনু কাইইম (রহঃ) হাদীসটির ১১টি সনদ বর্ণনা করেছেন — তাহযীবুস সুনান ৪/৩০৬।

২। যয়ীফ ঃ যয়ীফ আবূ দাউদ ৬৯৩ কিতাবুল জানায়েয ঃ বাবুন ফিল গুসলে মিন গুসলিল মাইইতে, আবূ দাউদ ৩১৬০, ইবনু আবী শাইবা ৩/২৬৯, আহমাদ ৬/১৫২, বাইহাক্বী ১/২৯৯, দারাকুতনী ১/১১৩, এ হাদীস যয়ীফ —আত্ তালীক্ব আলাস সাইলিল জাররার ১/৩০৩, এর সানাদে মুসআব বিন শাইবা যয়ীফ রাবী রয়েছে, আত্ তাকরীব ২/২৫১, আয্ যুয়াফায়ু লিল উকাইলী ৪/১৯৬, মীযানুল এতেদাল ৪/১২০, আল্ জারহু অত্ তাদীল ৪/৩০৫, ইমাম দারাকুতনী এই রাবীকে গায়ের কাবী ও গায়ের হাফিয বলেছেন আর ইমাম নাসায়ী তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। সুনান দারাকুতনী ১/১৫৭, তাহযীবুত তাহযীব ১০/১৪৭।

৩। আল মাজমূ ৫/১৪৩, আল মুগনী ১/২১১, আল আসলু ১/৬৩, হাশিয়া তুদ দাসূকী ১/৪১৬, আর্ রাওযুন নাযীর ১/৩৩৩।

৪। নাইলুল আওতার ১/৩৫৭, রাওযাতুন নাদিয়্যা ১/১৭১, সুবুলুস সালাস ১/৪৯।

মনে হয় কিন্তু নীচে বর্ণিত হাদীসগুলির কারণে ওয়াজেবের হুকুম মুস্তাহাবে পরিণতহয়েছে —

(ক) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ فِىۡ غُسۡلِ مَيِّتِكُمۡ غُسۡلٌ إِذَا غَسَّلۡتُمُوۡهُ إِنَّ مَيِّتَكُمۡ يَمُوۡتُ طَاهِرًا فَحَسۡبُكُمۡ اَنۡ تَغۡسِلُوۡا اَيۡدِيَكُمۡ.

যখন তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেবে, তখন তোমাদের জন্য গোসল করা জরুরী নয়, কেননা মৃত ব্যক্তি পবিত্র অবস্থাতেই মারা যায়। সুতরাং হাত ধুয়ে নেওয়াই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।[১]

(খ) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে —

كُنَّا نُغَسِّلُ الۡمَيِّتَ فَمِنَّا مَنۡ يَغۡتَسِلُ وَ مِنَّا لَا يَغۡتَسِلُ.

আমরা মৃতদের গোসল দিতাম। কেউ কেউ গোসল করত আবার কেউ কেউ গোসল করত না।[২]

(গ) আসমা বিনতে উমাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ বাকার সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে গোসল দিয়ে মুহাজিরদের জিজ্ঞাসা করলেন, ''আজ ভীষণ ঠাণ্ডা। আমার জন্য গোসল করা কি জরুরী?'' তাঁরা বলেন, '' لا অর্থাৎ না।''[৩]

| **ইহরাম বাঁধার জন্য ❶ এবং মক্কায় প্রবেশের জন্য ❷ (গোসল)** | وَ لِلۡاِحۡرَامِ وَ لِدُخُوۡلِ مَكَّةَ |
|---|---|

১। (ক) যায়দে বিন সাবেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে —

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهۡلَالِهِ وَ اغۡتَسَلَ.

তিনি দেখলেন যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইহরাম বাঁধার জন্য পৃথক হলেন এবং গোসল করলেন।[৪]

(খ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আসমা বিনতে উমাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একটি বৃক্ষের নিকটে মুহাম্মাদ বিন আবী বাকরকে প্রসব করে নিফাসওয়ালী হয়ে যান। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন যে, যেন তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসমা বিনতে উমাইসকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার হুকুম দেন।[৫]

জমহুর ওলামাদের নিকটে এ গোসল মুস্তাহাব এবং **এটাই তুলনামূলক বেশি সঠিক**।[৬]

---

১। হাসান ঃ আহকামুল জানায়েয পৃঃ ৭২, হাকিম ১/৩৭৬, বাইহাকী ১/৩০৬, দারাকুতনী ২/৭৬, হাফেয ইবনু হাজার এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন — তালখীসুল হাবীর ১/১৩৮।

২। সহীহ্ ঃ তামামুল মিন্নাহ্ পৃঃ ১২১, দারাকুতনী ২/৭২, হাফিয ইবনু হাজার রহঃ সহীহ্ বলেছেন - তালখীসুল হাবীর ১/১৩৮।

৩। হাসান ঃ মুআত্তা ১/২২৩, বাইহাক্বী ৩/৩৯৭, শাইখ মুহাঃ সাজী হাসান হাল্লাক হাসান বলেছেন — আত্ তালীক আলাস সাইলিল জাররার ১/৩০৬।

৪। হাসান ঃ ইরওয়ালুল গালীল ১৪৯, তিরমিযী ৮৩০, কিতাবুল হাজ্জ ঃ বাবু মা জাআ ফিল ইগতিসালে ইনদাল ইহরাম। ইবনু খুযাইমা ২৫০৫, দারাকুতনী ২/২২০, বাইহাক্বী ৫/৩২।

৫। মুসলিম ১২০৯, কিতাবুল হাজ্জ ঃ বাবু ইহরামিন নুফাসা অ ইসতিহবাবে ইগতিসালেহা লিল ইহরাম আবূ দাউদ ১৭৪৩, ইবনু মাজাহ্ ২৯১১, দারেমী ২/৩৩।

৬। আর রাওযাতুন নাদিয়্যা ১/১৭২।

(২) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি (সর্বদা) মক্কা প্রবেশ করার সময় 'যী তুয়া' নামক স্থানে রাত অতিবাহিত করতেন এবং পরের দিন গোসল করে মক্কায় প্রবেশ করতেন। তিনি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সম্পর্কে বলতেন যে — اَنَّـهُ فَعَلَهُ তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই রকমই করতেন।[১]

(শওকানী রহঃ) মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল করা মুস্তাহাবের দলীল হল এই হাদীসটি।[২]

(ইবনু হাজার রহঃ) তিনি ইমাম ইবনু মুনযিরের বক্তব্য নকল করেছেন যে, ''মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল করা সকল ওলামাদের নিকটে মুস্তাহাব এবং তা বর্জন করাতে তাঁদের নিকটে কোনো ফিদিয়া নাই বা কাফ্ফারা নাই। এজন্যই অধিকাংশরা বলেছেন যে, গোসলের পরিবর্তে যদি কেউ অযূ করে নেয় যথেষ্ট হবে''।[৩]

## বিবিধ

## ৮৩। মুস্তাহাযা মহিলাদের গোসল

(মুস্তাহাযা ঃ মাসিক বা ঋতুস্রাবের নির্ধারিত সময়ের পরেও যেসব মহিলাদের রক্তস্রাব আসতে থাকে তাদের মুস্তাহাযা বলে। এটি একটি রোগ। এই রোগের নাম ইস্তেহাযা — অনুবাদক)।

ইস্তেহাযা পীড়িত মহিলাদের প্রত্যেক স্বলাতের জন্য পৃথক পৃথক গোসল করা অথবা যুহর ও আসরের জন্য একবার, মাগরিব ও এশার জন্য একবার এবং ফজরের জন্য একবার গোসল করা মুস্তাহাব।

১। উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হলে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে গোসল করে স্বলাত সম্পাদন করতে বলেন। فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ তাই তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রত্যেক স্বলাতের জন্য গোসল করতেন। অন্য একটি রেওয়ায়াতে রয়েছে —

فَلْتَـغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَ لِتُصَلِّ.

সে যেন প্রত্যেক স্বলাতের জন্য গোসল করে এবং স্বলাত সম্পাদন করে।[৪]

২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সাহলা বিনতে সুহাইল বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ইস্তিহাযার অবস্থায় যুহর ও আসর, মাগরিব ও এশা এবং ফজরের স্বলাত পৃথক পৃথক গোসলে সম্পাদন করার আদেশ দিয়েছেন।[৫]

(জমহুর) — ইস্তিহাযা পীড়িত মহিলার কোনো স্বলাতের জন্য বা কোনো সময়ই গোসল করা ওয়াজেব নয়। কেবল হায়েযের রক্ত বন্ধ হবার পর একবার গোসল ওয়াজেব।[৬]

---

১। মুসলিম ১২৫৯, কিতাবুল হাজ্জ ঃ বাবু ইসতিহবাবিল মাবীতে 'বে যী তুয়া' বুখারী ১৫৭৩, আবূ দাউদ ১৮৬৫, নাসায়ী ২৮৬৫, মুআত্তা ১/৩২৪, বাইহাকী ৫/৭২।

২। নাইলুল আওতার ১/৩৫৯।

৩। ফাতহুল ক্বাদীর ৪/২২৫।

৪। আহমাদ ৬/১৪১, বুখারী ৩২৭, কিতাবুল হায়েয ঃ বাবু ইরকিল ইস্তিহাযা, মুসলিম ৩৩৪, আবূ দাউদ ২৯০, তিরমিযী ১২৭, নাসায়ী ১/১৮১।

৫। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ২৮১, কিতাবুত ত্বহারাত ঃ বাবু মান কালা তুজমায়ূ বাইনাস সলাতাইন অ তুগতাসালু লাহুমা গাসলান, আবূ দাউদ ২৯৪, ২৯৫, আহমাদ ৬/১৭২, নাসায়ী ১/১২১, ১৮৪।

৬। আল্ মুগনী ১/৪৪৮, নাইলুল আওতার ১/৩৬০, শারহু মুসলিম ২/২৫৭।

(নওয়াবী রহঃ) — পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জমহুর ওলামাদের এটিই মত। আলী, ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, আয়েশা, উরওয়া বিন যুবায়ের, আবূ সালমা বিন আব্দুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), ইমাম মালেক, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমাদ (রাহেমাহুমুল্লাহ্ আজমাঈন) এবং অন্যান্যদেরও এটিই মত।

(শওকানী রহঃ) — জমহুর ওলামাদের সিদ্ধান্তই সঠিক।[১]

## ৮৪। অজ্ঞান ব্যক্তির গোসল (যখন তার জ্ঞান ফিরবে)

অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ''লোকেরা স্বলাত পড়ে নিয়েছে?'' আমরা বললাম, ''না, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন --- ضَعُوْلِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ টবে আমার জন্য পানি ঢালো। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, ''আমরা পানির ব্যবস্থা করলাম এবং তিনি গোসল করলেন। কষ্ট করে উঠার চেষ্টা করলেন কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ লোকেরা কি স্বলাত পড়ে নিয়েছে? আমরা বললাম ঃ না, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) টবে পানির ব্যবস্থা করতে বললেন। আমরা ব্যবস্থা করলাম। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) গোসল করলেন। কিন্তু যখন আবার উঠার চেষ্টা করলেন, বেহুঁশ হয়ে গেলেন। অতঃপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ লোকেরা কি স্বলাত পড়ে নিয়েছে? আমরা বললাম ঃ না, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় রয়েছে।''[২]

**(শওকানী রহঃ)** — নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনবার গোসল করেছেন। সুতরাং এ হাদীস অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান ফিরে পেয়ে গোসল করার দলীল।[৩]

**(ইবনু কুদামা, হাম্বেলী)** — জ্ঞান ফিরে পেয়ে গোসল করা ওয়াজেব নয় বরং মুস্তাহাব। ইমাম ইবনু মুনযির এ বিষয়ে ইজমা বা সকলের ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন।[৪]

**(আলবানী রহঃ)** — অজ্ঞান হওয়ার গোসল মুস্তাহাব।[৫]

## ৮৫। মুশরিককে দাফন করার পর গোসল

কোনো মুশরিককে দাফন করার পর গোসল করে নেওয়া উত্তম। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে এসে বলেন, আবূ ত্বালেব মারা গিয়েছেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যাও, তাকে দাফন কর। (আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে) যখন আমি দাফন করে বাড়ি এলাম, তখন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাকে বলেন, اِغْتَسِلْ গোসল কর।''[৬]

---

১। নাইলুল অওতার ১/৩৬১।

২। বুখারী ৬৮৭, কিতাবুল আযান ঃ বাবু ইন্নামা জুয়েলাল ইমামু লে ইউতাম্ বিহি, মুসলিম ১/৩১১, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু ইসতিখলাফিল ইমাম ইযা আরাযা লাহু উযরুন, নাসায়ী ২/৭৮, আহমাদ ২/৫২।

৩। নাইলুল আওতার ১/৩৬৩।

৪। আল মুগনী ১/২৭৯-২৮০।

৫। তামামুল মিন্নাহ্ পৃঃ ১২৩।

৬। সহীহ্ ঃ তামামুল মিন্নাহ্ পৃঃ ১২৩, নাসায়ী ১৯০, কিতাবুত ত্বাহারাত ঃ বাবুল গুসলে মিন মাওয়ারাতিল মুশরিক।

### ৮৬। প্রত্যেক সহবাসের পর গোসল করা মুস্তাহাব

আবূ রাফে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ সম্পর্কে বলেন — هٰذَا اَطْهَرُ وَ اَطْيَبُ

এটাই বেশি পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার উপায়।[১]

### ৮৭। একবার গোসল কি দুটি গোসলের জন্য যথেষ্ট?

অর্থাৎ হায়েয ও জানাবাত, ঈদ ও জানাবাত অথবা জানাবাত ও জুমার জন্য যদি একত্রে দুটি গোসলের নিয়াত করে একবারই গোসল করা যায়, তাহলে কি যথেষ্ট হবে? এ বিষয়ে সব থেকে সঠিক কথা হল এই যে একবার গোসল যথেষ্ট হবে না। বরং প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক গোসল করতে হবে। নীচের হাদীসটি এর দলীল —

আব্দুল্লাহ্‌ বিন আবী কাতাদাহ্‌ বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা আমার নিকটে এলেন, তখন আমি জুমআর গোসল করছিলাম। তিনি জানতে চাইলেন যে, এ গোসল জুমআর না জানাবাতের? আমি বললাম, জানাবাতের। তিনি বললেন, আরো একবার গোসল কর। কেননা আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, যে জুমআর দিন গোসল করবে সে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত পবিত্র থাকবে।[২]

(ইবনু হাজম, আলবানী রহঃ) — এ কথাই বলেছেন।[৩]

প্রকাশ থাকে যে, নিয়াত থাকলেই দুটি কাজ একটি হয়ে যায় না। যেমন দুটি রোযার নিয়াত একদিনে করলে দুটি রোযা হয় না। এ রকমই দুটি স্বলাতের নিয়াতে একটি স্বলাত সম্পাদন করে যথেষ্ট হয় না। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

### ৮৮। মহিলাদের হাম্মামে গোসল করার বিধান

জাবিরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ اِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حَلِيْلَـيَـهُ الْحَمَّامَ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলা এবং আখেরাতে বিশ্বাস রাখে সে তাহবন্দ অর্থাৎ লুঙ্গি (আবরণী) ব্যতীত যেন হাম্মামে প্রবেশ না করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলা ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন নিজ স্ত্রীকে হাম্মামে প্রবেশ করতে না দেয়।[৪]

**(আলবানী রহঃ) —** মহিলাদের হাম্মামে বা বাথরুমে যাওয়া হারাম।[৫]

**(শাওকানী রহঃ) —** তাহ্‌বন্দ (বস্ত্র) ছাড়া পুরুষের এবং মহিলাদের হাম্মামে যাওয়া সব সময়ই হারাম।[৬]

*বর্তমানে হাম্মাম বা গোসলখানা বানানো জরুরী। হাদীসে বাজারী অর্থাৎ উন্মুক্ত হাম্মামের কথা বলা হয়েছে (আদাবুয যিফাফ আলবানী) — অনুবাদক।*

---

(১) হাসান ঃ সহীহ্‌ আবূ দাউদ ২০৩, কিতাবুত তাহারাত ঃ বাবুন ফিল অযূয়ে লিমান আরাদা আঁই ইয়াউদা, আবূ দাউদ ২১৯, আহমাদ ৬/৮, নাসায়ী ৫/৩২৯, ইবনু মাজাহ্‌ ৫৯০। (২) হাসান ঃ তামামুল মিন্নাহ্‌ পৃঃ ১২৮, আস্‌ সহীহা ২৩১১, হাকিম ১/২৮২, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৭৪। (৩) আল মুহাল্লাহ্‌ বিল আসার ১/২৮৯, তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১২৬। (৪) তিরমিযী ২৮০১, কিতাবুল আদাব ঃ বাবু মা জাআ ফী দুখুলিল হামাম, নাসায়ী ১/১৯৮, দারেমী ২/১১২, আহমাদ ৩/৩৩৯, ইবনু খুযাইমা ২৪৯। (৫) তামামুল মিন্নাহ্‌ পৃঃ ১৩০। (৬) নাইলুল আওতার ১/২৭৭

১ম পর্ব

# اَلْهَدِيَّةُ الذَّهَبِيَّةُ مِنَ الدُّرَرِ الْبَهِيَّةِ

# উজ্জ্বল মোতিসমূহের সোনালী উপহার

**মূল (উর্দূ) শাইখ হাফেয যুবায়র আলী যাঈ**

**সংকলন ও অনুবাদ ঃ আবূ হাবীবাহ্ সানাবিলী**

উক্ত প্রবন্ধটি এ যুগের প্রসিদ্ধ হাদীস গবেষণাকারী আলেম শাইখ হাফেয্ যুবায়র আলী যাঈ (রহেমাহুল্লার) দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ ইলমী মাক্বালাত এবং ফাতাওয়া ইল্‌মিয়্যাহ্ হতে সংকলিত।

### (১) সবের আগে তাওহীদ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ.

অর্থঃ অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা কর এবং তাগূত থেকে দূরে থাক (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ আয়াত নং ৩৬)।

আমাদের প্রিয় রসূল ﷺ যখন মুয়ায্ ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু কে (গভর্ণর হিসাবে) ইয়ামান পাঠান তখন বলেন —

فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا نَدْعُوْهُمْ اِلٰى اَنْ يُّوَحِّدُوا اللّٰهَ تَعَالٰى.

অর্থঃ তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথমে আল্লাহ্‌র তাওহীদের দিকে আহ্বান করবে (সহীহ্ বুখারী, তাওহীদ অধ্যায় হাঃ ৭৩৭২)।

হারিস ইবনু হারিস আল্ আয়েযী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, ''(যখন আমি জাহিলী যুগে (ইসলাম পূর্ব যুগে) মাক্কা আসি, তখন দেখি নাবী ﷺ এর আশে পাশে মানুষের ভীড় জমে আছে) আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম এরা কেন ভীড় জমিয়েছে?'' তিনি বলেন, ''এরা এক স্বাবিয়ী (ধর্মাবলম্বী)-র পাশে ভীড় করেছে।''

فَاِذَا النَّبِى ﷺ يَدْعُو اِلٰى تَوْحِيْدِ اللّٰهِ وَ الْاِيْمَانِ.

অর্থঃ আমি (কাছে এসে দেখলাম) যে, নবী ﷺ আল্লাহ্‌র তাওহীদ এবং ঈমানের দিকে (মানুষকে) আহ্বান করছেন (আত্তারীখুল্ কাবীর লিল্ বুখারী ২/২৬২, সূত্র সহীহ্, আবূ যুর্‌য়া আদ্দিমাশকী স্বহীহ বলেছেন, তারীখে দিমাস্ক লি ইবনে আসাকির ১২/২১৩, ২১৪ এবং ইবনু আবী আসিস, আল-আহাদ অল্ মাসানী গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ৫/৩৭৪ হাঃ ২৯৭৬)।

অতঃপর হাফেয যুবায়র আলী যাঈ বলেন, উপরোক্ত হাদীস দুটি থেকে তাওহীদের গুরত্ব ও মাহাত্ম প্রকট হচ্ছে। যা একজন দাঈর পথ নির্ধারণ করে যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে (কোনো সময়) তাওহীদের দাওয়াতকে ভুলে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। দ্বীনে ইসলামের ভিত্তি হল তাওহীদ। ফলে প্রথম দাওয়াত হতে হবে আল্লাহ্‌র তাওহীদের দাওয়াত। স্বলাত ও জিহাদ তখনই গৃহীত হবে, যখন তাওহীদে কোনো প্রকারের ভেজাল এবং শির্কের মিশ্রণ থাকবে না।

নাবী ﷺ এর আদর্শ এবং সালাফে স্বলেহীনদের জীবন বৃত্তান্ত থেকে স্পষ্ট যে, তাওহীদের দাওয়াত সর্বপ্রথম স্থানের অধিকারী। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য তাওহীদ ও সুন্নাতের পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাআলার উপাসনায় নিজের সারা জীবন অতিবাহিত করা, নিজের সমস্ত ইবাদাত আল্লাহ্‌র জন্যই সম্পাদন করা আর এ বিশ্বাস অন্তরে মজবুত করে নেওয়া যে, তার স্বলাত, তার কুরবানী, তার জীবন এবং তার মরণ বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। তাঁর কোনো অংশী নাই এবং সে এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছে।

যে ব্যক্তি তাওহীদ এর পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার সমস্ত আমল ধ্বংস করে দেবেন। আল্লাহ বলেন —

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰهُ النَّارُ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

অর্থ ঃ যে কেউ আল্লাহ্‌র অংশী নির্ধারণ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং যালিমদের কেউ সাহায্যকারী হবে না (সূরা মায়েদাহ্ আয়াত নং ৭২)।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তাওহীদের এবং সুন্নাতের উপর জীবিত রাখো এবং তার উপরেই আমাদের মৃত্যু দিও — আমীন (ইল্‌মী মাক্বালাত ২/১৩-১৪)।

### (২) আমাদের বিশ্বাস

আমরা অন্তর, জিহ্বা (ভাষা) এবং কর্ম দ্বারা একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে — لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰه অর্থঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ শাসক, বিধান প্রণেতা, প্রয়োজন পূরণকারী, অসুবিধা দূরকারী, অভিযোগের প্রতিকারকারী ও সাহায্যকারী। আমরা তাঁর সমস্ত গুণসমূহ কোনো প্রকৃতি, কোনো ধরণ বর্ণনা না করে এবং আল্লাহ্ তাআলাকে কোনো প্রকার গুণশূন্য না করে বিশ্বাস করি। তিনি সপ্তম আকাশের উপর নিজ আরশের উপর সমুন্নত আছেন।

كَمَا يَلِيْقُ بِشَأْنِه.

অর্থ ঃ যেভাবে আরশে থাকা তাঁর জন্য শোভনীয়, সেভাবেই আছেন। তাঁর ইলম (জ্ঞান ও ক্ষমতা) সৃষ্টি জগতের সমস্ত জিনিসকে বেষ্টন করে আছে।

আর আমরা অন্তর, জবান (ভাষা) এবং কর্ম দ্বারা এ কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে — مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রসূল। তিনি খাতামুন নাবী (সর্ব শেষ নাবী), সৃষ্টি জগতের ইমাম, সর্বোত্তম মানব, সত্য পথ প্রদর্শনকারী, তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ আবশ্যিক। তাঁর নাবূওয়াত, ইমামাত এবং রিসালাত ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তাঁর কথা-বার্তা কাজ-কর্ম এবং মৌন সমর্থন সব সত্য ও অকাট্য দলীল। তাঁর সত্য অনুসরণে উভয় জগতের সফলতার নিশ্চয়তা আছে এবং তাঁর অবাধ্যতায় উভয় জগতের বিফলতা ও ব্যর্থতার এবং ধ্বংসের বিশ্বাস আছে (তাঁর অবাধ্যতা থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন)।

আমরা কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসকে দলীল এবং হক্বের (সত্যের) মানদণ্ড বলে মনে করি। যেহেতু কুরআন ও হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত যে, মুসলিম উম্মাহ্ ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত হতে পারে না (মুস্তাদরাক হাকেম ১/১১৫, হাঃ ৩৯৯, ইবনু আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত সনদ সহীহ্)।

ফলে আমরা উম্মাতের ইজমাকেও দলীল হিসাবে গ্রহণ করি। মনে রাখতে হবে, সহীহ্ হাদীসের বিপরীতে কোনো ইজমাই হয় না। আমরা সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম কে ন্যায়পরায়ণ এবং সঠিক মনে করি। তাঁদেরকে প্রিয় জন মনে করি। সমস্ত সাহাবীকে হিযবুল্লাহ্ (আল্লাহ্র দল) এবং আউলিয়াউল্লাহ্ (আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা) বলে জানি। তাঁদের ভালোবাসাকে ঈমানের অঙ্গ ধারণা করি। যে তাঁদের সাথে শত্রুতা রাখে, তাঁদের জন্য বিদ্বেষ পোষণ করে তার সাথে শত্রুতা রাখি। তার জন্য বিদ্বেষ পোষণ করি। আমরা তাবেঈন তাবা তাবেঈন এবং মুসলিমদের ইমামগণের যেমন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসায়ী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম ইবনু মাজাহ্ প্রমুখ (রাহেমাহুমুল্লাহ্)র সাথে ভালবাসা রাখি। আর যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে শত্রুতা করে আমরা তার সাথে শত্রুতা করি।

তাওহীদ, মুহাম্মাদ ﷺ এর রিসালাত এবং তাক্বদীরের উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান আছে। আদম (আলাইহিস্ সালাম) থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সমস্ত নাবী ও রসূলগণের নবুয়াত ও রিসালাতকে স্বীকার করি। কুরআন মাজীদকে আল্লাহ্ তাআলার কালাম (বাণী) মনে করি। কুরআন মাজীদ সৃষ্টি নয়। আমরা ঈমানে কম-বেশি হওয়ার মত পোষণ করি। অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ঈমান কমে ও বাড়ে। আহ্লে সুন্নাতদের যে আক্বীদাহ সমূহ আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ বর্ণনা করেছেন, তার প্রতি আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস আছে। যেমন ইমাম ইবনু খুযায়মাহ্, ইমাম উসমান ইবনু সঈদ আদ্ দারিমী, ইমাম বাইহাক্বী, ইমাম ইবনু আবী আস্বিম, ইমাম ইবনু মান্দাহ্ ইমাম আবূ ইসমাঈল আস্ব স্বাবূনী, ইমাম আব্দুল গানী আল মাক্বদিসী, ইমাম ইবনু কুদামাহ্, ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্, ইমাম ইবনু কায়্যিম, ইমাম আজুর্রী এবং ইমাম লালকায়ী প্রমুখ আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি দয়া করুন (ইল্মী মাকালাত ১/২৭-২৮)।

### (৩) আহ্লে হাদীসের উৎস সমূহ

আহ্লে হাদীসদের বিপক্ষে কিছু মিথ্যাবাদী এবং ফেৎনা সৃষ্টিকারী লোক প্রচার করে চলেছে যে, ''আহ্লে হাদীসদের নিকট শারঈ দলীল কেবল দুটি ঃ কুরআন মাজীদ এবং হাদীস। তৃতীয় কোনো দলীল নেই।'' যদিও আহ্লে হাদীসদের নিকট কুরআন মাজীদ, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীসসমূহ এবং ইজমায়ে উম্মাত শারঈ দলীল। আহ্লে হাদীসদের দুটি ওসূল (নীতিমালা, উৎস) قَالَ اللّٰهُ وَ قَالَ الرَّسُوْلُ এর এ অর্থ কখনও এই নয় যে, ইজমা দলীল নয়। বরং قَالَ الرَّسُوْلُ কুরআন এবং قَالَ اللّٰهُ হাদীস থেকে ইজমার দলীল হওয়া প্রমাণিত (দেখুন মাসিক আল্ হাদীস ১/৪)।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে বিষয় কিতাব ও সুন্নাতে (কুরআন ও হাদীস) পাওয়া যাবে না, মানুষের (উলামাগণের) ইজমা দেখে তার উপর আমল কর (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ্ ৭/২৪০ হাঃ ২২৯৮০. মুখাল্লাস্ এবং সূত্র সহীহ্)।

আবূ মাসঊদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু 'ইজমা' কে শক্তভাবে ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর উম্মাতকে কখনও ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না (কিতাব, আল্ মারিফাতু অত্তারীখ ৩/২৪৪ এবং এর সানাদ সহীহ্)।

কুরআন ও হাদীস থেকে ইজতিহাদ (ধর্মীয় বিধান প্রণয়নে গবেষণা মূলক প্রয়াস) এর বৈধতা প্রমাণিত। ফলে ইজতেহাদ জায়েয আল্ মু'জামুল ওয়াফী ৩৪)। মনে রাখতে হবে যে, কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য বিরোধী (উল্টো) প্রত্যেক ইজতেহাদই মারদূদ, খণ্ডনীয় ও বর্জনীয় বা কুরআন ও হাদীসের কেবল সেই অর্থ ও তাৎপর্যই গ্রহণযোগ্য এবং দলীল যা সালাফে স্বলেহীনদের থেকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। সংক্ষিপ্ত কথা হল যে, আহ্‌লে হাদীসের নিকট কুরআন, হাদীস এবং শারঈ ইজমা হল হুজ্জত (দলীল)। ইজতেহাদ বৈধ, যার অনেক ভাগ আছে যেমন, সালাফে স্বলেহীনদের আসার থেকে প্রমাণ উপস্থাপন, ক্বিয়াস, আওলা (অধিকতর উপযোগী) গায়র আউলা (উপযোগী নয়) এবং মাস্বালেহে মুর্সালাহ্ ইত্যাদি।

দেউবন্দী এবং ব্রেলভীদের নিকট আদিল্লায়ে আরবায়া দলীল নয়। বরং ইমাম আবূ হানীফাহ্‌র অন্ধ অনুসরণ ওয়াজেব ও আবশ্যক। সুতরাং এরা আদিল্লায়ে আরবায়া (কুরআন, হাদীস, ইজমা, ইজতেহাদ) থেকে শুধু ইমাম আবূ হানীফার মাধ্যমেই প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে (ইলমী মাকালাত ৩/১৭)।

জ্ঞানদীপ্ত পাঠক! হানাফীরা নিজেরাই শরীয়তের কিছু দলীল মানে আর কিছু মানে না। আবার যারা শরীআতের সমস্ত দলীল অর্থাৎ আদিল্লায়ে আরবায়াকে যথাযথভাবে মানে, তাদেরকেই বলছে এরা দলীল মানে না।

وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا يَصِفُوْنَ.

## ঐতিহাসিক তথ্য

# পানিপথ বনাম ওয়াটার লু / বাবর বনাম নেপোলিয়ান

**নূরুল হুদা**

ভারতের 'পানিপথ' এবং ইংল্যাণ্ডের 'ওয়াটার লু' ইতিহাস প্রসিদ্ধ অতি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র। পানিপথ প্রান্তরে মোঘলদের সাথে তিনবার যুদ্ধ হয়। আর ওয়াটার লু-তে নেপোলিয়ানের সাথে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধ মাত্র একবার হয়। পানিপথে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় প্রথম মোঘল সম্রাট বাবরের সঙ্গে ভারতের ইব্রাহিম লোদির। অপর দিকে ওয়াটার লু প্রান্তরে যুদ্ধ হয়েছিল নেপোলিয়ানের সাথে ইংরেজ বাহিনীর। বাবর এসেছিলেন রাশিয়ার সমর খন্দ থেকে এবং নেপোলিয়ান এসেছিলেন ফ্রান্স বা ফরাসী দেশ থেকে। দুজনের মধ্যে ছিল অত্যধিক আত্ম প্রত্যয় ও চারিত্রিক দৃঢ়তা। বাবর ছিলেন আল্লাহ্ ভীরু আর তিনি ইসলামের রীতি-নীতি মেনে চলতেন। কিন্তু নেপোলিয়ান ফরাসী বিপ্লব থেকে কোনো আদর্শ শিক্ষা তো নেননি বরং ক্ষমতা লোভী ও স্বৈরাচারী একনায়ক হয়ে উঠেছিলেন।

সৈন্য বাহিনীর সাথে তাঁর আন্তরিকতার দূরত্ব ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। সৈন্যদের তিনি বিশ্রাম দিতে চাননি। অতি দ্রুতগতিতে অল্প সময়ে বিশ্ব সম্রাট হতে চেয়েছিলেন। পাশাপাশি বাবর ছিলেন ঠিক এর বিপরীত ধর্মী চরিত্রের। সেনা বাহিনীর সাথে বাবরের সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড় ও মধুর যেন নিজ ভাইদের মতো।

**দৃষ্টান্ত ঃ** একদা বাবর পানিপথ যুদ্ধের ঠিক আগের রাতে গভীর বনে বিনম্রচিত্তে তাঁর সৈন্যদের প্রতি বলেন — শুনো ভাই সব, আমরা সেই সুদূর সমর-খন্দ থেকে ধন-রত্ন ভরা এই দেশ জয় করতে এসেছি। জিততে পারলে প্রচুর স্বর্ণ-রত্ন ভরা সম্পদ এবং রাজত্ব হস্তগত হবে। পাশাপাশি থাকবে তোমাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা। আর হারলে বা মৃত্যু হলে পরকালে জান্নাত। কাজেই মরণ-পণ এই যুদ্ধে তোমাদের জিততেই হবে। তোমাদের হাতে আছে শক্তিশালী কামান, কয়েক শ বন্দুক। স্বয়ং আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেন। কোনো ভয় নেই, জয় তোমাদের হবেই। এই ভাষণ শেষে শিশুর মত কান্নায় চোখের পানি ঝরিয়ে তাঁর

অতি বিশ্বস্ত সকল অনুগামীদের হৃদয়ে মনোবল ও রক্তে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। পর দিন যুদ্ধে নেমে মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে বাবরের অল্প সংখ্যক বন্দুকবাজদের কাছে কামানের গোলায় ছত্রভঙ্গ হয়ে ভারতের ইব্রাহিম লোদির বিশাল বাহিনী পরাজিত হয়। ফলে এই প্রথম পানিপথ যুদ্ধ তিন ঘণ্টার যুদ্ধ নামে খ্যাত।

বাবর কথাটির অর্থ বাঘ। পিতামহ চেঙ্গিজ খাঁ ও মাতামহ তৈমুর লঙ্গের বংশধর তিনি।

সম্রাট বাবর ছিলেন আল্লাহ্ ভীরু। একদা তাঁর একমাত্র পুত্র হুমায়ুন শিশুকালে প্রচণ্ড অসুস্থ। বিশ্ব বিখ্যাত ডাক্তার হেকিমরা ছেলের অসুখের কিনারা করতে না পেরে জবাব দিয়ে চলে গেলেন। অগত্যা পিতা বাবর পুত্র হুমায়নের পূর্ব দিকে বসে পশ্চিমে কাবা ঘরের দিকে চেয়ে করুণ ও কাতর কণ্ঠে মহান আল্লাহ্র কাছে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চেয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলেছিলেন, ''প্রভু তুমি আমার জীবনের বিনিময়ে আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্র হুমায়নকে ফিরিয়ে দাও।''

কথিত আছে সেই মুহূর্ত থেকে সম্রাট ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান আর পুত্র হুমায়ন সুস্থ হয়ে ওঠে। সম্রাট বাবরের জীবনে এইরূপ বহু মূল্যবান ঘটনা আছে। যা বর্তমান ইতিহাস এসবকে আমল দিতে চায় না। বাবর ছিলেন শিক্ষানুরাগী। তিনি স্বয়ং নিজের হাতেই তাঁর জীবন কাহিনী 'বাবর নামা' লেখেন। নেপোলিয়ান ও যে শিক্ষানুরাগী ছিলেন, তা তাঁর এক মহান উক্তি থেকে আমরা পাই। তিনি বলে গেছেন, ''তোমরা আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, বিনিময়ে আমি একটি সুশিক্ষিত জাতি উপহার দিব।'' এছাড়া নেপোলিয়ানের ঔদ্ধত্য পরায়ণের পরিচয়ও আমরা পাই। একদা তিনি পথে চলাকালীন দেখলেন একজন গণক পথিমধ্যে লোকের হাত গণনা করছে। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে গণকের উদ্দেশ্যে বলেন যে, ''দেখ্ তো গণক, আমি বিশ্ব-সম্রাট হতে পারবো কিনা?'' গণক স্বভয়ে বলেন, মশাই আপনার হাতের এই রেখাটি এখানে থেমে না গিয়ে যদি সীমানাটুকু পার হয়ে চলে যেত তাহলে নিশ্চয় আপনি বিশ্ব সম্রাট হতে পারতেন, কিন্তু রেখাটি তো থেমে গেছে।'' গণকের কথা শেষ হতে না হতেই নেপোলিয়ান নিজের তীক্ষ্ণ তরবারী দিয়ে তার হাতের রেখাটি বড় করে কেটে দিলেন এবং স্বদর্পে গণকের ঘাড়ে না চাপিয়ে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন।

হে পাঠক! উভয়ের মধ্যে তফাৎটা দেখে নিন।

ওয়াটার লুর যুদ্ধে সুচতুর বৃটিশ বাহিনীর কাছে পরাস্ত হলে নেপোলিয়ান বন্দী হলেন, তাঁকে সেন্ট-হেলেনা দ্বীপে পাঠানো হলো। সেই বছরেই তিনি মারা গেলেন। পাশাপাশি সম্রাট বাবর বংশ পরম্পরায় হুমায়ন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহাজাহান, আওরঙ্গজেব ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ পর্যন্ত একটানা শত শত বছর ধরে এই মোঘল সাম্রাজ্যকে জাঁকজমক ভাবে স্বর্ণ যুগ সৃষ্টি করে টিকিয়ে রেখেছিলেন।

## জিজিয়া

পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পর থেকেই মোঘল সাম্রাজ্য শত শত বছর ধরে জাঁক-জমক পূর্ণভাবে চলেছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র ভারত ভূখণ্ডে এই মোঘল সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। রাজধানী দিল্লি থেকে সুদূর দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করার সমস্যা ছিল। তখন আজকের মতো দ্রুতগামী ট্রেন ও বিমান যোগাযোগ ছিল না। উল্লেখ্য বাদশা আলমগীর আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ ৫০ বছরের সময়কালে সাম্রাজ্যের একচুল পরিমাণ ক্ষতি হয়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী বাদশাগণ অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের দেশীয় শাসনকর্তাগণ স্বশাসনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পাশাপাশি এই সুযোগকে কাজে লাগাতে ইংরেজ ও ফরাসীরা ওঁৎপেতে ছিল। আওরঙ্গজেবের আমলে সুদূর দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ দানা বাঁধতে শুরু করে। বাদশা শিবাজীকে প্রাণে না মেরে বহুবার জেল বন্দি করেছিলেন। ছলনা করে শিবাজী ফলের ঝুড়িতে লুকিয়ে জেল থেকে পালিয়ে যান।

এই বিশাল এলাকায় বিদ্রোহ দমন করতে প্রচুর অর্থ ও সৈন্য বাহিনীর দরকার ছিল। তখন একমাত্র মুসলিম জাতি ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা বাড়ি ছেড়ে যুদ্ধে যেতে সাহস করতো না। অতি প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে বাদশা আওরঙ্গজেব আইন প্রনোয়ণ করেন যে সব বাড়ি থেকে লোকেরা যুদ্ধে যাবে না তাদের সামরিক কর দিতে হবে, সে যে কোনো সম্প্রদায় হোক, এই কর জিজিয়া কর নামে খ্যাত।

এখানে উল্লেখ্য একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান সভ্য যুগে সকল নাগরিকগণ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কর মিলিয়ে প্রত্যেকে মোটা অঙ্কের ঋণে আমরা জর্জরিত। তবুও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কিছু ঐতিহাসিক এই জিজিয়া করের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর।

৭ম পর্ব

# কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ব্যভিচার ও সমকাম

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

## কোনও দণ্ডবিধি মাসজিদে প্রয়োগ করা যাবে না

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন — لَا تُـقَامُ الْحُدُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ.

অর্থ ঃ মাসজিদে কোনও দণ্ডবিধি কায়েম করা যাবে না (তিরমিযী হাঃ ১৪০১, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ২৬৯৭, দারেমী হাঃ ২৪১২, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১৫৯৮৪)।

*আল্লামাহ্ আলবানী এর সূত্রকে হাসান বলেছেন। তবে সঠিক কথা হল, হাদীসটির সমস্ত সূত্রই যঈফ, আমলের অযোগ্য। এজন্য জমহুর (সিংহভাগ) উলামা একে যঈফ বলেছেন— সম্পাদনা পরিষদ।*

হাকীম বিন হিযাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন — نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُّسْتَـقَادَ فِى الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ تُـنْشَدَ فِيْهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُـقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ.

অর্থ ঃ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মাসজিদে কারোর থেকে প্রতিশোধ নিতে, কবিতা আবৃত্তি করতে ও দণ্ডবিধি কায়েম করতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ, হাঃ ৪৪৯০, দারাকুতনী হাঃ ৩১৪৫, বাইহাকী আল্ কুবরা হাঃ ২০০৫৪)।

*হাদীসটিকে আল্বানী হাসান বলেছেন। আর হাফেয যুবায়র আলী যাঈ, আরো অন্যান্যরা যঈফ বলেছেন। আর এটাই সঠিক কথা — সম্পাদনা পরিষদ।*

দুনিয়াতে কারোর উপর শরীয়তের কোনো দণ্ডবিধি কায়েম করা হলে তা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায় তথা তার অপরাধটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়। পরকালে এ জন্য তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না।

উবাদাহ্ বিন স্বামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন—

مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوْبَتُهُ؛ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَإِلَّا فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি (শয়তানের ধোকায় পড়ে) এমন কোনো হারাম কাজ করে ফেলেছে যাতে শরীয়তের নির্দিষ্ট কোনো দণ্ডবিধি রয়েছে। অতঃপর তাকে দুনিয়াতেই সে দণ্ড দেওয়া হয়েছে। তখন তা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যদি তা তার উপর প্রয়োগ না করা হয় তা হলে সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন। আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছে করলে তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন, নয় তো বা ক্ষমা করে দিবেন (মুসলিম হাঃ ৪৫৬০, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ২৬০৩, সূত্র সহীহ্)।

কোনো এলাকায় ইসলামের কোনো দণ্ডবিধি একবার প্রয়োগ করা হলে সে এলাকা চল্লিশ দিন যাবৎ বারি বর্ষণ থেকেও অনেক উত্তম।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন —

حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِى الْأَرْضِ خَيْرٌ لِّأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُّمْطَرُوْا أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا.

অর্থ ঃ বিশ্বের বুকে ধর্মীয় কোনো দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা বিশ্ববাসীদের জন্য অনেক উত্তম চল্লিশ দিন লাগাতার বারি বর্ষণ থেকেও (ইবনু মাজাহ্, হাঃ ২৫৩৮, নাসায়ী হাঃ ৪৯০৪, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৯২১৫)। *হাদীসটির সূত্র যঈফ — সম্পাদনা পরিষদ।*

## সমকাম বা পায়ু গমন

সমকাম বা পায়ু গমন বলতে পুরুষে পুরুষে একে অপরের মলদ্বার ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ যৌন উত্তেজনা নিবারণ করাকেই বুঝানো হয়।

সমকাম একটি মারাত্মক গুনাহ্র কাজ। যার ভয়াবহতা কুফরের পরই। হত্যার চাইতেও মারাত্মক। বিশ্বে সর্বপ্রথম লূত্ব

(আলাইহিস্ সালাম) এর সম্প্রদায় এ কাজে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করেন যা ইতিপূর্বে কাউকে প্রদান করেননি। তিনি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের ঘরবাড়ি তাদের উপরই উল্টিয়ে দিয়ে ভূমিতে তলিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَ لُوْطًا اِذْقَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ٥ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ، بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ٥

অর্থ ঃ আর আমি লূত্ব (আলাইহিস্ সালাম) কে নবুঅত দিয়ে পাঠিয়েছি। যিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন ঃ তোমরা কি মারাত্মক অশ্লীল কাজ করছো যা ইতিপূর্বে বিশ্বের আর কেউ করেনি। তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষ কর্তৃক যৌন উত্তেজনা নিবারণ করছো। প্রকৃতপক্ষে তোমরা হচ্ছো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় (সূরা আ'রাফ ৮০-৮১)।

আল্লাহ্ তাআলা উক্ত কাজকে অত্যন্ত নোংরা কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন —

وَ لُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا ، وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِيْنَ.

অর্থ ঃ আর আমি লূত্ব (আলাইহিস্ সালাম) কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছি এবং তাঁকে উদ্ধার করেছি এমন জনপদ থেকে যারা নোংরা কাজ করতো। মূলতঃ তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির ফাসিক সম্প্রদায় ছিলো (সূরা আম্বিয়া ৭৪)।

আল্লাহ্ তাআলা অন্য আয়াতে সমকামীদেরকে যালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন —

قَالُوْآ اِنَّا مُهْلِكُوْآ أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ أَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ.

অর্থঃ ফেরেশতা ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে বলেন, আমরা এ জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেবো। এর অধিবাসীরা নিশ্চয়ই জালিম (আন্কাবূত ৩১)।

লূত্ব (আলাইহিস্ সালাম) এদেরকে বিশৃঙ্খল জাতি হিসাবে উল্লেখ করেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ.

অর্থ ঃ লূত্ব (আলাইহিস্ সালাম) বলেন, হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন (আনকাবুত ৩০)।

ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) তাদের ক্ষমার জন্য জোর সুপারিশ করলেও তা শুনা হয়নি। বরং তাঁকে বলা হয়েছে —

يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَ اِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ.

অর্থ ঃ হে ইব্রাহীম! এ ব্যাপারে আর একটি কথাও বলো না। (তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে) তোমার প্রভুর ফরমান এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক শাস্তি আসছে যা কিছুতেই টলবার মতো নয় (সূরা হূদ ৭৬)।

যখন তাদের শাস্তি নিশ্চিত হয়ে গেলো এবং তা ভোরে ভোরেই আসবে বলে লূত্ব (আলাইহিস্ সালাম) কে জানিয়ে দেওয়া হলো তখন তিনি তা দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে আপত্তি জানালে তাঁকে বলা হলো — أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ

অর্থ ঃ সকাল কি অতি নিকটেই নয়? কিংবা সকাল হতে কি এতই দেরী? (সূরা হূদ ৮১)

আল্লাহ্ তাআলা লূত্ব (আলাইহিস্ সালাম) এর সম্প্রদায়ের শাস্তির ব্যাপারে বলেন —

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ٥ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ مَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ٥

অর্থ ঃ অতঃপর যখন আমার ফরমান জারি হলো তখন ভূ-খণ্ডটির উপরিভাগকে নিচু করে দিলাম এবং ওর উপর ক্রমাগত ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম এবং যা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিলো আপনার প্রভুর ভাণ্ডারে। আর উক্ত জনপদটি এ যালিমদের থেকে বেশি দূরে নয় (সূরা হূদ ৮২-৮৩)।

আল্লাহ্ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন —

فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّيۡحَةُ مُشۡرِقِيۡنَ ۝ فَجَعَلۡنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۝ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلۡمُتَوَسِّمِيۡنَ ۝ وَ اِنَّهَا لَبِسَبِيۡلٍ مُّقِيۡمٍ ۝ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۝

অর্থঃ অতঃপর তাদেরকে সূর্যোদয়ের সময়ই এক বিকট আওয়াজ পাকড়াও করলো। এরপরই আমি জনপদটিকে উল্টিয়ে উপর-নীচ করে দিলাম এবং তাদের উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। আর উক্ত জনপদটি (উহার ধ্বংস স্তূপ) স্থায়ী (বহু প্রাচীন) লোক চলাচলের পথি পার্শ্বেই এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই এতে রয়েছে মুমিনদের জন্য নিদর্শন (সূরা হিজর ৭১-৭৭)।

আল্লাহ্ তাআলা ও তদীয় রসূল (সল্লাল্লাহু অলাইহি অ সাল্লাম) সমকামীদেরকে তিন তিন বার লা'নত দিয়েছেন যা অন্য কারোর ব্যাপারে দেননি।

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন —

لَعَنَ اللّٰهُ مَنۡ عَمِلَ عَمَلَ قَوۡمِ لُوۡطٍ، لَعَنَ اللّٰهُ مَنۡ عَمِلَ عَمَلَ قَوۡمِ لُوۡطٍ ، لَعَنَ اللّٰهُ مَنۡ عَمِلَ عَمَلَ قَوۡمِ لُوۡطٍ.

অর্থঃ আল্লাহ্ তাআলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ্ তাআলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ্ তাআলা সমকামীকে লা'নত করেন (আহমাদ, হাঃ ২৯১৫, ইবনু হিব্বান, হাঃ ৪৪১৭, বাইহাক্বী, হাঃ ৭৩৩৭, ১৬৭৯৪, ত্বাবারানী / কাবীর, হাঃ ১১৫৪৬, আবু ইয়া'লা হাঃ ২৫৩৯, আব্দুবনু হুমাইদ্ হাঃ ৫৮৯, হা'কিম ৪/ ৩৫৬, সূত্র হাসান)।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন —

مَلۡعُوۡنٌ مَنۡ عَمِلَ عَمَلَ قَوۡمِ لُوۡطٍ، مَلۡعُوۡنٌ مَنۡ عَمِلَ عَمَلَ قَوۡمِ لُوۡطٍ، مَلۡعُوۡنٌ مَنۡ عَمِلَ عَمَلَ قَوۡمِ لُوۡطٍ.

অর্থ ঃ সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই অভিশপ্ত (সহীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২৪২০, সূত্র হাসান)।

বর্তমান যুগে সমকামের বহুল প্রচার ও প্রসারের কথা কানে আসতেই রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণে এসে যায় যাতে তিনি বলেন —

اِنَّ أَخۡوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِىۡ عَمَلُ قَوۡمِ لُوۡطٍ.

অর্থঃ আমার উম্মতের উপর সমকামেরই বেশি আশঙ্কা করছি (তিরমিযী, হাঃ ১৪৫৭, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ২৬১১, আহমাদ্ ২/৩৮২, সহীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাঃ ২৪১৭)।

*হাদীসটির সূত্র যঈফ। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আক্বীলাকে জুমহূর (সিংহভাগ) উলামা যঈফ বলেছেন, ইলমী মাক্বালাত ৩/৩৫৬ — সম্পাদনা পরিষদ।*

ফুযাইল্ ইবনু ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন —

لَوۡ أَنَّ لُوۡطِيًّا اغۡتَسَلَ بِكُلِّ قَطۡرَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَقِىَ اللّٰهَ غَيۡرَ طَاهِرٍ.

অর্থঃ কোনো সমকামী ব্যক্তি আকাশের সমস্ত পানি দিয়ে গোসল করলেও সে আল্লাহ্ তাআলার সাথে অপবিত্রাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে (আদ্ দীনার ১/৪৮)।

## সমকামের* অপকার ও তার ভয়াবহতা

সমকামের মধ্যে এতো বেশি ক্ষতি ও অপকার নিহিত রয়েছে যার সঠিক গণনা সত্যিই দুষ্কর। যা ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ের এবং দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কীয়। যার কিয়দংশ নিম্নরূপ —

**ধর্মীয় অপকার সমূহ ঃ—**

প্রথমতঃ তা কাবীরা গুনাহ্ সমূহের একটি। তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনেক অনেক নেক আমল থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এমনকী তা যে কারোর তাওহীদ বিনষ্টে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আর তা এভাবে যে, এ নেশায় পড়ে শ্মশ্রুবিহীন ছেলেদের সাথে ধীরে ধীরে ভালোবাসা জন্ম নেয়। আর তা একদা তাকে শিরক

* সমকামকে কিছু লোক লিওয়াত্বাত বলে থাকেন, কিন্তু এ জঘন্য কাজকে একজন নাবীর দিকে সম্বোধন করা মোটেই সঠিক নয়। বরং আমালু কাউমি লূত্ব অথবা তাদের বস্তির সাথে যুক্ত করে সাদ্দূমী বলতে হবে (আল্লাহই ভালো জানেন)।

পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। কখনো ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, সে ধীরে ধীরে অশ্লীলতাকে ভালোবেসে ফেলে এবং সাধুতাকে ঘৃণা করে। তখন সে হালাল মনে করেই সহজভাবে উক্ত কর্মতৎপরতা চালিয়ে যায়। তখন সে কাফির ও মুর্‌তাদ হতে বাধ্য হয়। এ কারণেই বাস্তবে দেখা যায় যে, যে যত বেশি শিরকের দিকে ধাবিত সে তত বেশি এ কাজে লিপ্ত। তাই লূত্ব সম্প্রদায়ের মুশ্‌রিকরাই এ কাজে সর্বপ্রথম লিপ্ত হয়।

এ কথা সবারই জানা উচিৎ যে, শির্‌ক ও ইশ্‌ক্ব পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর ব্যভিচার ও সমকামের পূর্ণ মজা তখনই অনুভূত হয় যখন এর সাথে ইশ্‌ক্ব জড়িত হয়। তবে এ চরিত্রের লোকদের ভালোবাসা এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তনশীল। আর তা একমাত্র শিকারের পরিবর্তনের কারণেই হয়ে থাকে।

**চারিত্রিক অপকার সমূহ ঃ—**

প্রথমতঃ সমকামই হচ্ছে চারিত্রিক এক অধঃপতন। স্বাভাবিকতা বিলুপ্ত। এরই কারণে লজ্জা কমে যায়, মুখ হয় অশ্লীল এবং অন্তর হয় কঠিন, অন্যদের প্রতি দয়া-মায়া সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে একেবারেই তা এককেন্দ্রিক হয়ে যায়, পুরুষত্ব ও মানবতা বিলুপ্ত হয়, সাহসিকতা, সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ বিনষ্ট হয়। নির্যাতন ও অঘটন ঘটাতে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বেকুব বানিয়ে তোলে। তার উপর থেকে মানুষের আস্থা কমে যায়। তার দিকে মানুষ খিয়ানতের সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকায়। উক্ত ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় এবং উত্তরোত্তর সার্বিক উন্নতি থেকে ক্রমান্বয়ে পিছে পড়ে যায়।

**মানসিক অপকার সমূহ ঃ—**

উক্ত কর্মের অনেকগুলি মানসিক অপকার রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ—

১। অস্থিরতা ও ভয়-ভীতি অধিক হারে বেড়ে যায়। কারণ, আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকেই ভয় করবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে অন্য সকল ভয় থেকে মুক্ত রাখবেন। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করবে না তাকে সকল ভয় এমনিতেই ঘিরে রাখবে। কারণ শাস্তির কাজের পরিণতি অনুরূপ হওয়াই শ্রেয়।

২। মানসিক বিশৃঙ্খলতা ও মনের অশান্তি তার নিকট প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সে ব্যক্তির জন্য শাস্তি যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্যকে ভালোবাসবে। আর এ সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হবে মনের অশান্তি ততই বেড়ে যাবে।

আল্লামাহ্ ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, এ কথা সবারই জানা উচিৎ যে, কেউ কাউকে ভালোবাসলে (যে ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য নয়) সে প্রিয় ব্যক্তি অবশ্যই তার প্রেমিকের ক্ষতি সাধন করবে এবং এ ভালোবাসা অবশ্যই প্রেমিকের যে কোনো ধরণের শাস্তির কারণ হবে।

৩। এ ছাড়াও উক্ত অবৈধ সম্পর্ক অনেক ধরনের মানসিক রোগের জন্ম দেয় যা বর্ণনাতীত। যার দরুন তাদের জীবনের স্বাদ একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

৪। এ জাতীয় লোকেরা একাকী থাকাকেই বেশি ভালোবাসে এবং তাদের একান্ত শিকার অথবা উক্ত কাজের সহযোগী ছাড়া অন্য কারোর সাথে এরা একেবারেই মিশতে চায় না।

৫। স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বহীনতা জন্ম নেয়। মেযাজ পরিবর্তন হয়ে যায়। যে কোনো কাজে এরা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

৬। নিজের মধ্যে পরাজয় ভাব জন্ম নেয়। নিজের উপর এরা কোনো ব্যাপারেই আস্থাশীল হতে পারে না।

৭। নিজের মধ্যে এক জাতীয় পাপ বোধ জন্ম নেয়। যার দরুন সে মনে করে সবাই আমার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। সুতরাং মানুষের ব্যাপারে তার একটা খারাপ ধারণা জন্ম নেয়।

৮। এ জাতীয় লোকদের মাঝে হরেক রকমের ওয়াস্‌ওয়াসা ও অমূলক চিন্তা জন্ম নেয়। এমনকী ধীরে ধীরে সে পাগলের রূপ ধারণ করে।

৯। এ জাতীয় লোক ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণহীন যৌন তাড়নায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সদা সর্বদা সে যৌন চেতনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

১০। মানসিক টানাপোড়ন ও বেপরোয়াভাব এদের মধ্যে জন্ম নেয়।

১১। বিরক্তি ভাব, নিরাশা, কুলক্ষণে ভাব, আহাম্মকি জযবাও এদের মধ্যে জন্ম নেয়।

১২। এদের দেহের কোষ সমূহের উপরও এক বিরাট একটা প্রভাব রয়েছে। যার দরুন এ ধরণের লোকেরা নিজকে পুরুষ বলে মনে করে না। এ কারণেই এদের কাউকে মহিলাদের সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতেও দেখা যায়।

## ১১শ পর্ব

# বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী

মূল ঃ সাইয়্যেদ মাসউদুল হাসান
ভাষান্তর ঃ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ নূর হুসাইন

## সৎকাজে ব্যয় করা ও সৎকাজের আদেশ দেওয়ার মাহাত্ম্য

٦٨ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ : اَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ.

৬৮। আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় কর, আমিও তোমার জন্য ব্যয় করব (বুখারী, হাদীস ৫৩৫২ ও মুসলিম)।

**নোট ঃ** এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানদারের উচিৎ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা যার জন্য তাকে আদেশ করা হয়েছে। ফলে যদি সে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে তবে আল্লাহ্ তার জন্য ব্যয় করবেন এবং পৃথিবীতে তাকে তাঁর অনুগ্রহ দানে ধন্য করবেন।

٦٩ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رضى) قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ وَ الْاٰخَرُ يَشْكُوْ قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا قَطْعُ السَّبِيْلِ فَاِنَّهُ لَا يَاْتِىْ عَلَيْكَ اِلَّا قَلِيْلٌ حَتّٰى تَخْرُجَ الْعِيْرُ مِنْ مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرٍ، وَ اَمَّا الْعَيْلَةُ فَاِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ حَتّٰى يَطُوْفَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ وَ لَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ : اَلَمْ اُرْسِلْ اِلَيْكَ رَسُوْلًا ؟ فَلَيَقُوْلَنَّ : بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَا يَرَى اِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى اِلَّا النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ اَحَدُكُمُ النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

৬৯। আদি ইব্নে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (একদা) আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নিকটে (বসে) ছিলাম। এমন সময় রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নিকট দু'জন লোক এল। তাদের একজন নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নিকট অভাবের অভিযোগ করল, আরেক জন অভিযোগ করল ডাকাতির। তখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, ডাকাতির ব্যাপারে বলছি, শোন, অচিরেই কাফেলা মক্কা থেকে কোনোরূপ প্রহরা বা পাহারাদার ছাড়াই বেরুতে পারবে (অর্থাৎ ডাকাতি থাকবে না, মানুষ নিরাপদে চলাচল করবে)। আর দারিদ্র্যের বা অভাবের ব্যাপারে বলছি, শোন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের কেউ তার সাদকা দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াবে অথচ এমন কাউকে পাবে না যে সে তার সাদকা গ্রহণ করবে (অর্থাৎ অভাব দূর হয়ে যাবে - সাদকা গ্রহণ করার মত দরিদ্র কেউ থাকবে না।)

তারপর তোমাদের একজন আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াবে। তখন আল্লাহ্র মাঝে ও তার মাঝে কোনো পর্দা থাকবে না এবং থাকবে না কোনো দোভাষী বা অনুবাদকও। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদ দান করিনি? তখন সে বলবে, হ্যাঁ (নিশ্চয় আপনি আমাকে সম্পদ দান করেছেন)। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমার নিকট কোনো রসূল পাঠাইনি? তখন সে বলবে, হ্যাঁ (অবশ্যই আপনি রসূল প্রেরণ করেছিলেন)। অতঃপর লোকটি তার ডান দিকে তাকাবে। সেদিকে সে শুধু জাহান্নাম দেখতে পাবে। এরপর সে তার বাম দিকে তাকাবে। সে দিকে সে শুধু জাহান্নামই দেখতে পাবে। এরপর নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন ঃ সুতরাং তোমরা যেন নিজেদেরকে অর্ধেক খেজুরের বিনিময়ে হলেও দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। যদি তা খেজুরও না পাও তবে একটি উত্তম কথা দিয়ে হলেও নিজেদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও (বুখারী, হাদীস ১৪১৪)।

**নোট ঃ** এ হাদীসের নীতি কথা এই যে, অচিরেই শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এতটাই উন্নতি হবে যে, একটি কাফেলা মক্কা থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত কোনোরূপ পাহারাদার (রক্ষী) ছাড়াই

চলে যাবে, কিন্তু কোনোরূপ ডাকাতি হবে না। তাছাড়া জনগণ আর্থিকভাবে এতটাই সমৃদ্ধি লাভ করবে যে, কেউ দান-সাদকা গ্রহণ করবে না। এ হাদীস এ কথাও বুঝায় যে, কিয়ামতের দিন বান্দার মাঝে ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোনোরূপ অন্তরায় থাকবেনা। ঈমানদারকে তার ঈমান, আমল ও সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং ঈমানদারের উচিৎ ইসালমের নীতি অনুসারে আমল করা এবং মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য অর্ধেক খেজুরের বিনিময়ে বা একটি করুণাপূর্ণ কথার বিনিময়ে হলেও নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা।

## মাটি ছাড়া কোনো কিছুই আদম সন্তানের পেটকে ঠাণ্ডা করতে পারে না

٧٠ـ عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ (رضى) قَالَ كُنَّا نَاْتِى النَّبِىَّ ﷺ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : اِنَّا اَنْزَلْنَا الْمَالَ لِاِقَامِ الصَّلَاةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ لِاِبْنِ آدَمَ وَادٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ اِلَيْهِ ثَانٍ وَلَوْ كَانَ لَهٗ وَادِيَانِ لَاَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ اِلَيْهِمَا ثَالِثٌ وَ لَا يَمْلَاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ اِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

৭০। আবু ওয়াকিদ লাইসি রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নিকট যাতায়াত করতাম। যখন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো তখন নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তা আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনাতেন। একদিন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদেরকে বলেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ আমি (ঈমানদারদেরকে) স্বলাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও যাকাত আদায় করার জন্য ধন-সম্পদ দান করেছি। আদম সন্তানের যদি এক পাহাড় সম সম্পদ থাকে তবে সে আরেক পাহাড়সম সম্পদ পাওয়ার কামনা করবে। আর যদি তার দু পাহাড়সম সম্পদ থেকে থাকে তবে সে এর সাথে আরেক পাহাড় পরিমাণ সম্পদ পাওয়ার কামনা করবে। মাটি ছাড়া বনী আদমের পেট কেউ ভরাতে পারবে না। অতঃপর যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ্ তার তাওবাহ্‌কে কবুল করেন (মুসনাদে আহমাদ ২১৯০৭, সূত্র হাসান)।

## রাতে (উঠে স্বলাত পড়ার জন্য) পবিত্রতা অর্জন করার ফযীলত

٧١ــ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَقُوْمُ الرَّجُلُ مِنْ اُمَّتِىْ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهٗ اِلَى الطُّهُوْرِ وَ عَلَيْهِ عُقَدٌ فَاِذَا وَضَّاَ يَدَيْهِ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَ اِذَا وَضَّاَ وَجْهَهٗ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَ اِذَا مَسَحَ رَاْسَهٗ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَ اِذَا وَضَّاَ رِجْلَيْهِ اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِيْنَ وَرَاءَ الْحِجَابِ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُعَالِجُ نَفْسَهٗ مَا سَاَلَنِىْ عَبْدِىْ هٰذَا فَهُوَ لَهٗ.

৭১। উকবাহ্ ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, বান্দা যখন ঘুমিয়ে থাকে শয়তান তখন তার উপর কতকগুলো গিরা মেরে রাখে। যখন সে ঘুম থেকে উঠে আলস্য ত্যাগ করে পবিত্রতা অর্জন করতে যায় ও অজু করার সময় তার হাত ধৌত তখন একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যখন তার মুখ ধৌত করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায়। আর যখন সে তার মাথা মাসাহ্ করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায়। এরপর আল্লাহ্ পর্দার আড়ালে যারা আছে তাদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে) লক্ষ্য করে বলেনঃ আমার এ বান্দাকে দেখ! সে (নিজেকে জোর করে আলস্য ত্যাগ করে) পবিত্রতা অর্জন করে আমার নিকট প্রার্থনা করে। আমার এ বান্দা যা চাইবে তা তাকে দেওয়া হবে (মুসনাদে আহমাদ, ২১৯০৬, সহীহ্ ইবনু হিব্বান হাঃ ১০৫২, সূত্র সহীহ্)।

## শেষ রাতে উঠে দুআ বা প্রার্থনা করার ফযীলত

৭২ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ يَسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهٗ.

৭২। আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ বলেন, আমাদের মহান প্রভু প্রতিদিন শেষ রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে বলেন ঃ যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব, আর যে আমার নিকট কোনো কিছু চাইবে আমি তা দিব, আর যে ব্যক্তি আমার নিকট ক্ষমা চাইবে তাকে আমি ক্ষমা করে দিব (মুসলিম হাদীস ৭৫৮)।

## দু' ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের প্রভু বিস্মিত হন

৭৩ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وَطَائِهٖ وَ لِحَافِهٖ مِنْ بَيْنَ اَهْلِهٖ وَحَيِّهٖ اِلٰى صَلَاتِهٖ فَيَقُوْلُ رَبُّنَا : اَيَا مَلَائِكَتِىْ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ، ثَارَ مِنْ فِرَاشِهٖ وَ وَطَائِهٖ وَ مِنْ بَيْنَ حَيِّهٖ وَ اَهْلِهٖ اِلٰى صَلَاتِهٖ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَ شَفَقَةً مِمَّا عِنْدِىْ. وَ رَجُلٍ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانْهَزَمُوْا فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَارِ وَ مَا لَهٗ فِى الرُّجُوْعِ فَرَجَعَ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهٗ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَ شَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهٖ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَ رَهْبَةً مِمَّا عِنْدِىْ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهٗ.

৭৩। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, আমাদের মহান প্রভু দুটি লোকের ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করেন। তার একজন হলো যে ব্যক্তি শেষ রাতে নিজের বিছানা-লেপ-কাঁথা, স্ত্রী-পরিজন ছেড়ে স্বলাতে দাঁড়িয়ে যায়। এ লোক সম্বন্ধে আমাদের প্রভু বলেন, হে আমার ফেরেশতারা! তোমরা আমার বান্দাকে দেখ, সে আমার রহমতের আশায় ও আমার শাস্তির ভয়ে শেষ রাতে তার বিছানা ছেড়ে লেপ-কাঁথা ও তার স্ত্রী পরিজন ছেড়ে স্বলাতে দাঁড়িয়ে গেছে।

আর অপরজন হলো সে লোক যে নাকি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে সদল বলে পরাজিত হয়, অথচ সে জানে যে, এমতাবস্থায় যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলে আল্লাহ্ কী শাস্তি দিবেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে গেলে আল্লাহ্ কী পুরস্কার দিবেন। তাই সে আমার রহমতের আশায় ও আমার শাস্তির ভয়ে পুনরায় যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। তখন মহান আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দাকে দেখ! সে আমার রহমতের আশায় ও আমার শাস্তির ভয়ে ফিরে এসে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছে (এটা হাসান হাদীস, মুসনাদে আহমদ ৩৯৪৯, সুনানে আবু দাউদে, যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান ও মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে)।

**নোট ঃ** আল্লাহ্ আশ্চর্য হন এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তাঁকে বা তাদেরকে স্নেহ করেন ও মূল্যায়ণ করেন। কেননা সজ্ঞানে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হওয়া ও শীতের রাতে কষ্ট স্বীকার করে, লেপ-কাঁথা ফেলে আরামের ঘুম ছেড়ে উঠা সহজ নয়। এ কাজ কেবলমাত্র খাঁটি ও আত্মত্যাগী মু'মিন ছাড়া সম্ভব নয়। আর যারা ফজরের স্বলাত না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে তাদের কথা তো বাদ।

## নফল স্বলাতের ফযীলত

৭৪ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهٗ فَاِنْ كَانَ اَكْمَلَهَا وَ اِلَّا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَاِنْ وُجِدَ لَهٗ تَطَوُّعٌ قَالَ اَكْمِلُوْا بِهِ الْفَرِيْضَةَ.

৭৪। আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, (কিয়ামতের দিন) সর্ব প্রথমে বান্দার স্বলাতের ফরজ ও ওয়াজিব হিসাব নেওয়া হবে। যদি এগুলো ঠিকঠাক হয়ে থাকে তবে সে নাজাত পাবে; অন্যথায় আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ দেখ, আমার বান্দার আমলনামায় কোনো নফল স্বলাত আছে কি না। যদি তার আমলনামায় কোনো নফল স্বলাত পাওয়া যায় তবে আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলবেন ঃ এসব নফল স্বলাত দিয়ে তার ফরজ স্বলাতের ঘাটতি পূরণ কর (নাসাঈ, হাদীস ৪৬৭, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১৪২৫, সূত্র সহীহ্)।

## আযান দেওয়ার ফযীলত

٧٥ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَ يُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِيْ هٰذَا يُؤَذِّنَ وَ يُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

৭৫। উক্বাহ্ ইবনে আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঃ এক রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় আযান দিয়ে স্বলাত পড়ে; তোমাদের প্রতিপালক এ রাখালের ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে যান। তাই আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ, সে আমার ভয়ে আযান দিয়ে স্বলাত পড়ে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলাম (হাদীস সহীহ্ আবু দাউদ হাঃ ১২০৪, নাসায়ী ৬৬৫ ও যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান)।

**নোট ঃ** এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ভ্রমণকালে বা কোনো কাজে একাকী নিয়োজিত থাকলে একাকী আযান দিয়ে স্বলাত পড়া যায়।

## ফজর ও আসর স্বলাতের ফযীলত

٧٦ ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَ يَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : تَرَكْنَاهُمْ وَ هُمْ يُصَلُّوْنَ وَ اَتَيْنَاهُمْ وَ هُمْ يُصَلُّوْنَ.

৭৬। আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, তোমাদের নিকট কিছু ফেরেশতা দিনে এবং কিছু ফেরেশতা রাত্রে পালাক্রমে আসে। এ উভয় দলের ফেরেশতারা ফজরের সময়ে ও আসরের সময়ে পরস্পর মিলিত হয়। অতঃপর যে সব ফেরেশতা রাত কাটিয়ে পরে আকাশে উঠে আসে তাদেরকে আল্লাহ্ সব জানা সত্বেও জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদেরকে তোমরা কী অবস্থায় রেখে এসেছ? তখন ফেরেশতারা বলেন, তাদেরকে ইবাদাতরত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং ইবাদাতরত অবস্থায়ই তাদের নিকট গিয়েছিলাম অর্থাৎ গিয়ে দেখি তারা ইবাদাতরত এবং আসার সময়ও দেখছি তারা ইবাদাতে মশগুল (সহীহ্ হাদীস, বুখারী ৪৮৪ ও মুসলিম হাঃ ১৪৬৪)।

নোট ঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বলাত হলো ফজরের ও আসরের স্বলাত। সম্ভবত এ কারণে যে, এ সময় ঘুম আসে ও বিশ্রাম করতে মনে চায় এবং কষ্ট স্বীকার করে আলস্য ত্যাগ করে স্বলাত পড়তে হয়। আসরের স্বলাত হলো মধ্যবর্তী স্বলাত। এ স্বলাত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى .

**অর্থ ঃ** তোমরা (পাঁচ ওয়াক্ত) স্বলাতের প্রতি যত্ন নাও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাতের প্রতি (সূরহ্ বাক্বারাহ্ আয়াত নং ২৩৮)।

### মাগরিব স্বলাতের সময় থেকে নিয়ে এশার স্বলাতের সময় পর্যন্ত মাসজিদে অবস্থান করার ফযীলত

৭৭ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَ عَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ وَ قَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ : اَبْشِرُوْا هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ يَقُوْلُ : اُنْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِيْ قَدْ قَضَوْا فَرِيْضَةً وَ هُمْ يَنْتَظِرُوْنَ اُخْرٰى.

৭৭। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সাথে একদা মাগরিবের স্বলাত পড়ি। স্বলাত পড়ার পর কেউ কেউ ঘরে ফিরে গেল, আর কেউ কেউ এশা পর্যন্ত মাসজিদে থাকল। তখন নাবী কারীম হাঁপাতে হাঁপাতে তড়িঘড়ি করে এমন অবস্থায় আসলেন যে, তাঁর হাঁটু খোলা ছিল এবং বলেন, তোমরা এ সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, তোমাদের প্রতিপালক আকাশের একটি দরজা খুলে (তা দিয়ে) ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন ঃ তোমরা আমার বান্দাদেরকে দেখ! তারা এক ফরজ স্বলাত আদায় করে আরেক ফরজ স্বলাতের অপেক্ষায় বসে আছে (সহীহ্ হাদীস, ইবনে মাজাহ্ ৮০১, মুসনাদে আহমাদ সাঃ ৬৯২১, সূত্র সহীহ্)।

**নোট ঃ** এক স্বলাত আদায় করে অন্য স্বলাতের অপেক্ষায় মাসজিদে থাকা বড়ই সওয়াবের কাজ। স্বেচ্ছায় এ কাজের জন্য অপেক্ষা করলে পুরস্কার দশগুণ বা তারও বেশি হয়।

### পূর্বাহ্নে চার রাকাআত স্বলাত পড়ার ফযীলত

৭৮ - عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطْفَانِيْ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجَزْ عَنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ.

৭৮। নাঈম ইবনে হাম্মার গাতফানী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি দিনের শুরুতে চার রাকাআত স্বলাত আদায় করতে অলসতা করো না। যদি তুমি এ চার রাকাআত স্বলাত আদায় কর তবে (শয়তান থেকে রক্ষা করার জন্য) তোমার জন্য দিনের শেষ অবধি যথেষ্ট (সহীহ্ হাদীস, মুসনাদে আহমাদ ২২৪৬৯, আবু দাউদ হাঃ ১২৯১, তিরমিযী হাঃ ৪৭৫, দারেমী হাঃ ১৪৫১ ও যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান)।

**নোট ঃ** শেষ রাতের নফল স্বলাতই সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়। তবে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পূর্বাহ্নে দু' রাকাআত স্বলাত আদায় করতেন। এর নাম দুহার (চাশতের বা এশরাকের) স্বলাত। এ স্বলাত চাইলে চার, ছয় বা আট রাকাআতও পড়া যায়।

৭৯ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلَا اُعَلِّمُكَ اَوْ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ ؟ تَقُوْلُ : لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اَسْلَمَ عَبْدِيْ وَاسْتَسْلَمَ.

৭৯। আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, জান্নাতের ধন ভাণ্ডারের একটি কালিমা (আল্লাহ্র) আরশের নীচে লিখা আছে। আমি কি তোমাদেরকে তা শিখিয়ে দিব না? তোমরা বলবে,

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া ভাল মন্দ কোনো কিছু করার কারো কোনো ক্ষমতা নেই। তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার বান্দা মুসলিম রয়েছে ও আমার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে (হাসান হাদীস, মুসতাদরাকে হাকিম ৫৪, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৭৯৫৩, সূত্র সহীহ্)।

২য় পর্ব

# স্বলাতের মধ্যে সাজদায় যাবার সময় আগে হাঁটু রাখার দলীলসমূহের পর্যালোচনা

আহমাদুল্লাহ্

দলীল — ৩ঃ

نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ، فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ.

ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া বিন সালামাহ্ বিন কুহায়েল আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। (তিনি বলেছেন) আমাকে আমার পিতা হাদীস বলেছেন তার পিতা হ'তে, তিনি সালামাহ হ'তে, তিনি মুসআব বিন সা'দ হ'তে, তিনি সা'দ থেকে। তিনি বলেছেন, আমরা হাঁটুর পূর্বে দু' হাত রাখতাম। আমাদেরকে দু' হাতের পূর্বে দু' হাঁটু রাখতে আদেশ করা হয়েছিল (সহীহ্ ইবনে খুযায়মাহ্ হা/৬২৮)।

**তাহক্বীক**ঃ এটি খুবই যঈফ।

(১) শায়েখ আলবানী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, و هذا سند ضعيف جداً؛ مسلسل بالضعفاء এটি অত্যন্ত যঈফ। (এখানে) যঈফ রাবীগণ ধারাবাহিকভাবে রয়েছেন (আসলু সিফাত ২/৭১৮)। তিনি বলেছেন —

اسناده ضعيف جدا اسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك كما فى التقريب وابنه ابراهيم ضعيف

এর সনদটি খুবই দুর্বল। ইসমাঈল বিন ইয়াহ্ইয়া বিন সালামাহ্ হ'লেন পরিত্যক্ত রাবী। যেমনটি আত্ তাক্বরীব গ্রন্থে আছে। আর তার পুত্র ইবরাহীম যঈফ (সহীহ্ ইবনে খুযায়মাহ্ টীকা দ্রঃ)।

(২) আব্দুল মতীন সাহেব বলেছেন, এর সনদ দুর্বল (দলীলসহ নামাযের মাসায়েল পৃঃ ২৬৫)। এটি সঠিক দাবী নয়। বরং অত্যন্ত দুর্বল।

(৩) ইবনে আব্দুল হাদী বলেছেন, و هذا اسناد ضعيف এবং এর সনদটি যঈফ (তান্‌ক্বীহুত তাহক্বীক হা/৮১৬)।

(৪) ইমাম আবূ যুরআহ ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন ইয়াহ্ইয়া বিন সালামাহ্কে যঈফ রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (আয্ যুআফা, জীবনী নং ১৭)।

(৫) ইমাম উক্বায়লী রহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন —

اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ كُوفِىٌّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ : كَانَ ابْنُ نُمَيْرٍ لَا يَرْضَى اِبْرَاهِيمَ بْنَ اِسْمَاعِيلَ وَ يُضَعِّفُهُ قَالَ : رَوَى مَنَاكِيرَ.

ইবনে নুমায়ের ইবরাহীম বিন ইসমাঈলের উপর সন্তুষ্ট হতেন না। তিনি তাঁকে যঈফ বলতেন। তিনি বলেছেন, ইবরাহীম মুনকার রেওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করেন (আয্ যুআফাউল কাবীর, জীবনী নং ২৯)।

(৬) ইবনে হিব্বান রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন —

اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بن سَلَمَةَ بن كهيل الْحَضْرَمِىّ روى عَن وَكِيع و أبى نعيم وَ كَانَ رَاوِيَا لِأَبِيْهِ حدثَنَا عَنْهُ الْهَمدَانِى وَ غَيْرُه فِى رِوَايَتِه عَن أَبِيه بعض الْمَنَاكِير.

ইবরাহীম বিন ইসমাঈল .... ওয়াকী' এবং আবূ নু'আইম হ'তে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করতেন। তাঁর থেকে হামাদানী এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতে কতিপয় আপত্তি আছে (আস্ সিক্বাত, জীবনী নং ১২৩৪৪)।

(৭) ইবনুল জাওযী রহেমাহুল্লাহ্ তাঁকে যঈফ এবং পরিত্যক্ত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (আয্ যুআফা অল মাতরূকীন, জীবনী নং ৩০)।

(৮) হাফেয যাহাবী রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

اِبْـرَاهِيْـم بـن اِسْمَاعِيْل بن يحيى بن سَلَمَة بن كهيل تركه أَبُو حَاتِم وغمزه أَبُو زرْعَة.

ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন ইয়াহ্ইয়া বিন সালামাহ্ বিন কুহায়েল্কে আবূ হাতেম বর্জন করেছেন। আবূ যুরআহ্ তাঁর দুর্বল হওয়ার প্রতি ইশারা করেছেন (আল্ মুগনী ফিয্ যুআফা, জীবনী নং ৩৬)।

(৯) ইবনে হাজার রহেমাহুল্লাহ্ (মৃঃ ৮৫২ হিঃ) তাঁর সম্পর্কে কতিপয় ইমামের সমালোচনাসূচক উক্তিসমূহ তুলে ধরেছেন (তাহযীবুত্ তাহযীব, জীবনী নং ১৮৪)। তিনি আরো বলেছেন—

ابـراهيم ابن اسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كهيل الـحـضـرمى أبو اسحاق الكوفى ضعيف من الحادية عشرة.

ইবরাহীম বিন ইসমাঈল ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালামাহ্ ইবনে কুহায়েল আল-হাযরামী আবূ ইসহাক্ব আল-কূফী যঈফ। তিনি এগারোতম স্তরভুক্ত (আত্ তাক্বরীব, জীবনী নং ১৪৯)।

অপর রাবী ইসমাঈল সম্পর্কে ইবনে হাজার বলেছেন—

اسـمـاعـيـل بـن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمى الـكـوفـى . روى عـن أبيـه وعـمـه محمد. وعنه ابنه ابـراهيـم وأبـو الـعـوام أحـمـد بن يزيد الرياحى. قال الـدارقـطـنـى : "متـروك" و تـقـدم الكلام عليـه فى تـرجـمة ابنه. قلت : و نقل ابن الجوزى عن الأزدى أنه قال : "متروك".

ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া বিন সালামাহ্ বিন কুহায়েল আল-হাযরামী আল-কুফী। তিনি তাঁর পিতা এবং চাচা মুহাম্মাদ হ'তে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে তার পুত্র ইবরাহীম এবং আবুল আওয়াম আহমাদ বিন ইয়াযীদ আর-রিয়াহী বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেছেন, তিনি মাতরূক। তাঁর সম্পর্কে তাঁর পুত্রের জীবনীতে আলোচনা গত হয়েছে (তাহযীবুত তাহযীব, জীবনী নং ৬০৭)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন —

اسـمـاعـيـل بـن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمى الكوفى متروك.

ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সালামাহ্ ইবনে কুহায়েল আল-হাযরামী আল-কূফী তিনি মাতরূক (আত্ তাক্বরীব, জীবনী নং ৪৯৩)।

১১। আব্দুর রহমান মোবারকপুরী রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন—

الْأَوَّلُ أَنَّ حَـدِيْـثَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ هَذَا منسوخ بما رواه بن خـزيـمة عـن مصعب بن سعد ، سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَـنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَ أَنْ نَـضَـعَ الـرُّكْبَتَيْـنِ قَبْـلَ الْيَـدَيْنِ وَفِيْـهِ أَنَّ دَعْوَى النَّسْخِ بِـحَدِيْثِ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ بَاطِلَةٌ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ.

নিশ্চয়ই সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের হাদীসটি দ্বারা আগে হাত রাখাকে রহিত দাবী করা বাতিল। কেননা হাদীসটি যঈফ (তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১২১)।

**দলীল – ৪ ঃ**

حَـدَّثَـنَـا يَـعْـلَـى، عَـنِ الْأَعْـمَـشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

আমাদেরকে ইয়ালা হাদীস বর্ণনা করেছেন আমাশ হ'তে,

তিনি ইবরাহীম হ'তে, তিনি আসওয়াদ হ'তে যে, নিশ্চয়ই উমার তাঁর হাঁটুদ্বয়ের উপর আপতিত হ'তেন (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ হা/২৭০৪)।

**জবাব ঃ** এটি যঈফ। কেননা এখানে দু'জন রাবী রয়েছেন যাঁরা মুদাল্লিস। এর সনদে আমাশ নামী রাবী আছেন। তিনি আস্থাভাজন বর্ণনাকারী হ'লেও মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের সাক্ষ্য তুলে ধরা হ'ল —

(১) হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র রহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন— وَ قَالُوْا لَا يُقْبَلُ تَدْلِيْسُ الْأَعْمَشِ এবং তারা বলেছেন, আমাশের তাদলীস গ্রহণ করা যাবে না (আত্ তামহীদ ১/৩০)।

(২) ইমাম দারাকুত্বনী রহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন وَ لَعَلَّ الْأَعْمَشَ دَلَّسَهُ عَنْ حَبِيْبٍ. এবং সম্ভবত আমাশ হাবীব হ'তে তাদলীস করেছেন (আল্ ইলালুল ওয়ারিদাহ্, মাসআলা ১৮৮৮)।

(৩) ইমাম আবূ হাতেম রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, الأعمشُ رُبَّمَا دَلَّس। আমাশ কদাচিৎ তাদলীস করতেন (ইবনে আবী হাতেম, ইলালুল হাদীস হা/৯)।

(৪) ইমাম নাসাঈর 'যিকরুল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাঁকে মুদাল্লিস রাবী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (মুলহাক্ব পৃঃ ১২৫)।

(৫) হাফেয যাহাবী রহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন —

سليمان بن مهران الكاهلى الكوفى الأعمش، أبو محمد أحد الائمة الثقات، عداده فى صغار التابعين، ما نقموا عليه الا التدليس.

আমাশ অন্যতম সিক্বাহ ইমাম। তাঁকে ছোট তাবেঈনদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তারা (মুহাদ্দিসগণ) স্রেফ তাদলীসের কারণে তাঁকে সমালোচনা করেছেন (মীযানুল ই'তিদাল, জীবনী নং ৩৫১৭)। অতঃপর তিনি লিখেছেন —

قلت : و هو يدلس، و ربما دلس عن ضعيف، و لا يدرى به.

আমি বলছি, তিনি তাদলীস করতেন এবং কখনো কখনো যঈফ রাবী হ'তে তাদলীস করতেন। অথচ এ বিষয়ে তিনি অবগত থাকতেন না (ঐ)।

(৬) হাফেয আলাঈ রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

و هذا الأعمش من التابعين و تراه دلس عن الحسن بن عمارة و هو يعرف ضعفه.

এবং এই আমাশ তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত। আর তুমি তাঁকে হাসান বিন উমারাহ্ হ'তে তাদলীস করতে দেখবে। অথচ তিনি যঈফ হওয়ার দরুন প্রসিদ্ধ (জামেউত তাহসীল ১/১০১)।

(৭) ইবনুল ইরাক্বী 'আল্ মুদাল্লিসীন' (জীবনী নং ২৫, হারফুস সীন) গ্রন্থে, হাফেয বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী 'আত্ তাবঈন লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন (জীবনী নং ৩০) গ্রন্থে, ইবনে হাজার 'ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন' (জীবনী নং ৫৫) গ্রন্থে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) 'আসমাউল মুদাল্লিসীন' (জীবনী নং ২১) গ্রন্থে, আবুল হাসান ইবনুল ক্বাত্বান 'বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম' (হা/৪৪১) গ্রন্থে তাঁকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন।

সারাংশ হ'ল, আমাশ একজন সিক্বাহ এবং মুদাল্লিস রাবী। আর মুদাল্লিস রাবীর আনআনাহ যঈফ হয়ে থাকে।

অপর রাবী ইবরাহীম নাখাঈ একজন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী। যেমন —

(১) ইবনু ইরাক্বী 'আল্ মুদাল্লিসীন' (জীবনী নং ২) গ্রন্থে 'আত্ তাবঈন' গ্রন্থে (জীবনী নং ২), 'আসমাউল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে, ইবনে হাজার (ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৩৫) গ্রন্থে তাঁকে মুদাল্লিস রাবী বলেছেন।

**দলীল — ৫ ঃ**

حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ اِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

ইয়াকূব বিন ইবরাহীম আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী লায়বা হ'তে, তিনি নাফে হ'তে, তিনি ইবনে উমার হ'তে যে, নিশ্চয় তিনি তাঁর হাঁটুদ্বয়কে হাতদ্বয়ের পূর্বে রাখতেন

যখন সাজদায় যেতেন। আর (সাজদাহ্ হ'তে) উঠতেন তখন তার হাতদ্বয়কে উত্তোলন করতেন হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্ হা/২৭০৫)।

**তাহক্বীক ঃ** এটি যঈফ (১) শায়েখ আলবানী বলেছেন—

قلت : و هذا منكر لأن ابن أبى ليلى . واسمه محمد بن عبد الرحمن. سيىء الحفظ.

আমি বলি, এটি মুনকার বা পরিত্যাজ্য। কেননা এতে ইবনে আবী লায়লা আছেন। তাঁর নাম হল মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান। তিনি দুর্বল স্মৃতির অধিকারী (আল-ইরওয়া হা/৩৫৭)।

(২) ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন আহমাদ রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন—

سَأَلْته عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبى ليلى فَقَالَ مُضْطَرب الْحَدِيْث قَالَ أَبى فقه بن أبى ليلى أحب اِلَيْنَا من حَدِيْثه ، حَدِيْثه فِيْهِ اضْطِرَاب.

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা সম্পর্কে। তিনি বললেন, তিনি মুযত্বারিবুল হাদীস। আমার পিতা (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল) বললেন, তাঁর হাদীসের চাইতে তাঁর ফিক্বহ আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। (কারণ) তাতে (তাঁর বর্ণিত হাদীসে) ইযত্বিরাব আছে (আল্ ইলাল ওয়া মা'রিফাতির রিজাল, রাবী নং ৮৬২, আল্ জারহু অত্তাদীল ৭/৩২৩ জীবনী নং ১৭৪০)।

(৩) ইমাম ইবনে আবী হাতেম রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন—

سَمِعْتُ أَبِى يَقُوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيه مَاتَ ابوه وَ هُوَ طِفْلٌ.

আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা তাঁর পিতা হ'তে হাদীস শ্রবণ করেন নি। তাঁর শৈশবকালেই তাঁর পিতা মারা গিয়েছিলেন (আল্ মারাসীল, ইবনে আবী হাতেম, জীবনী নং ৬৭১)।

(৪) ইমাম ইজলী রহেমাহুল্লাহ্ তাঁকে সিক্বাহ রাবীদের মাঝে উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেছেন (আস্ সিক্বাত, জীবনী নং ১৪৭৬)।

(৫) ইমাম নাসাঈ রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَان بن أبى ليلى قَاضِى الْكُوفَة أحد الْفُقَهَاء لَيْسَ بِالْقَوِىّ فِى الْحَدِيْث.

মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা কুফার বিচারক। অন্যতম ফক্বীহ। হাদীসের মধ্যে শক্তিশালী ছিলেন না (আয্ যু'আফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ৫২৫)। ইবনে হিব্বান রহেমাহুল্লাহ্ তাঁকে সমালোচিত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করে তাঁর সম্পর্কে সমালোচনামূলক উক্তিসমূহ বর্ণনা করেছেন (আল্ মাজরূহীন, রাবী নং ৯২১)।

(৬) ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) যঈফ এবং বর্জিত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে অসংখ্য সমালোচনামূলক উক্তি বর্ণনা করেছেন (আয্ যুআফাউল মাতরূকীন, জীবনী নং ৩০৭২)।

(৭) ইমাম দারাকুতনী রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

ابـنُ أَبِى لَيْـلَى هُـوَ الْـقَاضِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ سِىْءُ الْحِفْظِ.

তিনি যঈফুল হাদীস। দুর্বল স্মৃতির অধিকারী (সুনানে দারাকুতনী হা/৯৩৬)।

# পরচর্চা ও অপবাদ এক দূরারোগ্য ব্যাধি

## মোঃ সাইফুল ইসলাম

**ভূমিকা ঃ** বর্তমানে পরচর্চা মহামারির রূপ ধারণ করেছে। বাসগৃহ, অফিস-আদালত, যানবাহন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় সর্বত্রই পরচর্চার বন্যা বয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে কি সাধারণ মানুষ, কি অসাধারণ মানুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আলেম-হাফেজ-ক্বারী, মাসজিদের ঈমান, মুয়াজ্জিন, নেতা-নেত্রী-মন্ত্রী, কেউ বাদ নেই। ব্যাপারটা এমনই মুখরোচক হয়ে গেছে যে, শুরু করলে তা আর সহজে শেষ হতে চায় না। মানুষ ভুলেই বসেছে যে, সে কত বড় পাপ করছে। মানুষের পাপ বোধটুকুও লোপ পেয়ে গেছে। এই ঘৃণ্য আচরণ মনুষ্য সমাজের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা আলোচনার প্রয়াস করেছি এ প্রবন্ধে।

**গীবত বা পরচর্চা কাকে বলে ঃ** আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নরসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! গীবত কাকে বলে ? উত্তরে তিনি বলেন, তুমি যদি নিজের ভাইয়ের কথা এমনভাবে উল্লেখ কর; যা তাকে খারাপ লাগে, তবে এর নাম গীবত। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর কাছে নিবেদন করা হল, আমি যা বলি তা যদি আমার ভায়ের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে সে সম্পর্কে আপনি কী বলেন ? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উত্তর দিলেন, যদি তোমার ভায়ের মধ্যে তা বর্তমান থাকে - তবে তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে তবে তার প্রতি বোহতান (মিথ্যে অপবাদ) দিলে" (মুসলিম হাঃ ১৯৩৪, তিরমিযী, বাংলা ৪র্থ খণ্ড হাঃ নং ১৯৩৪)।

এ হাদীস থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, গীবত বা পরচর্চা কাকে বলে। কারোর অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে। আর যা আলোচনা করা হয় তা যদি সত্য হই তবে তা গীবত। আর যদি মিথ্যে হয় তবে তা অপবাদ।

**গীবত সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী ঃ—** আল্লাহ্ তাআলা এই ঘৃণ্য অপকর্ম সম্পর্কে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''হে ঈমানদার লোকেরা খুব বেশি ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাক। কেননা কোনো কোনো ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করিও না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে ? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ খুব বেশি তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু" (সূরা হুজুরাত ১২)।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা গীবত সহ আরও যে সব নির্দেশ প্রদান করেছেন, তা যদি সমগ্র মানব জাতি যথাযথ ভাবে পালন করত, তাহলে মনুষ্য সমাজে এত কলহ, বিবাদ, অশান্তি-লড়াই-রক্তারক্তি এ সব কিছুই হত না। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবার ও সমাজ গঠনে সহায়ক হত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সূচনাতেই নির্দেশ দিচ্ছেন; তোমরা খুব বেশি ধারণা পোষণ কোরনা। কেননা কোনো কোনো ধারণা পাপ হয়ে থাকে।

অহেতুক অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এমনই এক ছিদ্রপথ যা দ্বারা একে অন্যের সুসম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। এরপর আল্লাহ্ তাআলা কারও গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করতে নিষেধ করেছেন। আমাদের তথাকথিত ভদ্র সমাজে অন্যের দোষ বা গোপনীয় বিষয় জানার নোংরা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যা মানুষে-মানুষে তিক্ততা সৃষ্টির সহায়ক হয়। মানুষের গুপ্ত রহস্য অন্বেষণ করা, একে অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা, অন্যের অবস্থা ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতুহলী হওয়া, লোকের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দুই ব্যক্তির কথোপকথন কান লাগিয়ে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং নানা উপায়ে অন্যের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করা এসব কিছুই উক্ত আয়াতের আওতাভুক্ত এবং এসব কিছুই নিষিদ্ধ অনুসন্ধানের মধ্যে গণ্য। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা একে অন্যের গীবত বা পরচর্চা কোরনা। যদিও আলোচ্য নিবন্ধের এটাই মূল আলোচনা; তথাপি আগের দুটি বিধি-নিষেধ গীবত বা পরনিন্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত বা অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে জড়িত। পরস্পরের প্রতি খারাপ ধারণা ও গোপন বিষয় অনুসন্ধান চালানোর বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে গীবত।

**আলোচ্য বিষয়ের উপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সতর্ক বাণী ঃ—** যেহেতু গোপন দোষ সন্ধান ও গোপন কথা শ্রবণ ইত্যাদি পরনিন্দার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত, সেহেতু এ ব্যাপারে হাদীস পেশ করা হল।

আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, ''তোমরা ধারণা করা হতে সাবধান থাক। কেননা ধারণাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা মানুষের গোপন কথা কান লাগিয়ে শুনবেনা, কারো গোপন দোষ সন্ধান কোরো না, দালালী কোরো না, পরস্পর হিংসা কোরো না, পরস্পর শত্রুতা কোরো না, পরস্পরের বিরোধতা কোরো না। তোমরা সবাই ভাই-ভাই হয়ে যাও'' (মুসলিম বাংলা ৯ম খণ্ড হাঃ ৪৮০৮)।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের গোপন কথা শ্রবণ করে, অথচ তারা তা অপছন্দ করে। কিয়ামতের দিন তার কানে গরম সিসা ঢেলে দেওয়া হবে'' (বুখারী হাঃ ৭০৪২)।

আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, ''নিশ্চয় মানুষ কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টপূর্ণ এমন কতক কথা বলে, যার পরিণাম জাহান্নাম যা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রসারিত'' (মুসলিম হাঃ ৭৬৭২, মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড হাঃ ৪৬০২, শিষ্টাচার অধ্যায়)।

হুযায়ফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, ''আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, পরনিন্দাকারী জান্নাতে যাবে না। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে চুগোলখোর জান্নাতে যাবে না'' (বুখারী হাঃ ৬০৫৬, মুসলিম হাঃ ৩০৪, মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড হাঃ ৪৬১২)।

**গীবত বা পরচর্চার কুফল ঃ** একে অন্যের প্রতি কু-ধারণা, দোষ অনুসন্ধান, কুৎসা, সর্বোপরি অপবাদ এসব দোষাবলী এমনই অপকর্ম ও সামাজিক ব্যাধি যে এর কারণে কত সম্মানীয় ব্যক্তির সম্ভ্রম নষ্ট হয়। কত সামাজিক বন্ধন, বন্ধুত্ব, বৈবাহিক সম্পর্ক এছাড়া আরও কত সুসম্পর্ক নষ্ট বা সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটে তার ইয়াত্বা নেই।

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, পরনিন্দা হচ্ছে কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্য কথা হয়। কেননা মিথ্যা হলে সেটা অপবাদ বা কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরনিন্দা যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। যেমন খোঁড়াকে হেয় করার জন্য তার মত হেঁটে দেখানো। জীবিত মানুষের পরনিন্দা যেমন পাপ, মৃত মানুষের পরনিন্দাও তেমন পাপ। যে কাজের শাস্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সরাসরি জাহান্নামের উল্লেখ করেছেন, পরনিন্দা তার অন্যতম। ইতিপূর্বের আলোচনায় আমাদের কাছে দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হয়েছে যে, পরচর্চা যেমন সামাজিক ব্যাধি তেমনই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্ভ্রম বিনষ্টের এক ধারালো অস্ত্র। যুগে যুগে এই অপবাদ দ্বারা কত মহান ব্যক্তিত্বের যে অপমৃত্যু হয়েছে তার ইয়ত্বা নেই। ইতিহাসের পাতায় এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তারই একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করা হল —

উম্মুল মুমিনীন আয়েশার রাযিয়াল্লাহু আনহা জীবনের একটা উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা। যা তিনি নিজেই বর্ণনা দিচ্ছেন,

রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নিয়ম ছিল যখন তিনি দূর দেশের সফরে বের হতেন তখন কোরয়ার (লটারীর) সাহায্যে ফয়সালা করতেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কে তাঁর সঙ্গী হবেন। বণীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় এ কোরয়া ব্যবহারে আমার নাম বের হয়। ফলে আমি তাঁর সঙ্গে যায়। ফিরে আসার সময় আমরা যখন মদীনার নিকট পৌঁছায়, রাতে এক স্থানে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁবু গেড়ে অবস্থান করলেন। রাতের শেষ ভাগে সেখান হতে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করা হল। আমি ঘুম হতে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলাম। ফিরে আসার সময় আমার মনে হল যে, আমার গলার হার ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খুঁজতে লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে কাফেলা রওনা হয়ে গেছে। নিয়ম ছিল এ রকম যে, রওনা হবার সময় আমি আমার নিজের হাওদাতে (পালকী) বসে যেতাম। আর চারজন লোক তাকে তুলে উঠের পিঠে বেঁধে দিত। এসময় খাদ্যের অভাবহেতু আমরা মেয়েরা ছিলাম বড়ই হালকা-ভারহীন। আমার হাওদা তুলবার সময় লোকেরা অনুভবই করতে পারল না যে, আমি তার মধ্যে বসে নেই। তারা অজ্ঞাতসারে হাওদা উটের উপর বসিয়ে রওনা হয়ে গেল। পরে আমি হার নিয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। ফলে আমার গায়ের চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করে সেখানেই পড়ে থাকলাম। আর চিন্তা করতে লাগলাম, সামনের দিকে গিয়ে লোকেরা যখন আমাকে দেখতে পাবে না, তখন আমাকে তারা তালাস করতে নিজেরাই ফিরে আসবে। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালবেলা সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সুলামী যেখানে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সেখানে এসে পৌঁছালেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি চিনতে পারলেন। কেননা পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখে (এ সাহাবী বদর যুদ্ধে যোগদানকারীদের

একজন ছিলেন। সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা তাঁর অভ্যাস ছিল। এজন্য তিনিও সৈন্যদের অবস্থানের কোনো একস্থানে পড়ে ঘুমাচ্ছিলেন। আর এখন ঘুম হতে উঠে মদীনা যাত্রা করেছিলেন)। আমাকে দেখে তিনি উট থামালেন এবং বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁর মুখে উচ্চারিত হল 'ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন'।

রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর বেগম এখানে রয়ে গেছেন — এ শব্দ কানে যেতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসে চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে ফেললাম। তিনি আমার সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না। তিনি তাঁর উট এনে আমার সামনে বসিয়ে দিলেন, আর নিজে দূরে সরে দাঁড়ালেন। আমি উটের উপর উঠে বসি। তিনি লাগাম ধরে হেঁটে রওনা হলেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরলাম যখন তাঁরা এক সাথে গিয়ে থেমে ছিলেন মাত্র আমি যে পিছনে রয়ে গিয়েছি, তা তাঁদের কেউ জানতেও পারেননি। এ ঘটনার উপর মিথ্যে দোষারোপের এক পাহাড় রচনা করা হল। যারা এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিল, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই-ই ছিল সকলের অপেক্ষা অগ্রসর। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কী কী কথা বলা হচ্ছে আমি তার কিছুই জানতে পারিনি। মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রায় এক মাসকাল আমি শয্যাশায়ী হয়ে থাকি। শহরের সর্বত্র এ মিথ্যে খবর উড়ে বেড়াচ্ছিল। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর কানে পৌঁছাতেও দেরী হয়নি। কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারিনি। একটি জিনিস অবশ্য আমার মনে লাগছিল তা এই যে, অসুস্থ অবস্থায় সাধারণতঃ রসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যে রকম গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, এবারে তিনি আমার প্রতি তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি ঘরে আসতেন, ঘরের লোকদের শুধু জিজ্ঞাসা করতেন, ও কেমন আছে? আমার সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, কোন কিছু ঘটেছে হয়তো। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট হতে অনুমতি নিয়ে আমি আমার মায়ের নিকট চলে গেলাম, যেন মা আমার দেখাশুনা ভালোভাবে করতে পারেন। একবার রাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মদীনার বাইরে গেলাম। তখনকার সময় পর্যন্ত আমাদের সব ঘরে পায়খানা নির্মিত হয়নি। আমরা প্রয়োজনে বন-জঙ্গলেই যেতাম। আমার সঙ্গে মিস্তাহ্ ইবনে উমাসার মাও ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার পিতার খালাতো বোন। পথিমধ্যে তিনি আঘাত পান। সহসাই তাঁর মুখ হতে বের হল — ধ্বংস হোক মিস্তাহ। আমি বলালম ঃ তুমি কি রকম মা? নিজের পুত্রের ধ্বংস কামনা কর। আর পুত্রও এমন যে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তিনি বললেন, হে মেয়ে! তুমি কি কোনই খবর রাখো না? অতঃপর তিনি সমস্ত কাহিনী আমাকে বললেন, মিথ্যাবাদীরা আমার সম্পর্কে কী কী বলে বেড়াচ্ছিল, তা সবই শুনালেন। মুনাফেকরা ছাড়া স্বয়ং মুসলিমদের মধ্য হতে যারা এ মিথ্যার অভিযানে শরীক হয়েছিল, তাদের মধ্যে মিস্তাহ, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাস্সান ইবনে সাবেত ও যয়নব রাযিয়াল্লাহু আনহা এর বোন হামনা বিন্তে জাহাশ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ কাহিনী শুনে আমার রক্ত পানি হয়ে গেল। যে জন্য এসেছিলাম সে প্রয়োজনের কথাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে চলে গেলাম এবং সারা রাত কেঁদে কাটালাম। আমার অনুপস্থিতিকালে রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আলী ও উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম কে ডাকলেন এবং তাঁদের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। উসামা আমার পক্ষে ভালো কথাই বললেন। বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম! আপনার স্ত্রীর মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু কখনো দেখতে পাইনি। যা কিছুই বলে বেড়ানো হচ্ছে তা সবই পরিস্কার মিথ্যে কথা। রচিত অভিযোগ মাত্র। আর আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম! আমাদের সমাজে মহিলার কোনো অভাব নেই। আপনি এর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। আর প্রকৃত ব্যাপার যদি জানতে চান, তাহলে খাদেম মহিলা দ্বারা অবস্থা জেনে নিতে পারেন। খাদেম মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহ পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে খারাপ কিছুই দেখিনি, যে সম্পর্কে আপত্তি করা যেতে পারে, দোষ শুধু এতটুকুই দেখেছি যে, আমি আটা মেখে রেখে যেতাম। আর বলতাম, বিবি একটু দেখবেন। কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন আর তৈরি আটা ছাগলে এসে খেয়ে যেত।

এ ঘটনার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না বলে ঐ দিনই রসূলুল্লাহ্ মিম্বারে উঠে জনগণকে সম্বোধন করে বলেন — কে এমন আছ যে আমাকে ঐ ব্যক্তির অনিষ্ট ও কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারে, যে আমাকে কষ্ট দিতে দিতে ঐ কষ্ট আমার পরিবার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে? আল্লাহ্র শপথ! আমার জানা মতে আমার স্ত্রীর মধ্যে ভাল গুণ ছাড়া মন্দ গুণ কিছুই নেই। তার সাথে যে ব্যক্তিকে তারা একাজে জড়িয়ে ফেলেছে তার মধ্যেও সততা ছাড়া আমি

কিছুই দেখিনি। যে আমার সাথেই আমার বাড়িতে প্রবেশ করতো।

পরবর্তী ঘটনার সার নির্যাস হল, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর উক্ত ভাষণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আউস এবং খাজরাজ গোত্রের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা শুরু হল। যার পরিণতি স্বরূপ উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবার উপক্রম হল। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাদেরকে শান্ত করলেন।

অতঃপর মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি সালাম দিয়ে আমার পাশে বসলেন। বসেই তিনি তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন। অতঃপর বলেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে, যদি তুমি সত্যিই সতী-সাধ্ববী থেকে থাকো তবে আল্লাহ্ তাআলা তোমার পবিত্রতা ও সতীত্বের কথা প্রকাশ করে দিবেন। আর যদি প্রকৃতই তুমি কোনো পাপ কাজে জড়িয়ে থাকো তবে আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাওবাহ কর। আমি বললাম, আপনারা সবাই একটা কথা শুনেছেন এবং মনে স্থান দিয়েছেন। আর হয়তো ওটা সত্য বলেই মনে করেছেন। এখন আমি যদি বলি যে, আমি এই বেহায়াপনা কাজ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আল্লাহ্ তাআলা খুব ভাল জানেন যে, আমি আসলে এ পাপ থেকে সম্পূর্ণ রূপেই মুক্ত, কিন্তু আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। এখন আমার ও আপনাদের দৃষ্টান্ত তো সম্পূর্ণ রূপে ইউসূফ (আলাইহিস্ সালাম) পিতার ন্যায়। তিনি বলেছিলেন, ''সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল'' (সূরা ইউসূফ ১৮)। এমতাবস্থায় তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ শুরু হয়ে যায়। অহী অবতীর্ণ শেষ হলে সর্বপ্রথম তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, হে আয়েশা! তুমি খুশি হয়ে যাও। কারণ মহান আল্লাহ্ তোমার দোষমুক্ত হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ করেছেন (বুখারী হাঃ ২৬৬২, মুসলিম হাঃ ৭১৯৬)।

**উপসংহার ঃ** উক্ত ঘটনা থেকে উপলব্ধি করতে পারি যে, পরচর্চা-পরনিন্দা, অন্যের দোষ খুঁজা-খুঁজি করা, পরস্পর খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং সর্বোপরি কারোর নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার পরিণতি ও কুফল কত ভয়াবহ। মা আয়েশা যিনি নাবী পত্নী এবং পূত পবিত্রা ছিলেন; তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদের প্রতিক্রিয়ায় মুনাফিকরা তো বটেই, অন্যান্য মুমিন মুসলিমগণ এমনকী স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন ও সন্দেহে পড়ে গিয়েছিলেন। মিথ্যা অপবাদের কী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া? সৌভাগ্যবশতঃ আল্লাহ্ তাআলা এ মর্মে আয়াত অবতীর্ণ করে আয়েশার সতীত্ব প্রমাণ করেন। কিন্তু এখন আর আয়াত অবতীর্ণ হবে না। এখন কত শত সম্মানীয় ব্যক্তি পরচর্চা ও মিথ্যে অপবাদের স্বীকার। তাদের সত্যতা কীভাবে প্রমাণ হবে? বর্তমানে এই ধরণের মানুষরা বড়ই অসহায়। আসুন আমরা এই ধরণের ঘৃণ্য আচরণ পরিত্যাগ করি এবং সমাজ থেকে এই ব্যাধি দূরীকরণের চেষ্টা করি।

**গীবতের আওতা বহির্ভূত বিষয় ঃ** কিছু উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় আছে, যা করতে মানুষ বাধ্য হয় এবং সেগুলো গীবতের আওতায় পড়বে না। যথা —

১। কোনো মাযলুম অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এমন কোনো ব্যক্তি বা বিচারকের কাছে, তাঁর অত্যাচারের কথা ব্যক্ত করতে পারে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আল্লাহ্ কাহারও নিন্দাবাদ করাকে মোটেই পছন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন ও শোনেন (সূরা নিসা ১৪৮)।

২। কোনো মুফতির কাছে ফতুয়া জানার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বিশেষের দোষ বর্ণনা করা।

৩। বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর দোষ বা খুঁত উল্লেখ করা।

৪। হাদীসের সহীহ্- যয়ীফ তাহক্বীক (গবেষণা) এর ক্ষেত্রে রাবী বা বর্ণনাকারীর দোষ-গুণ বর্ণনা করা।

৫। তাগূতের বিরুদ্ধে বা এমন কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠানো, যাদের দ্বারা ধর্মহীনতা এবং শির্ক ও বিদআতের প্রচার-প্রসার ঘটছে।

৬। এছাড়া সমাজ যাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন মানুষকে চিহ্নিত করা বা তাদের ব্যাপারে মানুষকে সজাগ করার জন্য তাদের দোষ তুলে ধরা। যেমন — চোর, ডাকাত, পকেট মার, খুনি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে গীবত থেকে সুরক্ষা দান করো — আমীন।

# ইমাম ও মুক্তাদি

## আব্দুল হাসিব বিন আবুল কাশেম

ইন্নাল হাম্‌দা লিল্লাহি অহদাহ্ অস্ স্বলাতু অস্‌সালামু আলা মাল্‌লা নাবিইয়া বা'আদাহ্ আম্মা বা'দ —

যখন একাধিক মুসল্লী একত্রিত হয়, তখন জামাআতে স্বলাত আদায় করা আবশ্যক হয়ে যায়। আর যখন জামাআতে স্বলাত আদায় করা আবশ্যক হয়ে যায়, তখন একজন ইমাম অবশ্যই অপরিহার্য। এখন আমাদের মুসলিম সমাজে ইমাম ও মুক্তাদি নিয়ে বিভিন্ন মসজিদে প্রশ্ন ওঠে, ইমাম কে হবে, ইমামকে কোথায় দাঁড়াতে হবে, মুক্তাদিকে ইমামের কতটা পেছনে দাঁড়াতে হবে ইত্যাদি। সুতরাং ইমাম ও মুক্তাদি সম্পর্কে এখানে কিছু কথা আলোচনা করা হলো।

**ইমাম কে হবে?** ইমাম কাকে নিযুক্ত করতে হবে বা ইমামতির হকদার কে বা কারা এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন —

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضى الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاْةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَ لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَ لَا يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهٖ عَلٰى تَكْرِمَتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ - رَوَاه مُسْلِمٌ وَ فِىْ رِوَايَةٍ لَهُ وَ لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ اَهْلِهٖ.

আবু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, ''মানুষের ইমামতি করবে সেই যে কুরআন ভাল পড়ে। যদি কুরআন পড়ায় সকলে সমান হয় তাহলে যে সুন্নাহ বেশি জানে। যদি সুন্নায়ও সমান হয়, তাহলে যে প্রথমে হিজরত করেছে সে। যদি হিজরতেও সমান হয়, তাহলে যে বয়সে বেশি। কোনো ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার সম্মানের আসনে না বসে তার অনুমতি ব্যতীত (মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে) কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পরিবারের যেন ইমামতি না করে" (মুসলিম হাঃ ২৯০, ৬৭৩, আবূ দাউদ হাঃ ৫৮২, নাসাঈ হাঃ ৭৮০, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ৯৮০, মিশকাত হাঃ ১১১৭, ইমামতি করা পরিচ্ছেদ)।

অত্র হাদীসটি থেকে ইমামতির জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি কে তা প্রমাণিত হল। এখন অত্র হাদীসের প্রেক্ষিতে স্বলাতের ইমামতি করার সময় দেখতে হবে যে কুরআন সব থেকে ভাল কে পড়তে জানে, যে ভাল কুরআন পড়তে জানে তাকে ইমামতি করতে হবে। কুরআন ভাল পড়ায় যদি সকলে সমান হয় তাহলে দেখতে হবে যে, সুন্নাহ (রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হাদীস) কে ভাল জানে। যদি সুন্নাহ (হাদীস) জানায় সমান হয় তাহলে যে প্রথমে হিজরত করেছে যদি হিজরতেরও সমান হয় তাহলে যে বয়সে বড় সে মানুষের ইমামতি করবে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের বেশির ভাগ মাসজিদে নির্ধারিত একজন ইমাম রয়েছেন উক্ত ইমামের উপস্থিতিতে তার তুলনায় ভাল কুরআন পড়তে পারেন এমন কোনো ইমাম উপস্থিত হলে সে ক্ষেত্রে করণীয় কী? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এক্ষেত্রে নির্ধারিত ইমামের তুলনায় অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তি হলেও সে ইমামতি করার জন্য নিজেকে দাবি রাখতে পারেনা কারণ আলোচ্য হাদীসাংশে বলা হয়েছে —

وَ لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَ لَا يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهٖ عَلٰى تَكْرِمَتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার সম্মানের আসনে না বসে তার অনুমতি ব্যতীত।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন —

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَحَدُهُمْ وَ اَحَقُّهُمْ بِالْاِمَامَةِ اَقْرَأُهُمْ

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, ''যখন তিন ব্যক্তি হবে তখন যেন তাদের মধ্য হতে একজন ইমাম হয়। ইমামতির সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সেই ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে অধিক বিদ্বান অথবা কুরআন অধিক ভাল পড়ে (সহীহ্

মুসলিম হাঃ ২৮৯, ৬৭২, নাসাঈ হাঃ ৭৮২, মিশকাত হাঃ ১১১৮, ইমামতি করা পরিচ্ছেদ)।

উপরোক্ত দুটি হাদীসই প্রমাণ করে যে, ইমামতির জন্য সর্বোত্তম যোগ্য ব্যক্তি হল কুরআন ভাল পড়তে পারা ব্যক্তি। সুতরাং যে ভাল কুরআন পড়তে পারে সে ইমামতি করার অধিক হকদার।

**বালক বা কিশোরের ইমামতি ঃ—** বালক বা কিশোরের ইমামতি জায়েয হবে। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন —

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ (رضى الله عنه) قَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرِّ النَّاسِ يَمُرُّبِنَا الرُّكْبَانُ نَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُوْنَ يَزْعَمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَهُ اَوْحٰى اِلَيْهِ كَذَا فَكُنْتُ اَحْفَظُ ذٰلِكَ الْكَلَامَ فَكَأَنَّمَا يُغْرٰى فِى صَدْرِىْ وَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَلُوْمُ بِاِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُوْلُوْنَ اُتْرُكُوْهُ وَ قَوْمَهُ فَاِنَّهُ اِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِىٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِاِسْلَامِهِمْ وَ بَدَرَابِىْ قَوْمِىْ بِاِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَ اللّٰهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوْا صَلوٰةَ كَذَا فِىْ حِيْنِ كَذَا وَ صَلوٰةَ كَذَا فِىْ حِيْنٍ كَذَا فَاِذَا حَضَرَتِ الصلوٰةُ فَلْيُوَذِّنْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّى لِمَا كُنْتُ اَتَلَقّٰى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُوْنِىْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَنَا ابْنُ سِتٍّ اَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ وَ كَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ اِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّى فَقَالَتِ اِمْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ اَلَا تَغُطُّوْنَ عَنَّا اِسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوْا لِىْ قَمِيْصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَىْءٍ فَرَحِىْ بِذٰلِكَ الْقَمِيْصِ.

আমর ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা লোক চলাচলের পাশে এক জলাধারের নিকটে বাস করতাম। আমাদের এখান দিয়ে আরোহী যাত্রিরা যাতায়াত করত। আমরা পথচারীদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম মানুষের কী হলো? (লোক জন কি বলে?) (আলোচিত) লোকটি কে? (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামে যে লোকটি নতুন দ্বীন প্রচার করছেন তাঁর সম্পর্কে তাদের কী খেয়াল?) তখন তারা বলত, সে ব্যক্তি মনে করে তাকে আল্লাহ্ নাবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তার প্রতি এরূপ অহী নাযিল করেছেন। তখন (তাদের কাছে শুনা) অহী বা বাণীটি আমি এমনভাবে মুখস্থ করে নিতাম, যেন তা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যেত, কিন্তু আরবগণ তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে (মুসলিমদের মক্কা) বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। আর তারা বলছিল যে, তাকে (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে) তার গোত্রের সাথে লড়তে দাও। যদি সে তার গোত্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে তা হলে বুঝব যে, সে সত্য নাবী। যখন মক্কা বিজয় সংঘটিত হলো, তখন সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করল (তাদের আগে কারা ইসলাম গ্রহণ করবে) আমার পিতা আমাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণের আগেই তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি যখন নিজ গোত্রে ফিরে আসলেন তখন বললেন — আল্লাহ্র কসম! আমি এক সত্য নাবীর কাছ হতে তোমাদের কাছে এলাম। তিনি বলে থাকেন এই স্বলাত এই সময় পড়বে, ঐ স্বলাত ঐ সময় পড়বে। যখন স্বলাতের সময় হবে যেন তোমাদের মধ্য হতে একজন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে ভাল কুরআন পাঠ করে সে যেন ইমামতি করে। তখন আমাদের গোত্রের লোকেরা চিন্তা-ভাবনা করল এবং দেখল, আমার চেয়ে বেশি কুরআন জানা আর কেউ নেই। কেননা আমি আরোহী পথিকদের কাছ হতে তা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। তখন লোকেরা আমাকে ইমাম বানিয়ে সম্মুখে দিল। অথচ তখন আমি ছয় সাত বছরের বালক মাত্র। তখন আমার গায়ে শুধু একটি চাদর ছিল। যখন আমি সাজদা করতাম তা শরীর হতে উপরের দিকে উঠে যেত। এটা দেখে গোত্রের একজন মহিলা লোকজনকে বলল, তোমরা কি তোমাদের ইমামের নিতম্ব আমাদের দৃষ্টি থেকে ঢাকবে না? তখন তারা কাপড় ক্রয় করল এবং আমার জন্য একটি জামা বানিয়ে দিল। এই জামা পেয়ে আমি যতটা আনন্দিত হয়েছি, এর পূর্বে আর কোনো কিছুতে এত আনন্দিত হইনি (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৪৩০২, আহমাদ হাঃ ২৩০,

ইবনে খুজায়মা হাঃ ১৫১২, মিশকাত হাঃ ১১২৬, ইমামতি করা পরিচ্ছেদ)।

অত্র হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বালক বা কিশোরের ইমামতি জায়েয বা বৈধ। যখন আমর ইবনে সালামা লোকদের ইমামতি করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ছয়-সাত বছর।

**অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি ঃ—** অন্ধ ব্যক্তিও ইমামতি করার হক রাখে। অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি নিয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। মত পার্থক্য থাকলেও সেগুলির অবশ্যই কোনোটিই গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ অন্ধ ব্যক্তির ইমামতির ব্যাপারে স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নির্দেশ আছে।

عَنْ اَنَسٍ (رضى الله عنه ) قَالَ اِسْتَخْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَ هُوَ اَعْمٰى.

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (তাবুক যুদ্ধে গমন কালে) সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম কে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের ইমামতি করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন অন্ধ'' (আবু দাউদ সনদ হাসান হাঃ ৫৯৫, মিশকাত হাঃ ১১২১, ইমামতি করা পরিচ্ছেদ)।

## ইমাম ও মুক্তাদির দাঁড়ানোর স্থান

**(ক) যদি একজন ইমাম ও একজন মুক্তাদি হয় তাহলে তার পদ্ধতি ঃ—** যদি স্বলাতে মাত্র দুজন উপস্থিত হয় তাহলে একজনকে ইমাম হতে হবে এবং ইমামকে বাম দিকে ও মুক্তাদিকে ডান দিকে দাঁড়াতে হবে।

**দলীল —**

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَاَخَذَ بِيَدِىْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ فَعَدَلَنِىْ كَذٰلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ اِلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''একদিন আমি আমার খালা উম্মুল মুমেনীন মায়মুনার রাযিয়াল্লাহু আনহা গৃহে রাত্রি যাপন করলাম। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাতে উঠলেন এবং স্বলাত পড়তে শুরু করলেন। আমিও তাঁর বাম পাশে স্বলাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁর পেছনের দিকে হাত বের করে আমার হাত ধরলেন এবং ঐভাবে পিছন দিক দিয়েই টেনে ডান পাশে নিলেন'' (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬৯৭, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৯২-৭৬৩, আবু দাউদ হাঃ ৬১০, তিরমিযী হাঃ ২৩২, নাসাঈ হাঃ ৮৪২, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ৯৭৩, দারেমী হাঃ ১২৪৪, আহমাদ হাঃ ২৪৯, মিশকাত হাঃ ১১০৬, ইমাম ও মুক্তাদীর দাঁড়ানোর স্থান পরিচ্ছেদ)।

**(খ) যদি দুই বা ততোধিক মুক্তাদি হয় তাহলে তাঁর পদ্ধতি ঃ—** যদি একাধিক মুসল্লী উপস্থিত থাকে তাহলে ইমাম সাহেবকে সামনে ও মুক্তাদীকে ইমামের পিছনে দাঁড়াতে হবে।

দলীল ঃ—

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىْ فَجِئْتُ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَاَدَارَنِىْ حَتّٰى اَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهٗ.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম স্বলাতের জন্য দাঁড়ালেন আর আমি এসে তা বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে ঘুরিয়ে নিলেন এবং আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে এনে দাঁড় করালেন। অতঃপর জাব্বার ইবনে সাখর রাযিয়াল্লাহু আনহু এলো এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর বাম পাশে দাঁড়াল। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের দুজনেরই হাত ধরলেন এবং আমাদের উভয়কে পেছনে সরিয়ে তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন'' (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৮১, ৭৬৩, ৩০১০, ইবনে হিব্বান ৫৭৩, সারহুম সুন্নাহ্ হাঃ ৮২৭, বায়হাকী হাঃ ২৩৯, মিশকাত হাঃ ১১০৭, ইমাম ও মুক্তাদির দাঁড়ানোর স্থান পরিচ্ছেদ)।

**(গ) যদি ইমামের সাথে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হয় তাহলে তার পদ্ধতি ঃ—** যদি ইমামের সাথে এক বা ততোধিক পুরুষ উপস্থিত হয় এবং মাত্র একজন মহিলা হয় তাহলে উক্ত

**(ঘ) একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হলে তার পদ্ধতি**
ঃ— একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হলেও জামাআত করে স্বলাত আদায় করা জায়েয। ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন

بَابُ اِمَامَةِ الْعَبْدِ وَ الْمَوْلٰى كَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ وَ وَلَدِ الْبَغِيِّ وَ الْاَعْرَابِيِّ وَ الْغُلَامِ الَّذِىْ لَمْ يَحْتَلِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَؤُمُّهُمْ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ.

আয়েশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা এর গোলাম যাকওয়ান কুরআন দেখে কিরাআত পড়ে আয়েশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা এর ইমামতি করতেন, যেনার বাচ্চা, গ্রাম্য মানুষ এবং নাবালক বাচ্চার ইমামতি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর হাদীস ''তাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র কিতাব অধিক জানে সে তাদের ইমামতি করবে (বুখারী, অধ্যায়ঃ গোলাম, আযাদকৃত গোলামের ইমামতি)।

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ صَلّٰى بِنَا.

আয়েশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন মাসজিদ থেকে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে স্বলাত পড়াতেন (মুসতাখরেজুল ইসমাঈলী কামা ফি তালখিসিল হাবীর হাঃ ৩৮)।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হলেও একত্রে জামাআতে স্বলাত জায়েয তবে প্রশ্ন থাকে যে দাঁড়াবার পদ্ধতি কেমন হবে? এক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ইমামের সাথে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হলে যেমন ইমামের ডান পাশে পুরুষ ও পেছনে মহিলাকে দাঁড়ানোর নির্দেশ রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে একজন মহিলা হলে তাকে ইমামের পেছনেই দাঁড়াতে হবে। ইমাম সাহেবের পাশে দাঁড়ানো জায়েয নয়।

মনে রাখতে হবে যে, মহিলা, পুরুষের ন্যায় ইমামের সাথে দাঁড়াবেনা বরং ইমামের পেছনে দাঁড়াবে কেননা একজন মহিলাও সম্পূর্ণ কাতারের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন অর্থাৎ একজন মহিলা একটা কাতারের অন্তর্ভুক্ত এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মহিলাকে তাঁদের পেছনে দাঁড়াতে হবে যদিও পুরুষদের ডানে ও বামে জায়গা ফাঁকা থাকে এ ব্যাপারে তিনটি বিশুদ্ধতম হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

**প্রথম হাদীস ঃ**

قُمْتُ اَنَا وَ الْيَتِيْمُ وَرَائَهُ وَ قَامَتِ الْعَجُوْزُ مِنْ وَّرَائِنَا.

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আমি এবং এক ইয়াতিম বাচ্চা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর পেছনে (স্বলাতে) দাঁড়িয়েছিলাম এবং একজন বৃদ্ধা মহিলা আমাদের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন'' (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৮৬০, আযান অধ্যায়)।

**দ্বিতীয় হাদীস ঃ**

عَنْ اَنَسٍ (رضى الله عنه) قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَ يَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَ اُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি এবং এক অনাথ আমাদের ঘরে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর পেছনে স্বলাত পড়েছি। আর (আমার মাতা) উম্মে সুলাইমও আমাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়েছেন (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৭২৭, মুসলিম হাঃ ৭২৭, মিশকাত হাঃ ১১০৮, ইমাম ও মুক্তাদীর দাঁড়ানোর স্থান পরিচ্ছদ)।

**তৃতীয় হাদীস ঃ**

عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِهٖ وَ بِاُمِّهٖ اَوْ خَالَتِهٖ قَالَ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَ اَقَامَ الْمَرْاَةَ خَلْفَنَا.

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''একদা নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁকে এবং তাঁর মাকে অথবা তার খালাকে স্বলাত পড়ালেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন এবং মহিলাদেরকে আমাদের পেছনের সারিতে দাঁড় করালেন'' (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৬৬০, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ৯৭৫, নাসাঈ হাঃ ৮৬, আবূ আওয়ানা হাঃ ৭৫, আহমাদ হাঃ ২৫৮, বায়হাকী হাঃ ১০৬, মিশকাত হাঃ ১১০৯, ইমাম ও মুক্তাদির দাঁড়ানোর স্থান পরিচ্ছদ)।

উপরোক্ত তিনটি হাদীসই প্রমাণ করে যে, মহিলা একজন হোক অথবা একাধিক হোক মহিলাদেরকে পুরুষের পেছনের সারিতে দাঁড়াতে হবে। পুরুষের সারিতে জায়গা খালি থাকলেও সেখানে দাঁড়ানো জায়েয নয়।

صَلَّيْتُ اَنَا وَ يَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَ اُمِّىْ اُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ''আমি এবং এক ইয়াতিম বাচ্চা আমাদের ঘরে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পেছনে স্বলাত পড়েছি আর আমার মা উম্মে সুলাইম আমাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়েছেন'' (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৭২৭, আযান অধ্যায়, মুসলিম হাঃ ৬৫৮, মিশকাত হাঃ ১১০৮, ইমাম ও মুক্তাদির দাঁড়ানোর স্থান পরিচ্ছেদ)।

**ইমামের কর্তব্য ঃ** যখন ইমাম সাহেব স্বলাত পড়াবেন তখন ইমাম সাহেবের ওপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে সেগুলো লক্ষ রাখতে হবে। হাদীসে এসেছে —

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامٍ قَطُّ اَخَفَّ صَلوٰةً وَ لَا اَتَمَّ صَلوٰةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَ اِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ اَنْ تُفْتَنَ اُمُّهُ.

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অপেক্ষা কোনো ইমামের পেছনে এত সংক্ষেপ অথচ এত পরিপূর্ণ স্বলাত কখনও পড়িনি (তাঁর এ অভ্যাস ছিল যে) যখন তিনি (স্বলাতের মধ্যে থেকে) কোনো শিশুর ক্রন্দন শুনতেন, তখন তার মা উদ্বিগ্ন হবে এ আশঙ্কায় স্বলাত সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন'' (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৭০৮, মুসলিম হাঃ ১৯০-৪৬৯, মিশকাত ১১২৯, ইমামের কর্তব্য পরিচ্ছেদ)।

عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ (رضى) اَنَّ رَجُلًا قَالَ وَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَتَأَخَّرُ عَنْ صَلوٰةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَ الْكَبِيْرَ وَ ذَا الْحَاجَةِ.

(তাবেয়ী) কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আবু মাসঊদ আনসারী (সাহাবী) আমাকে বলেন, এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর কাছে আরজ করল, হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম, আল্লাহ্র কসম! আমি অমুকের কারণে ফজরের স্বলাতে খুব বিলম্ব করে ফেলি। কারণ সে আমাদেরকে খুব দীর্ঘ স্বলাত পড়ায়। (রাবী বলেন এই নালিশের পরে) সেদিন আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে ওয়াজে এত রাগান্বিত দেখেছি যে, এরূপ আর কখনও দেখিনি। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বলাতকে দীর্ঘায়িত করে মানুষকে (জামাআতের প্রতি) বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। অতঃপর বলেন, তোমাদের যে কেউ কোনো মানুষকে যে কোনো স্বলাতই পড়াক না কেন সে যেন স্বলাত সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোক থাকে'' (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৭০৪, মুসলিম হাঃ ৪৬৬-১৮২, মিশকাত হাঃ ১১৩২, ইমামের কর্তব্য পরিচ্ছেদ)।

অত্র হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, যখন ইমাম সাহেব মুক্তাদিদেরকে নিয়ে স্বলাত আদায় করবেন, তখন ইমাম সাহেবকে মুক্তাদির বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। প্রয়োজনে স্বলাতকে সংক্ষেপ করে ফেলতে হবে। যাতে স্বলাত সম্পাদনকারী বিরক্ত হয়ে স্বলাত পরিত্যাগ না করে ফেলে। তবে একাকী স্বলাত সম্পাদনকারীর বিষয়টি ইচ্ছাধীন, স্বলাতে কিরাত দীর্ঘায়িত করতে পারে আবার সংক্ষেপও করতে পারে। কেননা সহীহ্ বুখারীতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে —

وَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

আবু হুরাইরা বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, ''আর যখন তোমাদের কেউ একাকী স্বলাত পড়ে, তখন সে যে পরিমাণ ইচ্ছা দীর্ঘায়িত করতে পারে'' (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৭০৩, মুসলিম ১৮৩, মিশকাত হাঃ ১১৩১, ইমামের কর্তব্য পরিচ্ছেদ)।

মহান আল্লাহ্ যেন ইমাম ও মুক্তাদি কেন্দ্রিক আলোচ্য বিষয়টি আমাদের বোঝার ও তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করেন — আমীন।

# পেশাদার বক্তাগণের যুগে যুগে প্রতারণা

## খলিলুর রহমান সালাফী

হাদীস গড়ার ব্যাপারে পেশাদার ওয়ায়েয্ এবং বক্তাগণের এক বিরাট ভূমিকা ও বিশেষ হাত রয়েছে। এই মহাশয়গণ এক ক্ষতিসাধক ঘৃণ্য কর্মে (যুগে যুগে) পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এদের উদ্দেশ্য একমাত্র সাধারণ মানুষের মাঝে খ্যাতি ও মর্যাদা অর্জন এবং দুনিয়া কামানো।

এছাড়া মানুষের অন্তরে নিজেদের বক্তব্যের মূল রোপণ করা ও তাদের অন্তরে তাদের গুরুত্ব তৈরি করা। যাতে মানুষেরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এরা বড়ই ধূর্ত ও চালাক এবং অতিব চতুর ও বটে। এরা মানুষের আত্মগ্রাহী, ট্রিটমেন্টকারী হন। মানুষের পছন্দ নিয়ে ও হৃদয়গ্রাহী চাহিদা অনুযায়ী বক্তব্যের গুচ্ছমালা তৈরি করেন এবং তাদের জন্য এমন এমন ঘটনাবলী রোম্যান্টিকরূপে পরিবেশন করেন যা মনগ্রাহী ও অতিব চমৎকৃত হয় ও মানুষ মোহিত হয়ে শুনেন।

এদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এমন এমন অচেনা, অজানা ঘটনাবলি লুপ্ত থাকে যা মানুষেরা খুব মন ও প্রাণ দিয়ে শুনেন এবং ইশ্-ইশ্ করে বাহুবা ও উৎসাহ দেন। শুধু তাই নয় এমন এমন আশ্চর্যজনক গড়া হাদীসের বর্ণনা উপস্থাপন করেন যার কারণে মানুষ তাদের পাণ্ডিত্যের পক্ষপাতিত্ব করতে বাধ্য হন।

ফলে এই সমস্ত শ্রোতাদের কাছে বড় বড় মুহাদ্দিস, মুফাস্সির এবং বিরাট মুহাক্কিক বিদ্বানদের কদর ও মর্যাদা হ্রাস হয়। এই ব্যাপারে মুহাদ্দিস আব্দুল হাই লখনৌবী (রহঃ) বলেন—

قوم حملهم على الوضع قصد الاغراب و الاعجاب و هو كثير فى القصاص و الوعاظ الذين لا نصيب لهم من العلم و لا حظهم من الفهم.

অর্থাৎ কিছু এমন সম্প্রদায় আছে যাদের হাদীস গড়ার ব্যাপারে আশ্চর্য ও অচেনা বর্ণনা উৎসাহিত করে, এরাই ঐ দলের লোক যারা বেশির ভাগই কিস্‌সা কাহিনী এবং সেই বক্তাগণ যাদের বিদ্যায় ও জ্ঞান গরিমায় কোনও অংশ নেই। অর্থাৎ তারা বেশির ভাগই মুর্খই হোন (দেখুন অল্ আসারুল মারফূআহ্ পৃঃ নং ১৩)।

**বক্তা ও কাস্সাসদের হাদীস গড়ার সূচনা**

তাবেয়ীনদের শেষ যুগ হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং আগামীতেও বন্ধ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই (দেখুন ঃ যয়ীফ আওর মাওযূ রিওয়াইয়াত ৪৪ নম্বর পৃঃ)। হাফেয ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, কাহিনী বর্ণনাকারী মহাশয়গণ নিজেরাই হাদীস গড়েন অতঃপর তা সবল বর্ণনাকারী রাবীর নাম দিয়ে বর্ণনা করে দেন। তখন শ্রবণকারীগণ সময়ে সময়ে তাদের থেকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনাগুলি গ্রহণ করেন যার ফলে সেই আশ্চর্য বর্ণনাগুলি মানুষের হাতে পৌঁছে যায় এবং মানুষেরা ক্রমে ক্রমে উক্ত বর্ণনা এক অপরের মধ্যে প্রচার করে দেন।

ইবনু হিব্বান (রহঃ) তাদের ব্যাপারে আরো বলেন যে, যখন এরা কোনও জামে মাসজিদ, গোত্রীয় সভায় এবং অন্য সমাজের মাঝে থাকেন তখন নির্দিধায় ও বড় দাপটের সঙ্গে হাদীস পড়ে শুনান (দেখুন ঃ কিতাবুল মাজরূহীন ৮৫, ৮৮)। তারা মানুষের সামনে এমন এমন হাদীসের ঘটনা বর্ণনা করে থাকেন যা দ্বারা সাধারণ জনগণ উল্লাসিত ও উৎসাহিত হয়ে না" রাবাযী করতে বাধ্য হন। যেমন জালসা জলূসে তাদের ব্যাপারে বলা হয় থাকে অমুক মওালানা সাহেব জিন্দাবাদ। এই সমস্ত মাওলানা ও বক্তা দ্বারা ইসলামী তাবলীগের কাজ ও খেদমত মনে হয় হতে পারে বলে ভাবা যেতে পারে কিন্তু বেশির ভাগ শরীয়তের সঠিক ধারণার প্রতি বেশরীয়তী ধারণার গড়মিলই হতে দেখা গেছে।

এই সমস্ত বক্তাদের জনসাধারণের নিকটে কত বেশি গুরুত্ব রয়েছে ইমাম আবু হানীফাহ্ (রহঃ) এর একটি ঘটনা দ্বারা অনুভব করা যাক।

একদা ইমাম আবু হানীফাহ্ (রহঃ) এর আম্মাজান একটি ফতওয়ার সম্মুখীন হয়ে পড়েন। সেই ফতওয়াটির সমাধান তাঁর ছেলে যুগ শ্রেষ্ঠ ইমামে আযাম করে দেন। কিন্তু মাতাজান তাতে তৃপ্ত না হতে পেরে ছেলেকে বলেন যে, আমাকে যুরআহ্ (একজন বক্তা) এর নিকটে নিয়ে চল আমি ফতওয়াটি তাকেই জিজ্ঞাসা করব।

তিনি মাতার অনুরোধে বক্তা যুরআহ্ এর নিকটে নিয়ে আসেন এবং বক্তা যুরআহ্‌কে বলেন যে, দেখুন ইনি আমার আম্মা। ইনি আপনাকে একটি ফতওয়া দিজ্ঞাসা করতে এসেছেন।

বক্তা যুরআহ্ এ শুনামাত্রই বলেন যে, আপনি মাতাকে নিজেই ফতওয়াটি বলে দিন। আপনিই তো আমার চেয়ে অনেক

বড় বিদ্বান ও দেশের একজন বড় ইমাম। ইমাম সাহেব তাকে বলেন যে, পরিতাপের বিষয় যে, উনি আমার বলে দেওয়া ফতওয়াটিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি তাই আপনার নিকটে এসেছেন।

তখন যুরআহ্ ইমাম সাহেবের মাতাকে লক্ষ্য করে বলেন যে, ইমাম সাহেব যে ফতওয়াটি আপনাকে প্রদান করেছেন সেটাই সঠিক। অতঃপর তাঁর মা সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে এলেন (দেখুন ঃ কিতাবুল কাস্সাস অল মুযাক্কিরীন ১০৮ পৃঃ)।

এ রকম আরো একটি ঘটনা প্রায় ১৯৮৪ সালের কথা। জামিআহ্ রহমানিয়াহ্ ফারূকাবাদে একটি কনফারেন্স চলছিল। আসর স্বলাতের পরে একটি ঘরে কিছু ওলামার দল বসেছিলেন। সেখানে মাওলানা আবু আনাস মুহাঃ ইহ্য়্যা বসেছিলেন। ইতিমধ্যে একজন লোক মাওলানা সাহেবের নিকটে এসে বসে পড়েন এবং বলেন যে, আমি সারগোধা জেলা হতে একটি শরয়ী মস্‌লা জানার উদ্দেশ্যে এসেছি। মসলাটি এই যে, যদি কোনও বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর বিনা কান্নায় মৃত্যু বরণ করে তবে তাকে গোসল দিতে হবে কি?

তিনি তাঁকে সেই ফতওয়াটি শায়খুল হাদীস আব্দুল্লাহ্ ঝালখান আল ফায়সালাবাদী (রহঃ) এর নিকটে জানার জন্য ইঙ্গিত করেন এবং বলেন যে, ইনিই আমাদের জামাআতের একজন বড় আলমে, মসলাটি তাঁকেই আপনি জিজ্ঞাসা করুন।

তখন লোকটি বলে উঠলেন, না, আমি অমুক বক্তার (তার নাম নিলেন) কাছে ফতওয়া জানতে এসেছি, আমি তাঁর কাছেই মসলাটি জানব।

এই বলে তাঁকে সেই মজলিস হতে চিহ্নিত করেন এবং তাঁকে গিয়ে মসলাটি জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাঁকে ফতওয়াটি দিতে অক্ষম হলেন। পরিশেষে তাঁকে বলেন যে, আপনি আমাকে আপনার নাম ঠিকানা, পোষ্ট নম্বর লিখে দিন আমি অমুক মুফতী সাহেবকে মসলাটি জিজ্ঞাসা করে আপনাকে চিঠি দ্বারা লিখে পাঠিয়ে দেব (যয়ীফ ও মাওযূ রিওয়ায়েত ৪৫ হতে ৪৬ পৃঃ পর্যন্ত)।

পাঠকবৃন্দ! এই সমস্ত বক্তাগণের সাধারণ মানুষের নিকটে কত গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা তা বুঝতেই পারলেন।

যদি কোনও সুদক্ষ আলেম, ওলামা এদের অজ্ঞতার আবরণ প্রকাশ করার চেষ্টা করেন তবে উলটো ভাবে তাদের সাধারণ জনগণের নিকটে ভর্ৎসনা ও মার, মারমুখীর শিকার হতে হয়। এই ব্যাপারে ইমাম শা'বী (রহঃ) এর একটি ঘটনা পড়ুন।

ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন যে, আমি একদা স্বলাত আদায় করার জন্য একটি মাসজিদে প্রবেশ করি এবং সেখানে দেখি যে, একজন বুযুর্গ ব্যক্তি বসে আছেন এবং তাঁর চারপাশে ভীড় জমে আছে। তিনি তাদের সামনে তাঁর বক্তব্য ও ভাষণ চালাচ্ছিলেন তার মধ্যে তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, আমি অমুক হতে তিনি অমুক হতে এইভাবে উনি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করেন —

ان اللّٰـه خـلق صورين له فى كل صور نفختان نفخة الصعق و نفخة القيامة.

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা দুটি সুর সৃষ্টি করেন এবং প্রত্যেকটি সুরের মধ্যে দুটি করে ফুঁক আছে। একটি ফুঁক হচ্ছে মৃত্যুর এবং আরেকটি ফুঁক হচ্ছে কিয়ামত কায়েম হওয়ার।

ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন, এ কথা শুনামাত্রই আমি তার নিকটে পৌঁছায় এবং তাকে সর্তক করে বলি, হে বৃদ্ধ! এমন ভুল বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, এটা মিথ্যাচার। আল্লাহ্ তাআলা তো মাত্র একটা সুর সৃষ্টি করেন এবং দুটি ফুঁক, একটি মৃত্যুর ফুঁক এবং আরেকটি কিয়ামত কায়েম হওয়ার ফুঁক।

এ শুনা মাত্র বৃদ্ধ বক্তা বলে উঠলেন ও দুষ্টু! আমাকে অমকু অমুক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন আর তুমি আমার এই বর্ণনাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছ? বলে নিজের পায়ের জুতা খুলে আমাকে মেরে বসল।

এবার তার শ্রোতা ও ভক্তরাও আমাকে মারতে আরম্ভ করল। আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মারতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ভুল স্বীকার না করলাম (আল্ মাওযূআতুল কাবীর ১৮ পৃঃ)।

এমনই এক ঘটনা প্রায় ২০০০ সালের পরে স্বয়ং আমার সঙ্গেই ঘটেছিল। মালদা শহরের পাশে যদুপুর এলাকার কেচুয়াহী গ্রাম। আমি একটি জুম্মা মাসজিদের সংলগ্ন এক মাদ্রাসায় শিক্ষক ছিলাম এবং সে জামে মাসজিদে ইমামতিও করতাম। বৎসর শেষে মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে জালসার তারিখ অনুষ্ঠিত হল। প্রধান বক্তা ছিলেন বক্তা সম্রাট গোলাম আহমাদ মুর্তাযা সাহেব যাঁকে সেই যুগে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ৫০০০ টাকা নগদ ক্যাশ দিয়ে আসা হয়েছিল এবং এক হাজার টাকা জালসার শেষে দেওয়া হয়েছিল।

বৃষ্টি হওয়ার ফলে জালসায় সে রকম কিছু চাঁদা না হওয়া

সত্বেও তিনি শেষে এক হাজার টাকা পিড়াপিড়ি করে কমিটির নিকট হতে আদায় করেছিলেন এটা আমার জানা। অথচ তিনি বক্তব্য দিতে পুরোপুরি পাননি।

আর একজন বক্তা আব্দুল জাব্বার মুর্শিদাবাদের উপস্থিত ছিলেন। আমি জালসার সভাপতিত্ব করছিলাম। বক্তা আব্দুল জাব্বার সাহেব মাদ্রাসার শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ক বক্তব্যে মাওযূ (জাল) হাদীস পাঠ করেন। আমি শেষে উক্ত মাওযূ হাদীস —

اطلبو العلم و لو كان بالصين.

অর্থাৎ তোমরা সুদূর চীন দেশেও গিয়ে হাদীস শিক্ষা কর। তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় এবং পরিমার্জিত ভাবে ভয়ে ভয়ে (হাদীসটি) মাওযূ বলে আলোকপাত করি। আর কিছু ভুলের সংশোধন করি। এরপর বক্তা আব্দুল জাব্বার সাহেব চরম ক্ষিপ্ত হয়ে দ্বিতীয়বার মাইক ধরে জনগণের সামনে হাউ মাউ শুরু করায় জনগণ আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে হইচই, মার ধর বলে চিৎকার আরম্ভ করে, অবশেষে কমিটির অনুরোধে চিৎকার বন্ধ হলে দ্বিতীয় বার জালসা আরম্ভ হয়। তারপর বক্তা সম্রাট বক্তব্য শুরু করলে বৃষ্টি হয়ে জালসা বন্ধ হয়ে যায়।

আজও এমন ঘটনা সামনে আসে। কোনও বক্তার ভুল ত্রুটির সংশোধনকারী ব্যক্তিকে হোক সে যতই বড় শায়খুল মাশায়িখ, যতই বড় সে হোক না কেন দার্শনিক আলেম, সাধারণ মানুষ এদের পদ ও মর্যাদা না বুঝার কারণে ক্ষমা করে না।

সেই সমস্ত বক্তা, কাউয়াল, গাল গল্পবাযদের মুখরোচক ভাষণে, গজলে, শের শায়েরীতে, ছন্দ, পয়ারে ও বানাওয়াট কিস্সা কাহিনীতে জাল (বানাওয়াট) দুর্বল (যয়ীফ) বর্ণিত হাদীসে এবং ইসরাঈলী বর্ণনা দ্বারা আজ সাধারণ জনগণ মুগ্ধ হয়ে সংশোধনকারী সত্যবাদী সুদক্ষ আলেমগণকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখছেন।

আল্লামাহ্ ইবনুল কাইউম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ''এই সমস্ত বক্তাদের জন্য ঘৃণ্য বিদ্‌আত দিন দিন বেড়েই চলেছে এরা তাদের কর্ম দ্বারা ও বক্তব্য দ্বারা সমাজে অনাচার ডেকে আনছেন'' (কিতাবুলব কাস্সাস অল মুয়াক্কিরীন ৯৩ পৃঃ)।

ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন, ''এরা সাধারণত মূর্খ ও অজ্ঞই হন এবং অজান্তে তাঁদের লিখনিতে মনগড়া বর্ণনা লিপিবন্ধ করেন বসেন এবং বিনা তত্ত্বে ও গবেষণায় লোকদের মাঝে পরিবেশন করেন, কখনো হাসান বাস্বারীর এবং কখনো সোরায় সাক্বত্বীর কথাকে রসূলের হাদীস বলে পেশ করেন।'' ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন , ''কেস্সা কাহিনী বর্ণনাকারীগণ সর্বাধিক মিথ্যুক'' (কিতাবুল কাস্সাস ১০০ পৃঃ)।

এমনই মন্তব্য করেন, মুহাম্মাদ কাসীর আস্ স্বালআনী (রহমাতুল্লাহহি আলাইহি)। তিনি বলেন —

هم اكذب الخلق على الله و على انبيائه.

অর্থ ঃ এরাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তার নাবীদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে।

এইজন্যই মুহাদ্দিসীন এদের উপরে তীক্ষ্ণ ও কড়া নজরদারী রাখতেন এবং তাদের হতে হাদীস বাঁচিয়ে রাখতেন যাতে করে দ্বীন এদের খপ্পর হতে নিরাপদে থাকে।

আবু ত্বায়ালিসী (রহঃ) বলেন, ''আমি একদা ইমাম শু'বা (রহঃ) এর সঙ্গে ছিলাম ইতিমধ্যে তাঁকে একজন যুবক কোনও একটি হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে বসে, তখন ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কিস্সা বর্ণনাকারী? উত্তরে বলে, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে বলেন, আমি কাহিনী বর্ণনাকারী ব্যবসিকদের হাদীস শিখায় না ও বর্ণনা করি না।''

আব্দুল অলীদ সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কেন? ইমাম সাহেব বলেন —

يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلونه ذراعًا.

অর্থাৎ এই সমস্ত বক্তারা আমাদের (মত ইমামদের) হতে এক বিঘত পরিমাণের হাদীস গ্রহণ করে এবং সেই এক বিঘত পরিমাণের হাদীসকে এক হাত পরিমাণ বাড়িয়ে বর্ণনা করে (কিতাবুল কাসাস ১০২ পৃঃ)। তার একথা বাস্তবিকই এরা তিলকে তাল এবং তালকে পাড়া বানাতে খুবই পটু।

ইমাম আইউব (রহঃ) বলেন —

ما افسد على الناس حديثهم الا القصاص.

অর্থাৎ গাল-গল্প-কাহিনীবাযরাই মানুষের প্রতি তাদের হাদীস দূষিত করে ফেলেছে (কিতাবুল কাস্সাস ঐ পৃঃ)।

আল্লাহ্ তাআলা এমন গোলযোগ সৃষ্টিকারী বক্তা ও গজল গায়ক, কবি, পয়ার পটু, মওযূ, যয়ীফ এবং মনগড়াও ইসরাঈলী রেওয়াতে বর্ণনাকারীর ব্যাপারে বলেন —

الشعراءُ يتبعهم الغاؤون الم تر انهم فى كل وادٍ

يهيمون انهم يقولون ما لا يفعلون.

অর্থাৎ কবিগণ যাদের অনুসরণ করে চলে পথ ভ্রষ্টলোকেরা

(হে মুহাম্মাদ) তুমি কি তাদের দিকে দেখ না ওরা লক্ষ্যহীনভাবে প্রত্যেক ময়দানে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। অবশ্যই এরা এমন কথা (আমাল) বলে যা তারা নিজেরা করে না (সূরা আশ্ শুআরা ২২৪-২২৬ পর্যন্ত)।

তাফসীর আহ্সানুল বায়ানে এই আয়াত (২২৪) এর ব্যাখ্যায় শায়ের (কবির) এর বিষয়ে যা তা পড়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

শের ও কবিতায় বিশেষভাবে অতিরঞ্জিত করে তিলকে তাল করে শুধু খেয়ালী গল্পের গুচ্ছিত মালা গাঁথা ব্যাক্য ভরা থাকে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে এর ভিত্তি বেশীর ভাগ মিথ্যার প্রতি নির্ভরশীল হয়।

তাছাড়া কবি শুধু গাল গল্পেরই বাহাদুর হোন কোনও কর্মের গাযী ও বাহাদুর হোন না। এই জন্যই আল্লাহ্ তাআলা বলেন যে, আমি আমার রসূল কে শের (কবিতার) শিক্ষা দিইনি, শুধু তাই নয় তার উপরে কবিতার অহী পর্যন্ত করিনি, বরং তার চাহিদাও এমন তৈরি করেছি যে, তিনি কাব্য ও কবিতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন না। যার কারণে তিনি কারও কবিতা কখনো পাঠ করতে চেষ্টা করলে অধিকাংশ সঠিক ভাবে পাঠ করতে পারতেন না এবং অলংকারের ভারসাম্য ঠিক থাকত না, যার উদাহরণ হাদীসে পাওয়া যায়।

এই সতর্কতা এই জন্যই অবলম্বন করা হয়েছে যাতে অস্বীকারকারীদের প্রতি তাদের সমস্ত কাটহুজ্জতী ও তাদের সন্দেহের নিরসন করা সম্ভবপর হয় এবং তারা যেন এমন কথা না বলতে পারে যে, এই কুরআন মাজীদ এই মুহাম্মাদেরই আবৃত্তিকৃত কবিতা এবং গাল গল্পের নির্যাস। এই সমস্ত কবিদের ব্যাপারে কবি ও কাব্যের এবং সাহিত্যের বইগুলিতে অনেক ঘটনায় বিদ্যমান আছে।

কখনো এরা কবিতার যাদুতে রাজা বাদাশাহ্দের বড়ই ঘায়েল করে তাঁদের নিকট হতে স্বর্ণ মুদ্রা অর্জন করেছেন। কখনো তাঁদের রাজ প্রাসাদের উচ্চতার কথা তাঁদের সাজানো কবিতার দ্বারা এমনভাবে প্রশংসা করেছেন যার ফলে রাজা বাদশার স্বর্ণ মুদ্রা দিতে বাধ্য হন। কখনো তাদের স্ত্রীদের গলার হারের প্রশংসা করে তাঁদের উত্তেজিত করে সোনার হার লুন্ঠন করেন।

এসব ছিল যুগে যুগে কাব্য ও কবিতার যাদু ও মন্ত্র। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এদের ব্যাপারে অনেক কথায় ব্যক্ত করেছেন।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন —ان من البيان لسحرا নিশ্চয় কিছু কিছু বক্তব্যে যাদু রয়েছে (বুখারী হাঃ ৫৭৬৭)।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরও বলেন — هلك المتنطعون অর্থাৎ অতিরঞ্জিত ভাবে কথা রঞ্জিতকারীগণ ধ্বংস হোক। তিনি তিনবার বাক্যটিকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে বলেন (মুসলিম হাঃ ২২৫৬)।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, কোনো লোকের নোংরা কবিতা দ্বারা নিজ পেট পূরণ করার চেয়ে ঘৃণ্য পুঁজ দ্বারা পূরণ করা অনেক ভাল (বুখারী হাঃ ৬১৫৫, মুসলিম হাঃ ২২৫৭)।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভাবে আমার নিকটে কাল কিয়ামত দিবস বন্ধু হিসাবে গ্রহণযোগ্য এবং আমার অতি নিকটবর্তী হিসাবে আমার পাশে থাকার সুযোগ লাভ করবে যাদের চরিত্র সুন্দরতম হবে এবং আমার নিকটে সর্বাধিক ঘৃণিত এবং দূরত্বের ব্যবধানে তারাই থাকবে যারা তোমাদের মধ্যে কুচরিত্রবান হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, এরা ঐ সকল লোক যারা অতি বাকপটু ও কথার সাগর এবং গাল গল্পবায পণ্ডিতগণ। সাহাবার দল জিজ্ঞাসা করলেন, আল মুতা ফাইহিকূন বলতে কোন শ্রেণির লোক্কে বুঝায় হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তা বুঝতে পারলাম না?

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উত্তরে বলেন, আল্ মুতাকাব্বিরূন অর্থাৎ অহংকারকারীগণের দল (তিরমিযী ২০১৮ নং হাদীস)।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরও বলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা এমন কথার সাগর, বাকপুট ভাষণ পটু (মুখ ভরা) কথাবার্তা পরিবেশনকারী মানুষদের ঘৃণা করেন। এরা হচ্ছে সেই ব্যক্তিরূপে পরিচিত যারা নিজের জিহ্বা দ্বারা কেটে কেটে অতিরিক্ত ভাবে কথাবার্তা বলে যেমন ভাবে গাভী নিজ জিহ্বা দ্বারা চারা চিবিয়ে চিবিয়ে খায় (আবূ দাউদ হাঃ ৫০০৫, তিরমিযী হাঃ ২৮৫৩)।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরো বলেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন পর্যন্ত এমন লোকের আবির্ভাব ঘটবে না। তারা এসে তাদের কথাবার্তা নিজ জিহ্বা দ্বারা এমনভাবে কেটে কেটে বলবে যেমন গাভী নিজ চারাকে তার জিহ্বা দ্বারা কেটে কেটে খায় (মুসনাদে আহমাদ ১ম খণ্ড ১৮৪ পৃঃ)। নিজ জিহ্বাকে কেটে কেটে খাওয়ার অর্থ হল, তারা জিহ্বা পরিচালনার দ্বারা ইনকাম করবে এবং মিথ্যা কথা বলে কথা বিক্রি করে খাবে।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, আমিকে যখন রাতে আকাশে ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে গিয়ে দেখি কিছু শ্রেণির লোকের জিহ্বাকে জাহান্নামের আগুনের কাঁইচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি (তা দেখে)

বললাম যে, জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) ! এরা কারা? তিনি (আলাইহিস্ সালাম) (উত্তরে) বলেন, এরাই হচ্ছে আপনার উম্মতের মধ্যেকার সেই (খুতবার বক্তার) দল যারা শুধু লোকদেরকে উপদেশ দিত কিন্তু তারা নিজে করত না (সিলসিলাতুস্ সহীহা হাঃ ২৯১ )।

ইবনু হিব্বান এটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং হাদীসটি আল্লামাহ্ আলবানীর নিকটে হাসান পর্যায়ভুক্ত।

বর্তমান যুগে বাজারে এমন বেআমল বক্তার মোটেই অভাব নেই। আল্লাহ্ যেন আমাদের সকল বক্তা ও শ্রোতাগণকে এমন আচরণ হতে পরিত্রাণ দেন।

এদের আর একটি স্বভাবের কথা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন —

تـجـرون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجهٍ.

অর্থ ঃ তোমরা কাল কিয়ামত দিবসে মানুষের মধ্যে সর্ব দুষ্ট প্রকৃতির লোক হিসাবে ওদের পাবে যারা দু মুখো প্রকৃতির। অর্থাৎ এক দলের নিকটে এক রকম মুখমণ্ডল নিয়ে আসে এবং অপর দলের নিকটে আর এক রকমের মুখমণ্ডল নিয়ে যায় (বুখারী হাঃ ৫০৫৮, মুসলিম হাঃ ২৫২৬)।

হাদীস দ্বারা এমন ছদ্মবেশী লোকদের সব থেকে দুষ্ট আখ্যা নাবীর মুখে প্রকাশিত হয়েছে।

বক্তব্যে কথা কম বলা ভাল কিন্তু বেশি বলা ভাল নয়। তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, নিশ্চয় মানুষের স্বলাত লম্বা হওয়া এবং তার বক্তব্য ছোট হওয়া তার জ্ঞানের পরিচয় (মুসলিম হাঃ ২০০৯)।

আমর ইবনু আল্ আস্ব হতে হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন লোক দাঁড়ান এবং অনেকক্ষণ ধরে সোনা ঝরা কথা অঙ্গভঙ্গী করে দীর্ঘায়ু করে আলোচনা করেন। অতঃপর আমর্ তাকে লক্ষ্য করে বলেন, যদি লোকটি নিজের ভাষণটি সংক্ষিপ্ত করতেন তবে তার জন্য কতই না ভাল হতো। আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে বলতে শুনেছি অবশ্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি বক্তব্যের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পন্থা অবলম্বন করি। বস্তুত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যই সর্বোত্তম পন্থা (আবু দাউদ হাঃ ৫০০৮)।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের পরিমিতি কথা বলার তাওফীক দান করো — আমীন।

# জানা-অজানা

## সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

**১। প্রশ্ন ঃ মৃত্যুকালে আব্দুল্লাহ্ কী কী সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন?**

**উঃ —** পাঁচটি উট, এক পাল ছাগল এবং একটি নাবালিকা হাবশী দাসী বারাকাহ্ উরফে উম্মে আয়মান।

**২। প্রশ্ন ঃ বারাকাহ্ উম্মে আয়মানের কার সঙ্গে বিবাহ হয়?**

**উঃ—** যায়েদ বিন হারেসের সঙ্গে।

**৩। প্রশ্ন ঃ শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর কতদিনে খাতনা করা হয়?**

**উঃ—** খাতনা ও আকিকা করাটি যে আরবদের মাঝে পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল, তা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত (বুখারী হাঃ ৭, আবু দাউদ হাঃ ২৮৪৩)।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, রসূল এর খাতনা সম্পর্কে তিনটি কথা চালু আছে। (ক) তিনি খাতনা ও নাড়ি কাটা অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। ইবনুল জাওযী এটাকে মওযূ বা জাল বলেছেন। (খ) হালীমার গৃহে অবস্থানকালে বক্ষ বিদারণের সময় জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর খাতনা করেন। (গ) দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর সপ্তম দিনে খাতনা করান ও নাম রাখেন এবং লোকজনকে দাওয়াত করে খাওয়ান। এগুলি সম্পর্কে যে সব বর্ণনা আছে তার কোনোটিই সহীহ্ নয়। তবে মুহাক্কীক কামালুদ্দিন বিন আদীম বলেন, আরবদের রীতি অনুযায়ী সপ্তম দিনে তাঁর খাতনা করা হয়েছিল। এটি এমন একটি রীতি যা প্রমাণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বর্ণনার প্রয়োজন নেই। (যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৮০-৮১ পৃঃ)।

**৪। প্রশ্ন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কাকে মায়ের পরে মা বলে সম্বোধন করতেন?**

**উঃ—** উম্মে আয়মানকে মায়ের পরে মা বলে এবং নিজ পরিবারভুক্ত বলে সম্বোধন করতেন (আল্ ইসাবাহ্ উম্মে আয়মান ক্রমিক নম্বর ১১৮৯৮)।

**৫। প্রশ্ন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর পিতা আব্দুল্লাহ্র কবর কোথায়?**

উঃ--- মদীনার নাবেগা আল জাদীর পারিবারিক গোরস্থানে।

**৬। প্রশ্ন ঃ মা আমিনার কোথায় মৃত্যু হয়?**

উঃ— মদীনা থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনের সময় আবওয়া নামক স্থানে যা বর্তমানে মদীনা থেকে মক্কার পথে ২৫০ কিমি দূরে অবস্থিত একটি শহরের নাম।

**৭। প্রশ্ন ঃ মা আমিনার মৃত্যুর সময় শিশু মুহাম্মাদের বয়স কত ছিল?**

উঃ— মাত্র ছয় বছর।

**৮। প্রশ্ন ঃ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তিনি কার নিকট লালিত পালিত হন?**

উঃ— দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট।

**৯। প্রশ্ন ঃ আব্দুল মুত্তালিব কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, তখন শিশু মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বয়স কত ছিল?**

উঃ— ৮২ বছর বয়সে, তখন মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বয়স ছিল মাত্র আট বছর।

**১০। প্রশ্ন ঃ কত বছর বয়সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চাচার সঙ্গে ব্যবসার জন্য সিরিয়ার বুসরা শহরে গমন করেন?**

উঃ— ১০ বা ১২ বছর বয়সে।

**১১। প্রশ্ন ঃ নাবী মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিষ্পাপত্বের নিদর্শনগুলি কী কী?**

উঃ— (ক) তিনি কুরায়েশদের নিয়ম অনুযায়ী হজ্জের সময় কখনো তাদের সাথে মুযদালাফায় অবস্থান করেননি। বরং অন্যদের সাথে আরাফাতে অবস্থান করতেন। (খ) তিনি কখনো মূর্তি স্পর্শ করেননি। (গ) তিনি কখনোই মূর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত পশুর গোশত কিংবা যার উপরে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি এমন কোনো গোশত ভক্ষণ করেননি (বুখারী হাঃ ৫৪৯৯)। (ঘ) কাবা পুনর্নির্মাণ কালে পাথর বহনকালে চাচা আব্বাসের প্রস্তাব ক্রমে তিনি কাপড় খুলে ঘাড়ে রাখলে সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। অতঃপর হুঁশ ফিরলে তিনি পাজামা কঠিনভাবে বেঁধে দিতে বলেন (বুখারী হাঃ ৩৫৪, মুসলিম হাঃ ৩৪০)। (ঙ) আল্লাহ্‌ তাঁর আগের ও পরের সকল গোনাহ্‌ মাফ্‌ করে দিয়েছেন (বুখারী হাঃ ৭৪১০)। তাই তিনি আল্লাহ্‌র মনোনীত নিষ্পাপ রসূল।

# সওয়াল জওয়াব

## সম্পাদনা পরিষদ

**১। প্রশ্ন ঃ সূরা আ'রাফের ২০৪ নম্বর আয়াত দ্বারা কি মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠ নিষেধ করা হয়েছে? বিস্তারিত দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন — আব্দুল অদূদ, উত্তর অন্তর্দ্বীপা, সামশেরগঞ্জ।**

**উত্তর ঃ** এ আয়াত দ্বারা স্বলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ নিষেধ তো অনেক দূরের কথা, স্বলাতে কথা বলাও নিষেধ হয়নি। সুতরাং দেওবন্দী ও ব্রেলীদের ইমাম আল্লামা ত্বহাবী হানাফী বলেন, ''মক্কাতে কথা বলা নিষেধ হয়েছে স্বলাতে'' একথা তোমাকে কে বলেছে? তুমি মুসনাদ হাদীসের এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধ করনি। তোমার এই সনদ বিহীন কথা মানা যাবে না। দেখুন! যায়দ বিন আরক্কাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা স্বলাতে কথাবার্তা বলতাম। অতঃপর যখন সূরা বাক্বারাহ্‌ ২৩৮ নম্বর আয়াত (و قوموا الله قانتين) অবতীর্ণ হল তখন আমাদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হল। আর যায়দ বিন আরক্কাম রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর সাহচর্য লাভ করেছেন মাদীনায়। এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর মক্কা থেকে মাদীনায় হিজরতের পর স্বলাতে কথা বলা নিষেধ হয়েছে (শার্হু মাআনিল আসার ২৬০)। ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী, আইনী হানাফী, মুল্লা কারী হানাফী, জামালুদ্দীন হানাফী, উবাইদুল্লাহ্‌ মুবারকপুরী ও আন্ওয়ার শাহ্‌ কাশ্মিরী দেওবন্দী প্রমুখগণ বলেছেন, স্বলাতে কথা বলা নিষেধ করা হয়েছে মাদীনায় (ফাৎহুল বারী ৩/৭৪, উমদাতুল কারী ৭/২৬৯, মিরকাত ২/৮০৫, আল্‌ লুবাব ১/২৭২, মিরআত ৩/৩৪৪, আরফুশ্‌ শাযী ১/৩৮৪)।

এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সূরা বাক্বারাহ্‌র ২০৪ নম্বর আয়াতটি মুসলিমদের সম্বোধন করে অবতীর্ণ হয়নি; বরং কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় মক্কার মুশরিকরা হট্টগোল করত। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন —

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَ الْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ.

অর্থ ঃ কাফেররা বলল, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো

না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও (সূরা হা-মীম সাজদাহ্ ৪১/২৬)। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদের লক্ষ্য করে و اذا قرئی القران আয়াতটি অবতীর্ণ করেন (তাফসীর রাযী ১৫/৪৪১, তাফসীরে কুরতুবী ১/১২১, তাফসীর বাহ্রুল মুহীত ৪/৪৪৮)। যদি ধরে নেওয়া হয় মুসলিমদের লক্ষ্য করেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে তার তাৎপর্য হবে — তারা যেন কুরআন তিলাওয়াতের সময় মুশরিকদের ন্যায় শোরগোল, বাঁশি বাজানো ও হাততালি না দেয়; বরং মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও শোরগোল করা থেকে বিরত থাকবে। যেমন ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও মুজাহিদ সূরা হা-মীম সাজদাহ্র ২৬ নং আয়াতের الغوا فيه এর তাফসীরে বলেছেন, হাততালি দেওয়া, বাঁশি বাজানো এবং চিৎকার হৈ চৈ করা। যখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন কুরাইশরা এটা করত (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১৮৪৫৯, ইবনু কাসীর ৭১৭৪, ত্বাবারী ২১/৪৬০, কুরতুবী ১৫/৩৫৬)। কেননা সকলের ঐক্যমতেই সূরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াতটি মাক্কী। আর এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার অনেক পর পর্যন্ত মাদীনাতেও স্বলাতে কথাবার্তা বৈধ ছিল। যায়দ বিন আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিশ্চয় আমরা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর যুগে স্বলাতের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম, আর আমাদের কেউ তার পার্শ্ববর্তী ভাইয়ের সাথে প্রয়োজনে কথা বলতেন। অতঃপর যখন

حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين.

অবতীর্ণ হল তখন আমাদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হল (বুখারী ১২০০, ৪৫৩৪, মুসলিম ঃ ৫৩৯, আবূ দাউদ ৯৪৯, তিরমিযী ৪০৫, নাসাঈ ১২১৯)। দেওবন্দীদের শিরোমণি আশরাফ আলী থানবী বলেছেন আমার নিকটে "و اذا قرئی القر آن فاستمعوا" আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ" — তাবলীগের ক্ষেত্রে বিধেয়। এখানে স্বলাতের কিরাআত উদ্দেশ্য নয়। আলোচনার (আয়াতের) পূর্বাকার প্রসঙ্গ দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয়। ফলে এক জামাআতে এক সাথে অনেকের কুরআন পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই (আল্ কালামুল হাসান ২/২১২, নাসরুল বারী সহ ১৮৫ পৃঃ)। মুদ্দা কথা সকল স্বলাতেই মুক্তাদীদের উপরেও সূরা ফাতিহা পাঠ করা অপরিহার্য (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে হানাফী কেল্লার পোষ্ট মর্টেম ১ম খণ্ড ১৬৭-৩০৫ পৃঃ)।

**২। প্রশ্ন ঃ 'মুদাওওয়ানাহ' বইটির লেখক কি ইমাম মালিক? — কামরুযযামান, নগাঁও, আসাম**

**উত্তর ঃ** না। ইমাম যাহাবী বলেছেন, 'মুদাও্ওয়ানাহ্' বইয়ের লেখক হলেন সাহ্নূন (তারীখুল ইসলাম ৫/৮৬৭)। এ কথায় লেখা আছে মালেকী মাযহাবের ফিক্বহুল ইবাদাত গ্রন্থে (ফিক্বহুল ইবাদাত ২৩ পৃঃ)। কিন্তু এতেও সন্দেহ আছে। কেননা মুদাও্ওয়ানাতেই আছে و اخبرنى سحنون عن ابن القاسم و حدثنى سحنون عن ابن عن مالك (প্রাগুক্ত ৩/৩৩৯)। قال : وحدثنى وهب عن مالك (প্রাগুক্ত ২/৪০)। سحنون عن ابن وهب (প্রাগুক্ত ১/২৯১)।

এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'মুদাও্ওয়ানাহ্' বইটি ইমাম মালিকের লেখা তো নয়ই, সাহ্নূনেরও লেখা নয়; বরং অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তির (হানাফী কেল্লার পোষ্ট মর্টেম ১ম খণ্ড, ৪২৩ পৃঃ)।

**৩। প্রশ্ন ঃ কোনো মহিলা স্বামীর কাছ থেকে খোলা নিল। অতঃপর সে তার কাছে আবার ফিরে যেতে চাইলে তার করণীয় কী? —সুলতানা পারভীন।**

**উত্তর ঃ** খোলা হল ফাস্খে নিকাহ্। অর্থাৎ খোলার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। অতএব খোলার পর নতুনভাবে প্রাক্তন স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে শরীয়তে বাধা নেই; বরং নতুন মোহর ও বিবাহের শর্তাবলীকে সম্মুখে রেখে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে দ্বিতীয় তালাক দিয়েছে, অতঃপর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়েছে। পরবর্তীতে সেই মহিলা স্বামীর কাছে খোলা নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে তার সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে (কিতাবু উম্ম ৫/১২২, ফাতাওয়া ইলমিয়্যাহ্ ২/১৯৪)।

প্রকাশ থাকে যে, কেউ কেউ 'খোলা' কে তালাক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। সুতরাং ইমাম ইবনু কাইয়্যিম বলেছেন, খোলা হল 'ফাস্খ' (বিবাহ বিচ্ছেদ), তালাক নয়। একথারই প্রবক্তা ইবনু আব্বাস, উসমান ও ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখগণ। খোলাকে তালাক গণ্য করার ব্যাপারে কোনো সাহাবী থেকেই বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নেই (যাদুল মাআদ ৫/১৭৯)।

**৪। প্রশ্ন ঃ ইস্তিঞ্জার পরের দুআ 'আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া আ-ফানী' দুআটি কি যঈফ? যদি**

**যঈফ হয় তাহলে এক্ষেত্রে কি কোনো সহীহ্ দুআ আছে? দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন। তাবাস্সুম খাতুন, বীরভূম।**

**উত্তর ঃ** দুআটি যঈফ (যঈফুল জামি ৪৩৭৮, ইরওয়াউল গালীল ৫৩)। পেশাব-পায়খানা থেকে বের হয়ে পাঠ করার সঠিক দুআ হল 'গুফরানাকা' (ইবনু মাজাহ্ ৩০০, আবূ দাউদ ৩০, তিরমিযী ৭)।

**৫। প্রশ্ন ঃ সরল পথে বলা হয়েছে সব স্বলাতেই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কিন্তু 'সিফাতু স্বলাতিন নাবী' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'জাহ্রী কিরাআতে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না।' আমরা কোনটার উপর আমল করবো? — সরল পথের পাঠক, উঃ দিনাজপুর।**

**উত্তর ঃ** সরল পথের ফাতওয়াই সঠিক। সৌদী ফাতাওয়া কমিটিরা মুফতী বলেন, আলিমদের মতামতের মধ্যে প্রাধান্যযোগ্য মত হল ঃ মুসল্লীর উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করা অপরিহার্য — হোক সে ইমাম কিংবা মুক্তাদী কিংবা একাকী, হোক স্বলাত জাহ্রী অথবা সির্রী, নফল স্বলাত হোক কিংবা ফরয (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৬/৪১০)। সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে স্বলাত হবে না — এটা বিশুদ্ধ হদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং খাস (নির্দিষ্ট) দলীল দ্বারা সাব্যস্ত ও নাস (نص) দ্বারা প্রমাণিত। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী জাহ্রী ক্বিরআতে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পড়বে না মর্মে দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন — (ক) আম (ব্যাপক অর্থবোধক) দলীল, (খ) জাহ্রী ক্বিরআতে সূরা ফাতিহা মুক্তাদীদের জন্য রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দুটি প্রমাণের ক্ষেত্রেই তাঁর বিচ্যুতি ঘটেছে। কারণ, সর্বজনবিদিত যে, খাস ও আম এবং নাস ও জাহেরের মধ্যে বিরোধ হলে খাস ও নাস প্রাধান্য পাবে (তাহ্কীকুল কালাম ৪৪৬ পৃঃ, নুরূল আন্ওয়ার ৮৮ পৃঃ)।

দ্বিতীয়তঃ রহিত হওয়ার জন্য তারীখ কিংবা এমন বিষয় থাকবে যাতে রহিতকারীকে রহিতের পরে বুঝাবে এবং উভয় দলীলের মাঝে সামঞ্জস্য দেওয়া সম্ভব নয় সাব্যস্ত হতে হবে, তাহলে রহিত সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এখানে একটিও শর্ত পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী বলেছেন, 'মানুষ কিরাআত ছেড়ে দিল ' এর ভাবার্থ হল ঃ মানুষ উচ্চস্বরে ক্বিরাআত ছেড়ে দিল (ইমামুল কালাম ২৯৪ পৃঃ) এবং সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য ক্বিরাআত ছেড়ে দিল। কারণ 'মানুষ কিরাআত ছেড়ে দিল' হাদীসের বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু জাহ্রী ক্বিরাআতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, সূরা ফাতিহা মনে মনে পাঠ করবে (মুসনাদ হুমাইদী ১০০৪, বাইহাকীর সুগরা ৫৩৮, ইমাম বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত ৪২ পৃঃ)। আর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী নিজেই বলেছেন, হাদীসের বর্ণনাকারী তাঁর বর্ণিত হাদীসের ভাবার্থ সম্পর্কে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক অবগত (মাওসূআতুল আলবানী ফীল আক্বীদাহঅ ৯/৬২)।

তৃতীয়তঃ আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্বারা বর্ণিত হাদীস উবাদাহ্ বিন সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্বারা বর্ণিত হাদীসের পরে বলে কোনো প্রমাণ নেই। উবাদাহ্ বিন সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসে রয়েছে, একদা ফজরের স্বলাতে নাবীর উপরে কিরাআত ভারী হলে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সাহাবাদের রাযিয়াল্লাহু আনহুম বলেছিলেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু ইমামের পিছনে পাঠ কোর না। কারণ, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার স্বলাত হয় না (আবূ দাউদ ৪২৩, তিরমিযী ৩১১, আহমাদ ২২৭৫০, বিস্তারিত দ্রষ্টব্য হানাফী কেল্লার পোষ্ট মর্টেম)।

**৬। প্রশ্ন ঃ মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অর্থ যদি ব্যাংকে জমা থাকে এবং তা নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার যাকাত দিতে হবে কি? — সিরাজুল ইসলাম, নগাঁও, আসাম।**

**উত্তর ঃ** উক্ত অর্থের যাকাত দিতে হবে না। কারণ এগুলো কারো ব্যক্তিগত মালিকানায় নেই। আর ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া যাকাত ফরয হয় না। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক যদি কোনো ব্যক্তি হয় এবং ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে সেই সম্পদের উপর ১ বছর অতিক্রান্ত হলেই যাকাত দিতে হবে। এমনকী ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ যদি নিসাব থেকে কম হয় এবং বাড়িতে থাকা সম্পদ দ্বারা তা নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলেও শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে।

**৭। প্রশ্ন ঃ আমরা কুমারগঞ্জ নিসারুদ্দীন হাই মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ এই মর্মে একটি সমিতি গঠন করেছি যে, আমরা প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে জমা করব এবং জমাকৃত তহবিল থেকে কেউ লোন নিলে তাকে প্রতি মাসে ১২ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। এই সমিতি গঠন করা কি শরীয়ত সম্মত হয়েছে? তার সদস্য হওয়া যাবে কি? সুদখোরদের ইবাদাত কবুল হবে কি? তাদের পরিণতি কী হবে সহীহ্ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। — আব্দুস্ সামাদ, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ।**

**উত্তর ঃ** সূদী কারবারের জন্য সমিতি গঠন করা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা সুদকে আল্লাহ্ তাআলা হারাম করেছেন (সূরা বাক্বারাহ্ ২ঃ২৭৫)। অতএব এই সমিতির সদস্য হওয়া যাবে না।

ঈমান ও লজ্জার দাবী হল এই সমিতি ভেঙ্গে দেওয়া। আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন, সুদের (পাপের) ৭৩টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হল আপন মাকে বিবাহ করা (মুস্তাদরাক ২২৫৯, সহীহুল জামি ৩৫৩৯)। সুদখোরদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। অতএব মূলধন নিয়ে সুদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবে। আর যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে স্বচ্ছলতার প্রতীক্ষা করবে অথবা ঋণ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিবে। অন্যথায় জাহান্নামে যাবে (সূরা বাক্বারাহ্ ২/২৭৫-২৮০, তাফসীর সহ দ্রষ্টব্য)। সামুরা বিন জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যা নাবীকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, আমি একটি নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছালাম যার পানি রক্তের মত লাল ছিল। আমি দেখি যে, এই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অন্য এক লোক আছে। সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকারী লোকটি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর ঐ লোকের কাছে এসে পৌঁছায় যে নিজের কাছে পাথর একত্রিত করে রেখেছে। সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায় ও সাঁতার কাটতে থাকে; অতঃপর সে তার কাছে ফিরে আসে, যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এটা সুদখোরের শাস্তি (বুকারী ৭০৪৭, সহীহ্ ইবনু হিব্বান ৬৫৫)। ইবাদাত কবুলের জন্য হালাল রুযী হওয়া আবিশ্যক। হালাল খাদ্য দুআ ও ইবাদাত গৃহীত হওয়ার কারণ এবং হারাম খাদ্য তা কবুল না হওয়ার কারণ। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন, এক লোক দীর্ঘ সফর করেছে, যার চুলগুলি বিক্ষিপ্ত এবং নিজেও ধুলাবালিতে জর্জরিত, সে তার দুহাত আসমানের দিকে দরাজ করে বলে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং তার শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে হারাম খাদ্য দ্বারা। এমতাবস্থায় তার প্রার্থনা কীভাবে কবুল হবে (মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৭)।

**৮। প্রশ্ন ঃ স্বলাতের অবস্থায় হাঁচি এলে আল্ হামদুলিল্লাহ্ বলা যাবে কি? — আব্দুল মাজীদ, দঃ দিনাজপুর।**

**উত্তর ঃ** যাবে। তবে জবাবে কেউ ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলবে না। কারণ স্বলাতে এক অপরকে সম্বোধন করা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৭/৩০, শার্হে নাওবী ৫/২১)।

# সংগঠন সংবাদ

বিগত ১২.২.১৭ তারিখ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মসজিদের দোতলায় জমঈয়তে আহ্লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলার স্থায়ী আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব দারসে কুরআনে সূরাহ্ লাইলের কয়েকটি আয়াতের অর্থ ও তার ভাবার্থ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, মানুষ সাধারণতঃ দুই প্রকারের। এক প্রকার হল যারা দান করে ও আল্লাহ্কে ভয় করে এবং সৎ বিষয়কে সত্য জ্ঞান করে। আর এই প্রকার লোকেদের জন্য আল্লাহ্ বলেন, অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ অর্থাৎ জান্নাতের পথ। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক হল তারা যারা কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করে আর সৎ বিষয়কে মিথ্যা জ্ঞান করে। আর এই প্রকার লোকেদের জন্য আল্লাহ্ বলেন, অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ অর্থাৎ জাহান্নামের পথ। এই শ্রেণির লোকেরা যখন ধ্বংস হবে, তাদের সম্পদ কোনোই কাজে আসবে না। হেদায়াত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। ভালো কাজ যদি করো ভালো না লাগে বুঝতে হবে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি তার উপর নিপতিত। আর যদি কোনো ভালো কাজ করতে কারো ভালো লাগে তাহলে বুঝতে হবে তার উপর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিদ্যমান। অতএব আসুন আগামী একমাস আমরা আত্মসমীক্ষা করে দেখি ভালো কাজের প্রতি আমাদের আগ্রহ কতখানি। মানুষ প্রচেষ্টা চালালে সম্পদ প্রাপ্তি হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাকেই দ্বীনের জ্ঞান দান করেন যাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। অতএব আসুন আমরা সকলে আল্লাহ্র কাছে দুআ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে যথেষ্ট তাওফীক দান করেন।

এ সভায় যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহল —

১। ২০শে ফেব্রুয়ারী সোমবার সরল পথ অ্যাকাডেমি (বয়েজ) প্রাঙ্গণে জেলা জমঈয়তে আহ্লে হাদীস মুর্শিদাবাদের শুরা সদস্য, অ্যাকাডেমির ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দ, জেলার বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট সরকারী আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অ্যাকাডেমির ছাত্রদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে।

২। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান রক্ষার নিমিত্তে সরল পথ' পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করতে জমঈয়ত কর্তৃপক্ষ এ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত করলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি পত্রিকা

কপি পিছু ৩ টাকা বৃদ্ধি করে ১৫ থেকে ১৮ টাকা করা হল। বাৎসরিক মূল্য নির্ধারিত হল ২০০ টাকা। আগামী মার্চ মাসে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে। ধাপে ধাপে কার্যকর করা হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্।

৩। আগামী মাস থেকে জেলা জমঈয়তের নির্দিষ্ট সভা বেলা ১১ টার পরিবর্তে সকাল ৯ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

৪। জেলা জমঈয়তের জন্য সারা বছরের দাওয়াতী সিলেবাস তৈরির প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ফারাক্কা ব্লক এবং শামসেরগঞ্জ ব্লকের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার কথ্য ব্যক্ত হয়।

এরপরেই আমীর সাহেবের দুআ পাঠের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সভার কাজের সমাপ্তি ঘটে। ইতি —

জেলা সম্পাদক

## সরল পথ অ্যাকাডেমির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সরল পথ মুখপাত্রের আলোচনা চক্র

### কাঁকুড়িয়া, উমরপুর

২০শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সোমবার কাঁকুড়িয়া, উমরপুরে সরল পথ এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট পরিচালিত সরল পথ অ্যাকাডেমি (বয়েজ) এর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও 'সরল পথ ' মুখপাত্রের আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল সাড়ে দশটায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে দিনের প্রথম পর্বে অ্যাকাডেমির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন অ্যাকাডেমির ছাত্র মুহাম্মাদ। তাঁর সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত উপস্থিত সকলের মন ছুঁয়ে যায়। এরপর দারসে কুরআন পরিবেশন করেন শায়খ আব্দুল্লাহ্ সালাফী, পরিচালক সরল পথ অ্যাকাডেমি। তিনি কুরআন শরীফের নির্বাচিত অংশ বাংলা তরজমা ও ব্যাখ্যা সহ শ্রোতাদের কাছে পেশ করেন। দারসে কুরআন পরিবেশনায় সালাফী সাহেবের ব্যুৎপত্তি ও তাঁর প্রাজ্ঞতা অনুষ্ঠানের বিরাট প্রাপ্তি। সরল পথ অ্যাকাডেমির সম্পাদক আবু ফায়সাল সালমান অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ ভাবে অলাভজনক সেবাব্রতী মনোভাব নিয়ে গড়ে তোলা সরলপথ অ্যাকাডেমির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ, শিক্ষিত সমাজ নির্মাণ করা। এরপর শুরু হয় ছাত্রদের নানা বিষয়ে দক্ষতা প্রদর্শনের অনুষ্ঠান। ক্বেরাত, না-ত, বাংলা-ইংরেজি-আরবী বক্তব্য, ইংরেজিতে কথোপকথন, আরবীতে কথোপকথন, সূরা ত্বীন এর উপস্থাপনা ও বাংলা-উর্দু-ইংরেজিতে তরজমা, ক্যুইজা প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের উপস্থাপনা উপস্থিত গুণিজনদের প্রশংসা ও সমীহ লাভে সক্ষম হয়। নানা বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

যুহরের নামায ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের 'সরল পথ' মুখপত্রের আলোচনা চক্র। শুরুতেই তেলাওয়াত-এ কুরআন পেশ করেন হাফিজ মুহর্‌রম। মুখপত্রের জন্ম, তার নিয়মিত প্রকাশ, সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন মুখপত্রের সম্পাদক মুহাম্মাদ তাজাম্মুল হক সালাফী সাহেব। এই অনুষ্ঠানে মুখপত্রের তরফ থেকে লেখক গোষ্ঠীকে বিশেষ ভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখেন মালদা কলেজের অধ্যাপক মাহ্‌ফুজুর রহমান, মুজফ্‌ফর আহমেদ কলেজ, সালার এর অধ্যাপক জিনাতুল্লা সেখ, ডাঃ ইয়ার আলী সেখ, প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক আব্দুর রউফ, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, রুহুল আমিন, জেলা পরিদর্শক টিমের সদস্য এডওয়ার্ড কবীর প্রমুখ।

সারা দিনের অনুষ্ঠানে আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সরল পথ অ্যাকাডেমির হিতাকাঙ্খী মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, মেহেদি হাসান, রাজ্য জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের সম্পাক আলমগীর সর্দার, মুখ্য প্রচারক আইনুল হক, ইসমাইল মাদানী, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সরস্বতী মণ্ডল, ছাত্রসহ প্রচুর অভিভাবক-অভিভাবিকা, স্থানীয় মানুষজন সকলের উপস্থিতিতে সরল পথ অ্যাকাডেমির বার্ষিক সাংস্কৃতিক চক্র ছিল এক কথায় অভূতপূর্ব, অনবদ্য। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক আকমল হোসেন।

সংবাদদাতা
আবু ফায়সাল সালমান
সম্পাদক, সরল পথ অ্যাকাডেমি (বয়েজ)

# বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই মার্চ -১৫ই এপ্রিল)

| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যুহুর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬ মার্চ | ৪:২৯ | ৫:৪৪ | ১১:৪৬ | ৩:১১ | ৫:৪৭ | ৭:০৩ |
| ১৭ | ৪:২৮ | ৫:৪৩ | ১১:৪৬ | ৩:১১ | ৫:৪৭ | ৭:০৩ |
| ১৮ | ৪:২৭ | ৫:৪২ | ১১:৪৫ | ৩:১১ | ৫:৪৮ | ৭:০৪ |
| ১৯ | ৪:২৬ | ৫:৪১ | ১১:৪৫ | ৩:১১ | ৫:৪৮ | ৭:০৪ |
| ২০ | ৪:২৫ | ৫:৪০ | ১১:৪৫ | ৩:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০৪ |
| ২১ | ৪:২৪ | ৫:৩৯ | ১১:৪৫ | ৩:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০৫ |
| ২২ | ৪:২৩ | ৫:৩৮ | ১১:৪৪ | ৩:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০৫ |
| ২৩ | ৪:২২ | ৫:৩৭ | ১১:৪৪ | ৩:১১ | ৫:৫০ | ৭:০৬ |
| ২৪ | ৪:২১ | ৫:৩৬ | ১১:৪৪ | ৩:১০ | ৫:৫০ | ৭:০৬ |
| ২৫ | ৪:২০ | ৫:৩৫ | ১১:৪৩ | ৩:১০ | ৫:৫১ | ৭:০৭ |
| ২৬ | ৪:১৯ | ৫:৩৪ | ১১:৪৩ | ৩:১০ | ৫:৫১ | ৭:০৭ |
| ২৭ | ৪:১৮ | ৫:৩৩ | ১১:৪৩ | ৩:১০ | ৫:৫১ | ৭:০৮ |
| ২৮ | ৪:১৭ | ৫:৩২ | ১১:৪২ | ৩:১০ | ৫:৫২ | ৭:০৮ |
| ২৯ | ৪:১৬ | ৫:৩১ | ১১:৪২ | ৩:১০ | ৫:৫২ | ৭:০৯ |
| ৩০ | ৪:১৪ | ৫:৩০ | ১১:৪২ | ৩:০৯ | ৫:৫৩ | ৭:০৯ |
| ৩১ | ৪:১৩ | ৫:২৯ | ১১:৪২ | ৩:০৯ | ৫:৫৩ | ৭:১০ |
| ১লা এপ্রিল | ৪:১২ | ৫:২৮ | ১১:৪১ | ৩:০৯ | ৫:৫৪ | ৭:১০ |
| ২ | ৪:১১ | ৫:২৭ | ১১:৪১ | ৩:০৯ | ৫:৫৪ | ৭:১১ |
| ৩ | ৪:১০ | ৫:২৬ | ১১:৪১ | ৩:০৯ | ৫:৫৪ | ৭:১১ |
| ৪ | ৪:০৯ | ৫:২৫ | ১১:৪০ | ৩:০৮ | ৫:৫৫ | ৭:১২ |
| ৫ | ৪:০৮ | ৫:২৪ | ১১:৪০ | ৩:০৮ | ৫:৫৫ | ৭:১২ |
| ৬ | ৪:০৭ | ৫:২৩ | ১১:৪০ | ৩:০৮ | ৫:৫৬ | ৭:১৩ |
| ৭ | ৪:০৬ | ৫:২২ | ১১:৪০ | ৩:০৮ | ৫:৫৬ | ৭:১৩ |
| ৮ | ৪:০৫ | ৫:২২ | ১১:৩৯ | ৩:০৭ | ৫:৫৬ | ৭:১৪ |
| ৯ | ৪:০৪ | ৫:২১ | ১১:৩৯ | ৩:০৭ | ৫:৫৭ | ৭:১৪ |
| ১০ | ৪:০২ | ৫:২০ | ১১:৩৯ | ৩:০৭ | ৫:৫৭ | ৭:১৫ |
| ১১ | ৪:০১ | ৫:১৯ | ১১:৩৮ | ৩:০৭ | ৫:৫৮ | ৭:১৬ |
| ১২ | ৪:০০ | ৫:১৮ | ১১:৩৮ | ৩:০৬ | ৫:৫৮ | ৭:১৬ |
| ১৩ | ৩:৫৯ | ৫:১৭ | ১১:৩৮ | ৩:০৬ | ৫:৫৮ | ৭:১৭ |
| ১৪ | ৩:৫৮ | ৫:১৬ | ১১:৩৮ | ৩:০৬ | ৫:৫৯ | ৭:১৭ |
| ১৫ | ৩:৫৭ | ৫:১৫ | ১১:৩৭ | ৩:০৬ | ৫:৫৯ | ৭:১৮ |

মাসিক "সরল পথ" ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা • জুমাদাস সানী - ১৪৩৮ • মার্চ - ২০১৭
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2016-18



মূল্য - ১৫/- টাকা মাত্র Printed by : K P Press , Habibur Rahman - 9749307353